৫৭ বছরের ঐতিহ্যবাহী সাপ্তাহিক পত্রিকা

আলিপুর বার্তা

কলকাতা ঃ ৫৭ বর্ষ, ৬ সংখ্যা, ৯ অগ্রহায়ণ – ১৫ অগ্রহায়ণ, ১৪২৯ ঃ ২৬ নভেম্বর– ২ ডিসেম্বর, ২০২২

Kolkata : 57 year : Vol No.: 57, Issue No. 6, 26 November - 2 December, 2022 ৮ পাতা, মূল্য ৩ টাকা

ফিরে দেখো ৫০

শব্দহীন ইতিহাসের ভাষাকে বাঙ্ময় করে তুলতে সেদিনের শব্দচয়ন ও বানান অবিকৃত রেখে এবার আপনাদের সামনে তুলে ধরব ৫০ বছর আগের কিছু সংবাদ, প্রবন্ধ।

তিনের পাতায়

চালু হল
আলিপুর বার্তার
নতুন নিউজ পোর্টাল
দেখুন ওয়েবসাইটে

দিনগুলি মোর...

সাত দিন, সাত সকাল। গত সাতটা দিন কোন কোন খবর আমাদের মন রাঙালো। কোন খবরটা এখনও টাটকা। আবার কোনটা একেবারেই মুছে গেল মন থেকে। গত সাতটা দিনের রঙ বেরঙের খবরের ডালি নিয়ে এই বিভাগ। আমাদের সপ্তাহ শুরু শনিবার, শেষ শুক্রবার।

শনিবার : কর্মশিক্ষা ও শারিরশিক্ষার শিক্ষক পদে নিয়োগ

১ ডিসেম্বর পর্যন্ত স্থগিত করে দিল কলকাতা হাইকোর্ট। শূন্য পদ সৃষ্টির যৌক্তিকতা জানিয়ে সরকারের বক্তব্য জানতে চেয়েছেন বিচারপতি বিশ্বজিৎ বসু।

রবিবার : অস্ত্র উদ্ধার এখন পশ্চিমবঙ্গের রুটিন। পূর্ব বর্ধমানের

মন্তেশ্বর কুসুমগ্রাম বাসস্ট্যান্ড থেকে গুলি বন্দুক সহ ধরা হোলো মন্তেশ্বরের বাসিন্দা কুরবান আলী ও মুর্শিদাবাদের ডোমকলের বাসিন্দা রাকেশ মোল্লাকে।

সোমবার : এশিয়ায় দ্বিতীয়, আরব দুনিয়া ও মরু দেশে প্রথম

ফুটবল বিশ্বকাপ প্রতিযোগিতার উদ্বোধন হোলো কাতারে। এমনকি এই প্রথম শীতকালে অনুষ্ঠিত হচ্ছে ফুটবলের এই মহা আসর। কাতারের কাছে এ এক চ্যালেঞ্জ।

মঙ্গলবার : সিট নেই বলে অন্য হসপিটালে রেফারের সময় যদি

প্রসূতির মৃত্যু হয় তাহলে তার দায় বর্তাবে যে ডাক্তার রেফার করেছে তার উপর। একথা সাফ জানিয়ে দিলেন খোদ রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দোপাধ্যায়।

বুধবার : বল ভেবে খেলতে গিয়ে বোমা ফেটে জখম হোলো

মালদহের মানিকচক থানার বালুপুর গ্রামের দুই শিশু। নাম আসিরুল ইসলাম ও আব্দুল মোমিন। এর আগে একই ঘটনা ঘটে মিনাখাঁ ও কুলপিতে।

বৃহস্পতিবার : পশ্চিমবঙ্গের নতুন স্থায়ী রাজ্যপাল হিসাবে

শপথ নিলেন সি ভি আনন্দ বোস। শপথের পরে সৌজন্য বিনিময় সেরে সোজা রেড রোডে চলে যান নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বসুর মূর্তিতে মালা দিয়ে শ্রদ্ধা জানাতে।

শুক্রবার : নাম পরিবর্তন করে দেওয়ায় পশ্চিমবঙ্গে প্রধানমন্ত্রী

প্রধান মন্ত্রী আবাস যোজনা (গ্রামীণ)
অনলাইন আবেদন

আবাদ যোজনার বাড়ি তৈরি আটকে ছিল বহু দিন। শেষ পর্যন্ত রাজ্য সরকার সিদ্ধান্ত পাল্টে কেন্দ্রের সমস্ত নির্দেশ মেনে নেওয়ায় প্রায় আট মাস পরে এই প্রকল্পে ফের কাজ শুরু করার অনুমতি পেল রাজ্য।

সবজান্তা খবরওয়ালা

আসল লড়াইটা মানসিকতার বিরুদ্ধে

ওঙ্কার মিত্র

'আজগুবি নয়, আজগুবি নয়, সত্যিকারের কথা–/ ছায়ার সাথে কুস্তি করে গাত্রে হোলো ব্যাথা।' পশ্চিমবঙ্গে বৈধ চাকরি প্রার্থীদের শিক্ষক পদে নিয়োগের লড়াইটা প্রথমদিকে অনেকটা এরকম সুকুমার আজগুবির মতোই ছিল। যার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ তারই গুণগান করছেন প্রতিবাদীরা, আর যার দাবি মেটানোর কথা তিনি কখনও কাছে এসে কখনও দূর থেকে প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত কিছুই হচ্ছে না। কে যে আসলে প্রতিপক্ষ তাই খুঁজে পাওয়া যাচ্ছিলো না।

যেদিন এ রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রী জানিয়ে দিলেন বৈধ অবৈধ কারোর চাকরি চলে যাক তা মুখ্যমন্ত্রী তা চান না সেদিন বোঝা গেল এ লড়াইয়ের প্রকৃত প্রতিপক্ষ হলো সরকার ও তার পরিচালকদের মানসিকতা। এটা ছিল মুখে মুখে। শিক্ষক নিয়োগে অতিরিক্ত শূন্য পদ তৈরির নির্দেশিকা জারি করে এটাকেই আইনি বৈধতা দিয়ে দিল শিক্ষা পর্ষদ। আর গত শুক্রবার কলকাতা হাইকোর্টে যখন শিক্ষা সচিব এজলাসে দাঁড়িয়ে বলে এলেন শিক্ষামন্ত্রীর নির্দেশেই এই শূন্যপদ তৈরী হয়েছে এবং তার পরেই শিক্ষামন্ত্রী মন্ত্রীসভার বৈঠকে এই সিদ্ধান্ত হয়েছে বলে জানালেন তখন পরিষ্কার হয়ে ভেসে উঠলো প্রতিপক্ষের ছবিটা। এখন লড়াইটা একদম মুখোমুখি। লড়াইটা যে ক্রমশঃ চরম জায়গায় গিয়ে পৌঁছচ্ছে তা বোঝা যায় যখন বিচারক অবৈধ শূন্য পদ তৈরির পিছনে থাকা আসল মাথা খুঁজতে সিবিআইকে দায়িত্ব দেন। সুপ্রিমকোর্টে যদিও এই আদেশ

৩ সপ্তাহের জন্য স্থগিত হয়েছে কিন্তু পরিষ্কার হয়ে গেছে লড়াইয়ের অভিমুখটা।

বিশ্বের লড়াইয়ের ইতিহাস বলছে কোনো ভুল সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে লড়াই হয় ক্ষণস্থায়ী। কিন্তু স্বৈরাচারী অগণতান্ত্রিক মনোভাব থেকে যদি কোনো সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় তা বিরুদ্ধে লড়াই চলতেই থাকে। এর জন্য অনেক মাশুল দিতে হয়। এই ধরণের লড়াই একসময় রক্তক্ষয়ী সংগ্রামে পরিণত হয়। এমনকি এ লড়াই পরিবর্তনের কান্ডারী হয়ে উঠতে পারে। এক্ষেত্রে তা হবে কিনা সেটা সময়ই বলবে।

তবে একথা ঠিক নিয়োগে স্বজনপোষণ, ঘুষ আজ থেকে নয়, চলছে ব্রিটিশ আমল থেকে। কিন্তু চিরকালই তা ছিল ধরা ছোঁয়ার বাইরে। কারণ এই অপরাধের প্রমান পাওয়া দুষ্কর। ফলে সরকারি উপর থেকে নিচুতলা কাটিয়ে যাচ্ছে বহালতবিয়তে। মাঝেমধ্যে দুএকটা ভিজিলেন্স কেস হলে তার ফলাফল বিভাগীয় তদন্তের নামে দপ্তরের অন্দরে মিলিয়ে যায় বুদবুদের মত। এর জন্য মুন্সীয়ানা লাগে। এই সরকারের কর্তব্যক্তিদের সেই মুন্সীয়ানা নেই। তবে তাঁদের ধন্যবাদ ছড়িয়ে ছিটিয়ে খেতে গিয়ে বহুদিনের রোগটাকে সামনে এনে দিয়েছেন। এখন লড়াইয়ের মাধ্যমে তার চিকিৎসা চলছে। ডাক্তারদের উপর নির্ভর করছে এ রোগ সারবে না রাজনীতিকদের বদন্যতায় সরকারি প্রশাসনের অঙ্গ হয়ে থেকে যাবে। যদি সারাতে হয় তাহলে লড়াই ছাড়া গতি নেই।

মতুয়াগড়ে নাগরিকত্বের টানাপোড়েন

কল্যাণ রায়চৌধুরী

একদিকে মতুয়া ও উদ্বাস্তু সম্প্রদায় অন্যদিকে সংখ্যালঘু

মুসলিম সম্প্রদায়। মূলত এই দুটি সম্প্রদায়ই এ রাজ্যের ভোট ব্যাঙ্ককে নিয়ন্ত্রণ করে থাকে। এমনটাই মনে করছেন সংশ্লিষ্ট রাজনৈতিক বিশ্লেষকমহল। রাজ্যের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের একটা বড় অংশ বিশেষ একটি রাজনৈতিক দলের পক্ষে থাকায় মতুয়া ও উদ্বাস্তু সম্প্রদায়ের উপর ভোট ব্যাঙ্কের আর একটি অংশে নির্ভরশীল। বিশেষ করে বিজেপি। কিন্তু মতুয়া ও উদ্বাস্তুরা সিএএ বা নাগরিকত্বের উপর গুরুত্ব আরোপ করায়, পঞ্চায়েত নির্বাচনের আগে বিজেপির পক্ষ থেকে আগামী ২৬ নভেম্বর মতুয়াগড় ঠাকুরনগরে সিএএ নিয়ে এক সভার ডাক দেওয়া হয়েছে। এর ফলে রাজ্য রাজনীতিতে নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন, ২০১৯ (সিএএ) আবার চর্চায় উঠে এসেছে। এরপর পাঁচের পাতায়

ক্ষুদিরামের মূর্তি ধ্বংস প্রতিবাদে এপিডিআর

নিজস্ব প্রতিনিধি : গত সোমবার ভোরের দিকে চাম্পাহাটি এলাকার আনন্দপল্লীতে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের বীর শহীদ ক্ষুদিরাম বসুর মূর্তি ভাঙার চেষ্টা করে কয়েক জন সমাজ বিরোধী।

এলাকার মানুষ দেখে ফেলায় সমাজ বিরোধীরা এলাকা ছেড়ে সে সময় পালাতে বাধ্য হয়। কিন্তু দোষীরা এখনও পুলিশের নাগালের বাইরে। আর তাই শহীদের মূর্তি ভাঙার কাজে যুক্ত অপরাধীদের দ্রুত গ্রেফতারের দাবিতে শুক্রবার গনতান্ত্রিক অধিকার রক্ষা সমিতি (এপিডিআর)–এর দঃ২৪ পরগনা জেলা কমিটির উদ্যোগে এই ঘটনার নিন্দা জানিয়ে বারুইপুর মহকুমা শাসক ও পুলিশ সুপারের অফিসে ডেপুটেশান জমা দেওয়া হয়। এ ব্যাপারে এপিডিআরের জেলা সম্পাদক আলতাফ আহমেদ এদিন বলেন, শহীদের অপমান আমরা কোনো ভাবেই মেনে নোবো না। ডেপুটেশনে দাবী তোলা হয়, ১)অবিলম্বে গোটা ঘটনার তদন্ত করে প্রশাসনকে দোষীদের উপযুক্ত সাজা দিতে হবে। ২)যথাযোগ্য মর্যাদায় ঐ মূর্তি পুনরায় প্রতিষ্ঠা করতে হবে। ৩) পরবর্তীকালে ঐ এলাকায় যাতে মূর্তি ভাঙার প্রচেষ্টা না হয় তার জন্য প্রশাসনকে উপযুক্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।

জল প্রকল্পে নেওয়া হবে ১২ ফুট রাস্তা

নিজস্ব প্রতিনিধি : দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলার বজবজ–২ নম্বর ব্লক, বিষ্ণুপুর ১ নম্বর ব্লক এবং বজবজ–১ ব্লকের ১ টি অঞ্চলে প্রতিটি ঘরে ঘরে আর্সেনিক মুক্ত পানীয় জল পৌঁছে দেবার লক্ষে ডাঃ হারবার লোকসভা কেন্দ্রের সাংসদ

অভিষেক ব্যানার্জীর তৎপরতায় জনস্বাস্থ্য কারিগরী দপ্তর ৫৬৪ কোটি টাকা বরাদ্দ করেছেন। ২০২২ সালের ৬ জুলাই নির্মাণকারী সংস্থা WPIL কে ৪৩০ কোটি ৭৮ লক্ষ টাকার ওয়ার্ক অর্ডার দিয়ে দিয়েছে। এবার নতুন জলের লাইনের জন্য সার্ভেও শুরু হয়। ডোডাড়িয়া চৌরাস্তা থেকে নোদাখালীর দিকে পিচ রাস্তার শেষ থেকে ১৮ ফুট রাস্তা অধিগ্রহণের তোড়জোড় শুরু হয়। বাওয়ালী ও রানিয়ার দিকে যথাক্রমে ৮ ফুটে ও ১৬ ফুট পর্যন্ত রাস্তা অধিগ্রহণ করা হবে বলে ঠিক হয়েছিল। সার্ভে শুরু হতেই ব্যবসায়িক মহলে ক্ষোভ–বিক্ষোভ সভা সমিতি শুরু হয়। কাজ থমকে যায়। সাংসদ অভিষেক ব্যানার্জীও সম্প্রতি ডাঃ হারবারে প্রশাসনিক বৈঠকে জল প্রকল্পের কাজ থমকে যাওয়ায় উষ্মা প্রকাশ করেন। এরপর পাঁচের পাতায়

সোনারপুরে শুট আউট

সুব্রত মন্ডল

সোনারপুরে শুট আউট। শুক্রবার রাতে কামরাবাদ এলাকা থেকে উদ্ধার হয় লালটু হাজরা নামে এক যুবককে রক্তাক্ত দেহ। এই ঘটনা ঘিরে তীব্র চঞ্চল্য ছড়িয়েছে এলাকায়। নিহতের পেটে ও হাতে গুলি লাগে। ঘটনাস্থল থেকে উদ্ধার

হয়েছে গুলির খোল। পুলিশের অনুমান খুব কাছ থেকে পেটে ও হাতে গুলি করা হয়েছে লালটুকে। লালটুর চার বন্ধু কামরাবাদে এক বন্ধুর বাড়িতে মাঝে মধ্যেই রাতে এসে থাকতেন বলে স্থানীয় সূত্রে খবর। সেইমতো শুক্রবার রাতে ওই বন্ধুর বাড়িতে যায় লালটু। অভিযোগ এদিন লালটু একাই ছিল সেই বন্ধুর বাড়িতে। পরে বন্ধুরা গিয়ে দেখে লালটু রক্তাক্ত অবস্থায় বিছানায় পড়ে রয়েছে। তারাই খবর দেয় সোনারপুর থানায়। পুলিশ গিয়ে দেহ উদ্ধার করে। প্রাথমিকভাবে মনে করা হচ্ছে একদম সামনে থেকে গুলি করা হয়েছে ওই যুবককে। লালটুর এক বন্ধু বিশ্বজিৎ সরকার বলে, আমি ঘটনাস্থলে ছিলাম না। ও রাত বারোটা পনের মিনিট নাগাদ আমাকে ফোন করে। বলল খুব মশা কামড়াচ্ছে একটা মশার ধুপ নিয়ে আসিস। এরপর পাঁচের পাতায়

মমতা–শুভেন্দু সৌজন্যে

হঠাৎ পরিবর্তন

কুনাল মালিক

গত কাল বিধানসভার অধিবেশনে মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জী নজির বিহীনভাবে বিরোধী বিধায়কদের প্রতি যে মনোভাব দেখালেন এবং অধিবেশনের পর বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীকে নিজের ঘরে চা খাওয়ার

যেওনা দাঁড়াও বন্ধু, আরও বলো কুকথা...

আমন্ত্রণ জানান। এবং সেই আমন্ত্রণও সাদরে গ্রহণ করে শুভেন্দু অধিকারী। তবে তিনি একা যাননি। সঙ্গে নিয়ে যান অগ্নিমিত্রা পল, মনোজ টিগ্গা এবং অশোক লাহিড়ীকে। মুখ্যমন্ত্রী ঘরে তারা চার মিনিটের মতোন চা পান পর্বে ছিলেন। অনেকেই বলছেন শুভেন্দু একা গেলে দলের মধ্যে বিতর্ক ছড়াতো। তাই তিনি বিচক্ষণতার পরিচয় দেন। পরে মুখ্যমন্ত্রীর ঘর থেকে বেরিয়ে এর আগে শুভেন্দু অধিকারী সহ অন্যান্য বিজেপি বিধায়ক ও নেতারা বলেছেন মুখ্যমন্ত্রী গণতন্ত্র মানেন না, প্রতিনিয়ত তাদের বিরুদ্ধে অন্যায় ভাবে বিরুদ্ধাচারণ করা হয়। মোদ্দা কথা অসংবিধানিক কাজে মদত দেন এমনই অভিযোগ ছিল বিরোধীদের। কিন্তু ওই দিন বিধানসভায় বিরোধীদের সব কুৎসার জবাব দিলেন ছক্কা হাকিয়ে। এরপর পাঁচের পাতায়

হাম ও রুবেলা মোকাবিলায় প্রশিক্ষণ

নিজস্ব প্রতিনিধি : করোনার প্রকোপ কমতেই রাজ্য জুড়ে শুরু হয়ে গেছে হাম ও রুবেলা রোগের প্রকোপ। আর তাই বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা হুর নির্দেশ মেনে রাজ্য স্বাস্থ্য দফতরের উদ্যোগে বিশেষ টিকাদান কর্মসূচিতে হাত দেওয়া হল। হাম ও রুবেলার প্রকোপ কমাতে এবার স্কুল গুলোতে শুরু হচ্ছে বিশেষ সিঙ্গেল টিকা প্রদান কর্মসূচি। আগামী ৯ জানুয়ারি থেকে এই টিকা প্রদান কর্মসূচি শুরু হবে প্রথম পর্যায়ে স্কুল গুলোতে। ৯ মাস থেকে ১৫ বছর পর্যন্ত সকল

শিশুকে এই বিশেষ টিকা দেওয়া হবে। আর বৃহস্পতিবার এই বিষয়ে জয়নগর টাউন হলে জয়নগর পূর্ব ও উওর চক্রের ১৬৭ টি স্কুলের শিক্ষক শিক্ষিকাদের নিয়ে এই বিষয়ের উপর প্রশিক্ষন দেওয়া হল। এদিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন জয়নগর ১নং বিডিও সত্যজিৎ বিশ্বাস,জয়নগর থানার আই সি রাকেশ চ্যাটার্জী,জয়নগর ১ নং পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি তপন কুমার মন্ডল, ডাঃ রুপঙ্কর বোস,জয়নগর ১নং ব্লক স্বাস্থ্য আধিকারিক ডাঃ সৈয়ফ মহম্মদ, ব্লকের বি পি এইচ এন অঞ্জনা রায়,হু সংস্থার সদস্য শম্ভু নস্কর, জয়নগর মজিলপুর পৌরসভার চেয়ারম্যান সুকুমার হালদার সহ আরো অনেকে। সকলে এই টিকার গুরুত্ব তুলে ধরেন।

ইতিমধ্যে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা 'হু' বিশ্বে হাম নিয়ে সতর্কতা জারী করেছে। এখনই সতর্ক না হলে মহামারীর আকার নিতে পারে হাম।

হাঙর–কামট বাঁচাতে পথে বন দপ্তর

সুভাষ চন্দ্র দাশ

কড়া নজরদারির ফাঁক গলে গোপণে সন্তর্পণে সামুদ্রিক প্রাণী শিকার চলছে। তাদের ডানা–পাখনা কেটে শুকিয়ে মোটা দামে দক্ষিণ ভারতে পাচার হচ্ছে। এই অবৈধ চোরাকারবার রুখতে আরও তৎপর হয়েছে বন দপ্তর। কঠোর পদক্ষেপ নিতে চলছে তারা। কঠিন ব্যবস্থা নেওয়ার আগে গ্রামে গ্রামে প্রচার চালাতে শুরু করেছে দক্ষিণ ২৪ পরগনা বন বিভাগ।

বন্য আইন অনুসারে কঠোর ভাবে নিষিদ্ধ থাকা স্বত্ত্বেও সুন্দরবনের নদী গুলি থেকে নির্বিচারে ছোট বয়সের হাঙর, কামট, শঙ্কর মাছ শিকার চলছে। পরে তাদের ডানা–পাখনা কেটে শুকিয়ে শুটকি মাছের আকারে পরিণত করে সকলের চোখ এড়িয়ে গোপনে পাচার করছে এক শ্রেণীর চোরাকারবারিরা।এমন সব খবর পেয়ে দিনকয়েক আগে বন বিভাগের 'অভিযান

বাহিনী' আচমকা বকখালি থেকে হাতেনাতে ধরে ফেলেছে বেশ সন্দেহভাজনকে। বর্তমানে তারা শ্রীঘরে রয়েছে। দ্বিতীয়বার এই ধরণের কাজ বন্ধ করতে বন বিভাগ নানা ভাবে প্রচার শুরু করেছে। সমুদ্রে গিয়ে মাছ শিকারকারী ট্রলার ব্যবসায়ীদের সচেতন করছে এই ধরণের পরিবেশ ধ্বংসকারি ব্যবসা বন্ধ করতে।

ইতিমধ্যে বকখালি, ফ্রেজারগঞ্জ, নামখানা, কাকদ্বীপ এবং সাগর দ্বীপের হাটেবাজারে, রাস্তার মোড়ে মোড়ে এবং ফিসিং–হারবার গুলিতে লাগাতার প্রচার চলছে। কোথাও কোথাও পরিবেশ সচেতন মানুষ, গৃহবধূ এবং স্কুল পড়ুয়ারাও সামিল হচ্ছে এই প্রচারে। যুব সম্প্রদায়ের এক–দুজনও প্রতিবাদে সোচ্চার হচ্ছে।

সুন্দরবনের বিভিন্ন এলাকা ঘুরে দেখা গিয়েছে, ডায়মন্ড হারবার, নামখানা, কাকদ্বীপ, ফ্রেজারগঞ্জ, রায়দীঘি–সহ বেশ কিছু মৎস্য বন্দর থেকে হাঙর, শুশুক, শঙ্কর মাছের চোরাকারবার চলছে। গভীর সমুদ্রে মাছ শিকার করার সময় জালে জড়িয়ে যাওয়া অলিভ রিডলে কচ্ছপ, গ্রীন সী–টার্টল পিটিয়ে মেরে আবার জলে ভাসিয়ে দিচ্ছে। হারবার গুলির আশপাশে ঘোরাফেরা করলে আখছার তাদের মৃতদের ভাসতে দেখা যায়। তাদের শরীরেও আঘাতের রক্তাক্ত চিহ্ন সহজেই লক্ষ্য করা যায়। এই ঘটনায় উষ্মা প্রকাশ করেছেন স্থানীয় পরিবেশ এবং সমাজ সচেতন মানুষজন। রীতিমতো ক্ষুব্ধ দক্ষিণ ২৪ পরগনা বিভাগের ডিভিশনাল ফরেস্ট অফিসার মিলনকান্তি মন্ডল। তিনি বলেন, 'কোনও রকমের সামুদ্রিক প্রাণী হত্যা এবং হাঙর, কামট, শঙ্করমাছ, কচ্ছপ শিকার, ধরামারার ঘটনায় কেউ যুক্ত প্রমাণ পাওয়া গেলে অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে। ট্রলার তো বাজেয়াপ্ত হবেই, ধৃতদের টানা ৭ বছরের জেল ও জরিমানা উভয়ই হবে।' মিলনবাবু জানিয়েছেন, ইতিমধ্যে কয়েকজনকে জেলে ঢোকানো হয়েছে।

জয়নগরে মোয়ার পরীক্ষাগার

উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়

শীত পড়ে গেছে,আর শীত মানেই ৮ থেকে ৮০ সব বাঙালির প্রিয় জয়নগরের মোয়া। আর এই মোয়া শীতের নলেন গুড় ছাড়া হয়না। তাই তো এই সময়েই এর চাহিদা এত।আর এই মোয়ার আয়ুষ্কাল তিন থেকে চার দিনের বেশি না থাকার ফলে দেশের বাইরে এই মোয়া পাঠাতে এত দিন সমস্যায় পড়ছিলো মোয়া ব্যবসায়ীরা। আর সে সমস্যা মেটাতে এবার মোয়া ব্যবসায়ীদের উদ্যোগে জয়নগরে প্রথম চালু হল মোয়ার পরীক্ষাগার ও আধুনিক স্বাস্থ্য সম্মত মোয়ার প্যাকেজিং ও সুগার ফ্রী মোয়া তৈরির পদ্ধতি। সোমবার জয়নগর স্টেশন মোড়ের দত্ত কমপ্লেক্সে খোকনের মোয়ার দোকানে মোয়ার এই পরীক্ষাগার চালু হল। এদিন ফিতে কেটে ও প্রদীপ জেলে পরীক্ষাগারের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন কলকাতার মিষ্টি উদ্যোগের সভাপতি কে সি দাসের বর্তমান বংশধর ধীমান দাস, গাঙ্গুরামের চেয়ারম্যান তথা বর্তমান বংশধর রাহুল চৌরাশিয়া, সিনিয়র বিজ্ঞানী দেবর্ষী দে, জয়নগর ১ নং বিডিও সত্যজিৎ বিশ্বাস। উপস্থিত ছিলেন মোয়া ব্যবসায়ী খোকন দাস, রাজেশ দাস, ভবানী সরকার,রনজিত ঘোষ সহ আরো অনেকে। এদিন ধীমানবাবু বলেন, কলকাতার

রসগোল্লার পাশাপাশি জয়নগরের মোয়াও জি আই পেয়েছে। একে রক্ষা করতে খোকন ও রাজেশের উদ্যোগে মোয়ার এই পরীক্ষাগার স্থাপন খুব ভালো উদ্যোগ। রাজেশ চৌরাশিয়া সুগার ফ্রী মোয়া মোয়া প্রেমীদের কাছে একটা জায়গা করে নেবে বলে মনে করেন। জয়নগর ১ নং বিডিও সত্যজিৎ বিশ্বাস বলেন, জয়নগরের মোয়াকে নিয়ে এই কাজ দেশের বিভিন্ন এলাকায় মোয়া রপ্তানী কররতে পারবে। বিজ্ঞানী দেবর্ষিবাবু কিভাবে এই মোয়ার পরীক্ষা এখানে হবে তা বিস্তারিত তুলে ধরেন। মোয়া ব্যবসায়ী খোকন দাস ও রাজেশ দাস বলেন, এই মোয়া ১৫ দিন সতেজ থাকবে। তাছাড়া পুরোপুরি স্বাস্থ্য সম্মত ভাবে এই মোয়া আমরা খাদ্যপ্রেমী মানুষদের হাতে তুলে দোবো। জয়নগরে এই ধরনের পরীক্ষাগার নিয়ে আশাবাদী তাঁরা। এখন দেখার সুগার ফ্রী ও পরীক্ষাকৃত মোয়া কতটা জনপ্রিয়তা লাভ করতে পারে।

উত্তরের আঙিনায়

রাজনীতি ভুলে পাশে দাঁড়ানো জরুরি : শঙ্কর

নিজস্ব প্রতিনিধি : একে অন্যাকে দোষারোপ না করে চলুন সবাই মিলে একসাথে ওদের পাশে দাঁড়াই। আজ শিলিগুড়ির ১৮ নং ওয়ার্ডে গিয়ে এমন বার্তাই দিলেন বিধায়ক শঙ্কর ঘোষ। তিনি জানালেন এই সময় ওদের দিকে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেওয়া সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন। যদি আমরা একে অন্যাকে দোষারোপ করি তবে ওদের সমস্যা মিটবে না। শিলিগুড়ির ১৮ নং ওয়ার্ডে আগুন লেগে পুড়ে যায় পঞ্চাশটি বাড়ি। আহত হন অনেকে। আজ সেই জায়গা ঘুরে দেখলেন বিজেপির বিধায়ক শঙ্কর ঘোষ। প্রতি বাড়ির বাসিন্দাদের সঙ্গে তিনি আলাদা আলাদা ভাবে কথা বলে তাদের হাতে খাবার এবং আর্থিক সাহায্য তুলে দেন। বিধায়ক জানান, আগুন লেগেছে, এখানে রাজনীতির কোন জায়গা নেই। সবাইকে মিলে মিশে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিতে হবে। কেউ বেশী করবে আবার কেউ কম করবে। ওদেরকে দেখতে হবে এবং ওদের পাশে দাঁড়ানোর প্রয়োজন আমাদের। মেয়র শিলিগুড়িতে নেই, তাই বলে আমরা এখানে রাজনীতি করব না। এই মানুষগুলো ঠাণ্ডায় কি করবে? কোথায় যাবে তাই আপাতত ওদের শিলিগুড়ির বেশ কয়েকটি সরকারি ইস্কুলে রাখা হবে। আমার এই বিষয়ে মেয়রের সাথেও কথা হয়ে গেছে। তিনি আগামীকাল আসছেন আমরা আলোচনা করেই কাজ করব বলে জানালেন শিলিগুড়ির বিজেপি বিধায়ক। তিনি বিকেলে এসে কম্বল এবং গরম জিনিসও দিয়ে যাবেন বলে জানান।

বাংলা ভাগের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ

নিজস্ব প্রতিনিধি : বিজেপির বাংলাভাগের বিরুদ্ধে লড়াই করতে নামছি আমরা। আজ শিলিগুড়িতে নিজের দলীয় কর্মীদের উদ্দেশ্যে এই বার্তাই দিলেন জেলা সভাপতি পাপিয়া ঘোষ। কিছু মানুষের সাহায্য নিয়ে বাংলাকে ভাগ করতে আমরা দেব না। আমাদের মুখ্যমন্ত্রী কিছুতেই তা হতে দেবেন না। আগে তৃণমূল কংগ্রেস এর বিরুদ্ধে এক প্রতিবাদ মিছিল হয়েছে। পাপিয়াদেবী জানান আমাদের সবাইকে এক হয়ে লড়াইয়ে নামতে হবে। আর এই লড়াই আমাদের বাংলা ভাগের চক্রান্তের বিপক্ষে। আমরা চেষ্টা করব যাতে এই বাংলাকে এক রাখা যায়। তৃণমূল কংগ্রেস কর্মীরা সবাই এক হয়ে লড়াই করবে। তাই কাল মাল্লাগুড়িতে তৃণমূল কংগ্রেসের লড়াই শুরু হবে। জেলা সভাপতি আরো জানান বিজেপির সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে তৃণমূল কংগ্রেস লড়াই করে এসেছে এবং আসবেও। তাই আমরা সবাই সামনের দিকে এগিয়ে যেতে চাই। তৃনমূল কংগ্রেস বাংলাকে কখনোই ভাগ হতে দেবে না বলে জানান জেলা সভাপতি পাপিয়া ঘোষ।

শিলিগুড়ি জেলা হাসপাতালে মা ক্যান্টিন

নিজস্ব প্রতিনিধি : বিজেপির বাংলাভাগের বিরুদ্ধে লড়াই করতে নামছি আমরা। আজ শিলিগুড়িতে নিজের দলীয় কর্মীদের উদ্দেশ্যে এই বার্তাই দিলেন জেলা সভাপতি পাপিয়া ঘোষ। কিছু মানুষের সাহায্য নিয়ে বাংলাকে ভাগ করতে আমরা দেব না। আমাদের মুখ্যমন্ত্রী কিছুতেই তা হতে দেবেন না। আগে তৃণমূল কংগ্রেস এর বিরুদ্ধে এক প্রতিবাদ মিছিল হয়েছে। পাপিয়াদেবী জানান আমাদের সবাইকে এক হয়ে লড়াইয়ে নামতে হবে। আর এই লড়াই আমাদের বাংলা ভাগের চক্রান্তের বিপক্ষে। আমরা চেষ্টা করব যাতে এই বাংলাকে এক রাখা যায়। তৃণমূল কংগ্রেস কর্মীরা সবাই এক হয়ে লড়াই করবে। তাই কাল মাল্লাগুড়িতে তৃণমূল কংগ্রেসের লড়াই শুরু হবে। জেলা সভাপতি আরো জানান বিজেপির সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে তৃণমূল কংগ্রেস লড়াই করে এসেছে এবং আসবেও। তাই আমরা সবাই সামনের দিকে এগিয়ে যেতে চাই। তৃনমূল কংগ্রেস বাংলাকে কখনোই ভাগ হতে দেবে না বলে জানান জেলা সভাপতি পাপিয়া ঘোষ।

নিশিথের বিরুদ্ধে পোস্টার

নিজস্ব প্রতিনিধি : গোটা কোচবিহারে একটাই পোস্টার। নিশিথ প্রামানিক কোচবিহারের লজ্জা। ওর কোন অধিকার নেই। ও একটা চোর। ও চুরি করেছে। গোটা কোচবিহারে এই পোস্টার দেখে একেবারেই বিপাকে পড়ে যায় কোচবিহার জেলা বিজেপি। কোচবিহারের তৃণমূল কংগ্রেস সভাপতি রবীন্দ্রনাথ ঘোষ জানান এই সব ব্যক্তি রাজনীতিকে নোংরা করে দিচ্ছে। ও একটা চোর। কোন অধিকার নেই ওর এই পদে থাকার। এদিন বিজেপি থেকে অবশ্য এ নিয়ে কিছু মন্তব্য করা হয় নি। বিজেপি জানিয়েছে এটা নিয়ে আপাতত তারা কিছু বলবে না। প্রসঙ্গত একটি সোনার দোকানে চুরির অভিযোগে অন্যদের সাথে জড়িয়ে যায়। তার পরেই বেপাত্তা ছিলেন নিশিথ প্রামানিক। এদিন অবশ্য তিনি শহরেই ছিলেন। তিনি এ নিয়ে অবশ্য কিছু বলতে চান নি। নিজেকে গুটিয়ে নিয়ে বাইরে চলে যাবেন কোচবিহারের সাংসদ বলে মনে করছেন সাধারন মানুষ। যদিও কোর্ট থেকে গ্রেপ্তারের বিরুদ্ধে রক্ষাকবচ পেয়েছেন সাংসদ ও কেন্দ্রীয় মন্ত্রী নিশিথ প্রামাণিক।

ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড, পাশে মেয়র

নিজস্ব প্রতিনিধি : গত ১৯ তারিখ শিলিগুড়ি ১৮ নং ওয়ার্ডের খুদিরাম কলোনিতে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে ক্ষতিগ্রস্ত ৪৮ টি পরিবারকে শিলিগুড়ি মিউনিসিপাল কর্পোরেশনের মেয়র রিলিফ ফান্ড থেকে ৫,০০০.০০ টাকা করে জরুরিকালীন আর্থিক সহায়তা প্রদান করলেন মেয়র গৌতম দেব। এবং তার সাথে লায়ন্স ক্লাব অফ শিলিগুড়ি তেরাই –র পক্ষ থেকে দুপুরের খাবার এবং শুকনো খাবার তথা শিলিগুড়ি মহাবিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের তরফ থেকে দুটো করে কম্বল এবং একটি করে ডিনার সেট ক্ষতিগ্রস্তদের হাতে তুলে দিলেন মেয়র নিজেই। পরে মেয়র নিজেই জানালেন এই শীতে আগুনে পুড়ে গিয়ে এই মানুষগুলো ঘর ছাড়া এবং অসহায়। ওদের পাশে থাকা আমাদের প্রচণ্ডভাবে প্রয়োজন। আজকে ওদের হাতে সামান্য কিছু সাহায্য তুলে দেওয়া হল। হয়ত কিছুই না তবুও ওদের পাশে দাড়াতে পেরে আমার ভাল লাগছে। মেয়রের সাথে এদিন উপস্থিত ছিলেন ডেপুটি মেয়র রঞ্জন সরকার এবং এম এম আই সিরা। ক্ষতিগ্রস্থ মানুষদের হাতে খাবার তুলে দিয়ে ডেপুটি মেয়র রঞ্জন সরকার জানালেন আমরা শিলিগুড়ি পুরনিগম ওদের পাশে আছি। ব্যক্তিগতভাবেও। আমাদের পক্ষ থেকে যতটুকু পারা যায় আমরা চেষ্টা করব সেটা করার। আবার ভবিষ্যতেও শিলিগুড়ি পুরনিগম এই মানুষগুলোর পাশে থাকবে।

স্কুলে যাওয়ার পথে সড়ক দুর্ঘটনায় মৃত্যু শিশুর, ঘটনায় চাঞ্চল্য

নিজস্ব প্রতিনিধি : স্কুলে যাওয়া আর হলো না তৃতীয় শ্রেণীর ছাত্র অঙ্কিত রায়ের। সড়ক দুর্ঘটনায় মৃত্যু হল শিশুটির। ঘটনাটি ঘটেছে শিলিগুড়ির জাবড়াভিটা সংলগ্ন এলাকায়। শিশুটি বউবাজারে একটি স্কুলের তৃতীয় শ্রেণীর ছাত্র ছিল বলে জানা গেছে। এদিন সে তার দিদির সঙ্গে স্কুটি করে স্কুলে যাচ্ছিল। সেই সময় একটি ট্যাঙ্কারের সাথে মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। ট্যাঙ্কারের চাকায় পিষ্ঠ হয়ে মৃত্যু হয় শিশুটির। তার দিদি গুরুতর জখম হয়, তাকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে বলে জানা গেছে। ঘটনার পর গোটা এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়ায়, ক্ষোভ ফেটে পড়ে স্থানীয় এলাকার বাসিন্দারা। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে ঘটনাস্থলে যায় এনজিপি থানার বিশাল পুলিশ বাহিনী। স্থানীয় বাসিন্দারা অভিযোগ করেছেন রাস্তার অবস্থা বর্তমানে বেহাল, তার উপর বেপরোয়া ভাবে তেলের ট্যাঙ্কারগুলো যাতায়াত করে। ওই এলাকায় দুর্ঘটনা লেগেই থাকে। মর্মান্তিক দুর্ঘটনার কারণে এলাকায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে।

সাপ্তাহিক রাশিফল

প্রিয়া জ্যোতিঃশাস্ত্রী

২৬ নভেম্বর– ২ ডিসেম্বর, ২০২২

মেষ রাশি : অহেতুক অর্থের অপব্যয় ত্যাগ করুন। কোনও বন্ধুর নিকট থেকে আর্থিক ক্ষতির বা প্ররোজনার শিকার হতে পারেন। ব্যবসায় অর্থ বিনিয়োগে ঝুঁকি রয়েছে। দাম্পত্য শান্তি বিঘ্নিত হওয়ার সম্ভাবনা। সন্তানকে নিয়ে উদ্বেগ বৃদ্ধি। চাকরিক্ষেত্রে বাধা এলেও তা কাটিয়ে উঠবেন।

প্রতিকার : রুদ্রাক্ষের মালা গলায় ধারণ করুন।

বৃষ রাশি : স্বাস্থ্য নিয়ে বিশেষ সতর্কতার প্রয়োজন। ব্যবসায়িক দিক দিয়ে সাফল্যের সম্ভাবনা থাকলেও অহেতুক খরচ বৃদ্ধির সম্ভাবনা। রোগের প্রকোপ বৃদ্ধিতে স্বাস্থ্যক্ষেত্রে ব্যয় বৃদ্ধির সম্ভাবনা। ঈশ্বরের আরাধনায় ব্রতী হওয়ার সম্ভাবনা। কর্মক্ষেত্রে সব বাধা উপেক্ষা করে এগিয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা। ভ্রমণের অভিলাষ। সন্তান থেকে সুসংবাদ।

প্রতিকার : উত্তর পশ্চিমদিকে জিরো ওয়াটের বাল্ব লাগান।

মিথুন রাশি : সন্তানের অহেতুক আবদার মেনে না নেওয়াই ভালো। অর্থহানি যোগের সম্ভাবনা রয়েছে। সন্তানের পরীক্ষায় সাফল্যে শুভ ফল লাভে বাধা। গুপ্তবিদ্যার প্রতি আকর্ষণ বৃদ্ধি। স্বাস্থ্য নিয়ে সমস্যা বৃদ্ধি। দাম্পত্য সম্পর্ক সুদৃঢ় হওয়ার সম্ভাবনা। চাকরি ক্ষেত্রে উন্নতির সম্ভাবনা। অতিরিক্ত ব্যয় বৃদ্ধির সম্ভাবনা।

প্রতিকার : কেশরযুক্ত খাবার দরিদ্রদের দান করুন ও নিজে খান।

কর্কট রাশি : আরাম প্রিয় ও বিলাসব্যসনে ব্যয় বৃদ্ধির সম্ভাবনা। লেখক বা সাহিত্যিকদের ক্ষেত্রে আয় বৃদ্ধির সঙ্গে সম্মান প্রাপ্তির সম্ভাবনা ব্যবসায় সাফল্যে বিলম্ব। সম্পত্তি নিয়ে প্রতিবেশির সঙ্গে বিবাহ হওয়ার সম্ভাবনা। চাকরিক্ষেত্রে উন্নতির সুযোগ রয়েছে। উচ্চশিক্ষা ও গবেষণা ক্ষেত্রে সাফল্যের সম্ভাবনা ও পদোন্নতিতে বাধা।

প্রতিকার : গণেশজীর আরাধনা করুন।

সিংহ রাশি : ভাই বোনের সঙ্গে সম্পর্কের অবনতির সম্ভাবনা আর্থিক দিক দিয়ে সমৃদ্ধির সম্ভাবনা। আর্থিক দিক দিয়ে সমৃদ্ধির সম্ভাবনা। সন্তানের জন্য মান সম্মান হানির আশঙ্কা। চাকরিক্ষেত্রে সাফল্য। ব্যবসায়ে শুভ ফল লাভে ভ্রমণের ক্ষেত্রে সতর্কতার প্রয়োজন। রোগের প্রকোপ বৃদ্ধির সম্ভাবনা।

প্রতিকার : লাল কাপড় পরিধান করুন।

কন্যা রাশি : স্বজনের সঙ্গে মতানৈক্য। ভাই বোনের কোনো অনিষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা। গুরুজন বা বন্ধু–বান্ধবদের থেকে উপহার পেতে পারেন। স্বজন–বিরোধী বৃদ্ধি। শারীরিক পীড়া বৃদ্ধির সাথে কর্মস্থলে বিড়ম্বনা বৃদ্ধি। ব্যবসায় সাফল্য সম্পত্তি নিয়ে গুরুজনদের সঙ্গে মতানৈক্য। বিভিন্ন ক্ষেত্র থেকে অর্থপ্রাপ্তি হলেও ব্যয় বৃদ্ধির সম্ভাবনা।

প্রতিকার : হনুমান চাল্লিশা পাঠ করুন।

তুলা রাশি : অন্যের প্রতি রূঢ় আচরণ, ত্যাগ করুন। চাকরিতে উন্নতির সম্ভাবনা। কর্মক্ষেত্রে প্রতিকূলতা উপেক্ষা করে দায়িত্ব বৃদ্ধি ও সম্মান লাভের সম্ভাবনা। আয়ের সঙ্গে ব্যয় বৃদ্ধির সম্ভাবনা। দাম্পত্য জীবনে ঝামেলা বৃদ্ধির সম্ভাবনা। বিনোদন জগতের সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিদের শুভ সময় বলা যায়। রোগের প্রকোপ বৃদ্ধি পাবে।

প্রতিকার : সাদা ফুল ও কিছু অর্থ জলে নিক্ষেপ করুন।

বৃশ্চিক রাশি : কর্মক্ষেত্রে উপস্থিত বুদ্ধি বলে কার্যসিদ্ধি। যে কোনও কর্ম চিন্তাভাবনা করে সিদ্ধান্ত নিন (বিশেষ করে ব্যবসাক্ষেত্রে)। উচ্চ শিক্ষা ও গবেষণার ক্ষেত্রে সাফল্য। ভাই–বোনের সঙ্গে সম্পর্কের অবনতি। সন্তান থেকে সুখ বৃদ্ধি। আর্থিক সমৃদ্ধির সম্ভাবনা। স্বাস্থ্য নিয়ে চিন্তার কারণ।

প্রতিকার : কোনো বিধবাকে সাহায্য করুন।

ধনু রাশি : স্বজন বিরোধে মনোকষ্ট বৃদ্ধি। গুরুজনদের থেকে সম্পত্তি বা কোনো দ্রব্যাদি উপহার পাওয়রে সম্ভাবনা। সন্তানের কর্মকাণ্ডে উদ্বেগ বৃদ্ধি। কর্মস্থলে সমস্যা হলেও তা কাটিয়ে ওঠার সম্ভাবনা। শিল্পীদের ক্ষেত্রে শুভ ফল লাভের সম্ভাবনা। অর্থের অপব্যায় হওয়ার সম্ভাবনা।

প্রতিকার : তেঁতুল গাছে রোজ জল দিন।

মকর রাশি : ভাই বোনের থেকে কোনো সাহায্য বা উপহার পেতে পারেন। সম্পত্তি নিয়ে প্রতিবেশীদের সঙ্গে বিবাদের সম্ভাবনা। ব্যবসায় পুঁজি বিনিয়োগে শুভ ফল লাভের সম্ভাবনা। কর্মক্ষেত্রে উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষের বিরাগভাজন হতে পারেন। রোগের প্রকোপ বৃদ্ধি পাবে।

প্রতিকার : হিজড়েদের সবুজ বস্ত্র দান করুন।

কুম্ভ রাশি : সৃষ্টিশীল কর্মে শিল্পী সত্তার বিকাশ। গবেষণার ক্ষেত্রে অপ্রত্যাশিত ফল লাভের সম্ভাবনা। আর্থিক সমৃদ্ধির সঙ্গে গাড়ি ক্রয় করার সম্ভাবনা। কর্মে অন্যমনস্কতা বৃদ্ধির জন্য ভুলের মাশুল দিতে হতে পারে। সতর্কতার সঙ্গে পথ চলুন। সন্তানের স্বাস্থ্য নিয়ে চিন্তার কারণ।

প্রতিকার : আমিষ খাবার পরিত্যাগ করুন।

মীন রাশি : স্বজনের আচরণে মনোকষ্ট বৃদ্ধি। দাম্পত্য সম্পর্ক আরও মধুর হওয়ার সম্ভাবনা। ব্যবসায় শুভ ফল লাভ। বন্ধুর সঙ্গে সম্পর্কের অবনতির সম্ভাবনা। ঈশ্বরের আরাধনায় ব্রতী। জ্যোতিষ শাস্ত্র নিয়ে আগ্রহ বৃদ্ধি।

প্রতিকার : সূর্যোদয়ের সময় প্রাণায়াম অভ্যাস করুন।

শব্দবার্তা ২২৫

শুভজ্যোতি রায়

পাশাপাশি

১। বনফুল ৫। চিন্তা ভাবনার রীতি ৭। খোসা ৯। উক্তি, কথন ১০। ক্ষুদ্র নদী ১২। অস্ত্রহীন করা।

উপর–নীচ

১। বিদ্যুৎ ৩। নৃত্যরত শিব ৪। খোঁজখবর ৬। শবদাহ ৮। লাক্ষার তৈরি বাড়ি ১১। জ্যোৎস্না।

সমাধান : ২২৪

পাশাপাশি : ১। মণিহার ৪। সাতকাহন ৫। তপোবল ৭। আত্মকথা ৯। চাপা দেওয়া ১০। নটবর।

উপর–নীচ : ১। মজবুত ২। রসাতল ৩। গ্রহ বিপাকে ৬। পোড়াকপাল ৭। আলোয়ান ৮। থানাদার।

কাজের খবর

দিল্লি এইমসে ২৩৭

নিজস্ব প্রতিনিধি : জেনারেল ডিউটি মেডিক্যাল অফিসার, ফার্মাসিস্ট, স্টেনোগ্রাফার, জুনিয়র অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ অ্যাসিস্ট্যান্ট-সহ বিভিন্ন পদে ২৩৭ জনকে নেবে দিল্লির অল ইন্ডিয়া ইনস্টিটিউট অব মেডিক্যাল সায়েন্সের। গ্রুপ 'এ', 'বি' ও 'সি' ক্যাটেগরিতে নিয়োগ করা হবে নয়া দিল্লি এবং হরিয়ানায়। এই নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি নম্বর : 1-28/202/Estt-1(RCT).

শূন্যপদের বিবরণ : সায়েন্টিস্ট-২ (সি সি আর এফ) (গ্রুপ এ) : ৪টি। নিয়োগ হবে এই সব ক্ষেত্র থেকে। ক্লিনিক্যাল রিসার্চ ম্যানেজমেন্ট, হেলথকেয়ার ম্যানেজমেন্ট, ম্যানেজমেন্ট, বায়োলজিক্যাল সায়েন্স, লাইফ সায়েন্স। শিক্ষাগত যোগ্যতা : সংশ্লিষ্ট বিষয়ে পিএইচডি, সঙ্গে গবেষণায় ১ বছরের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। বয়স : ৪৫ বছরের মধ্যে হতে হবে। বেতন ক্রম : লেভেল ১১ অনুসারে।

সায়েন্টিস্ট-১ (গ্রুপ এ) : ৩টি। নিয়োগ করা হবে এই সব বিভাগে। ফার্মাকোলজি, অবস্টেট্রিক্স অ্যান্ড গাইনিকোলজি, ল্যাব অঙ্কোলজি। শিক্ষাগত যোগ্যতা : অন্তত ৬০ শতাংশ নম্বর সহ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে এম এসসি। পিএইচডি থাকলে অগ্রাধিকার। বয়স : ৪৫ বছরের মধ্যে হতে হবে। বেতনক্রম : লেভেল ১০ অনুসারে।

মেডিক্যাল ফিজিসিস্ট (গ্রুপ-এ) : ৩টি। শিক্ষাগত যোগ্যতা : ফিজিক্সে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি, সঙ্গে রেডিওলজিক্যাল বা মেডিক্যাল ফিজিক্সে এমএসসি পরবর্তী ডিপ্লোমা। এর পাশাপাশি কোনও সংস্থার রেডিয়েশন থেরাপি বিভাগে সংশ্লিষ্ট কাজে অন্তত ১ বছরের ইন্টার্নশিপ করে থাকতে হবে। অথবা ফিজিক্স অন্যতম বিষয় হিসেবে নিয়ে বিজ্ঞানে ডিগ্রি। সঙ্গে রেডিওলজিক্যাল বা মেডিক্যাল ফিজিক্সে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি। পাশাপাশি কোনও সংস্থার রেডিয়েশন থেরাপি বিভাগে সংশ্লিষ্ট করতে অন্তত ১ বছরের ইন্টার্নশিপ করে থাকতে হবে। বয়স : ৩৫ বছরের মধ্যে হতে হবে। বেতনক্রম : লেভেল ১০ অনুসারে।

মেডিক্যাল ফিজিসিস্ট (গ্রুপ এ) : ৩টি। শিক্ষাগত যোগ্যতা ফিজিক্সে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি, সঙ্গে রেডিওলজিকাল বা মেডিক্যাল ফিজিক্সে এম এসসি পরবর্তী ডিপ্লোমা। এর পাশাপাশি কোনও সংস্থার রেডিয়েশন থেরাপি বিভাগে সংশ্লিষ্ট কাজে অন্তত ১ বছরের ইন্টার্নশিপ করে থাকতে হবে। অথবা ফিজিক্স অন্যতম বিষয় হিসেবে নিয়ে বিজ্ঞানে ডিগ্রি। সঙ্গে রেডিওলজিক্যাল বা মেডিক্যাল ফিজিক্সে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি। পাশাপাশি কোনও সংস্থার রেডিয়েশন থেরাপি বিভাগে সংশ্লিষ্ট কাজে অন্তত ১ বছরের ইন্টার্নশিপ করে থাকতে হবে। বয়স : ৩৫ বছরের মধ্যে হতে হবে। বেতনক্রম : লেভেল–১০ অনুসারে।

জেনারেল ডিউটি মেডিক্যাল অফিসার (গ্রুপ এ) : ১০টি। শিক্ষাগত যোগ্যতা : এম বি বি এস, সঙ্গে কম্পালসরি রোটেটিং ইন্টার্নশিপ সম্পূর্ণ করে থাকতে হবে। বয়স : ৩০ বছরের মধ্যে হতে হবে। বেতনক্রম : লেভেল ১০ অনুসারে।

জেনারেল ডিউটি মেডিক্যাল অফিসার (গ্রুপ এ) : ১০টি। শিক্ষাগত যোগ্যতা : কম্পিউটার সায়েন্স বা কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে বি ই বা বি

টেক অথবা সায়েন্স বা ম্যাথমেটিক্সে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি। কম্পিউটার অ্যাপ্লিকেশনসে স্নাতকোত্তর ডিগ্রিধারীরাও আবেদন করতে পারেন। বয়স : ৩০ বছরের মধ্যে হতে হবে। বেতনক্রম লেভেল ৭ অনুসারে।

অ্যাসিস্ট্যান্ট ডায়েটিশিয়ান (গ্রুপ বি): ৫টি। শিক্ষাগত যোগ্যতা : ফুড অ্যান্ড নিউট্রিশনে এম এসসি, সঙ্গে কোনও মেডিক্যাল কলেজে সংশ্লিষ্ট কাজে ২ বছরের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। বয়স : ৩৫ বচরের মধ্যে হতে হবে। বেতনক্রম : লেভেল ৬ অনুসারে।

অপথ্যালমিক টেকনিশিয়ান গ্রেড–১ (গ্রুপ বি) : ৩টি। শিক্ষাগত যোগ্যতা : অপথ্যালমিক টেকনিকে বি এসসি। বয়স : ৩০ বছরের মধ্যে হতে হবে। বেতনক্রম : লেভেল–৬ অনুসারে।

মেডিক্যাল সোশ্যাল সার্ভিস অফিসার গ্রেড টু (গ্রুপ বি) : ১০টি। শিক্ষাগত যোগ্যতা : সোশ্যাল ওয়ার্কে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি, সঙ্গে সমাজকল্যাণ সংস্থা বা হেলথ এজেন্সিতে সংশ্লিষ্ট কাজের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। সাইকায়াট্রিক সার্ভিস–সহ মেডিক্যাল সোশ্যাল ওয়ার্ক–সংক্রান্ত কাজে অভিজ্ঞতা থাকলে অগ্রাধিকার। বয়স : ৩৫ বছরের মধ্যে হতে হবে। বেতনক্রম : লেভেল ৬ অনুসারে।

ফার্মাসিস্ট গ্রেড টু (গ্রুপ সি) : ১৮টি। শিক্ষাগত যোগ্যতা : ফার্মাসিতে ডিপ্লোমা। ফার্মসিস্ট হিসেবে নাম নথিভুক্ত থাকতে হবে। ফার্মাসিতে ডিগ্রি এবং কোনও হাসপাতাল বা ড্রাগ স্টোরে সংশ্লিষ্ট কাজে অভিজ্ঞতা থাকলে অগ্রাধিকার। বয়স : ৩০ বছরের মধ্যে হতে হবে। বেতনক্রম : লেভেল ৫ অনুসারে।

জুনিয়র ফটোগ্রাফার (গ্রুপ সি) : ৩টি। শিক্ষাগত যোগ্যতা : উচ্চমাধ্যমিক, সঙ্গে ফটোগ্রাফিতে ডিপ্লোমা বা সার্টিফিকেট কোর্স পাশ। ফটোগ্রাফিতে, বিশেষত কোনও হাসপাতালে মেডিক্যাল ফটোগ্রাফিতে ২ বছরের কাজের অভিজ্ঞতা থাকলে অগ্রাধিকার। বয়স : ৩০ বছরের মধ্যে হতে হবে। বেতনক্রম : লেভেল ৫ অনুসারে।

অপারেশন থিয়েটার অ্যাসিস্ট্যান্ট (গ্রুপ সি) : ৪৪টি। শিক্ষাগত যোগ্যতা : বি এসসি অথবা বিজ্ঞান শাখায় উচ্চমাধ্যমিক, সঙ্গে অন্তত ৫০০ শয্যাবিশিষ্ট কোনও হাসপাতালে ওটি বা আই সি ইউ বা সি এস এস ডি বা ম্যানিফোল্ড রুমে অন্তত পাঁচ বছরের কাজের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। অপারেশন থিয়েটার টেকনিকসে সার্টিফিকেট বা ডিপ্লোমা পাশ প্রার্থীদের অগ্রাধিকার। বয়স : ৩০ বছরের মধ্যে হতে হবে। বেতনক্রম : লেভেল ৫ অনুসারে।

স্যানিটারি ইনস্পেক্টর গ্রেড টু (গ্রুপ সি) : ৪টি। শিক্ষাগত যোগ্যতা : উচ্চমাধ্যমিক, সঙ্গে হেলথ স্যানিটারি ইনস্পেক্টর কোস পাশ। এর পাশাপাশি অন্তত ৫০০ শয্যাবিশিষ্ট কোনও হাসপাতালে সংশ্লিষ্ট কাজে ২ বছরের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। বয়স : ২৫ বছরের মধ্যে হতে হবে। বেতনক্রম : লেভেল ৫ অনুসারে।

স্টেনোগ্রাফার (গ্রুপ সি) : ১৪টি। শিক্ষাগত যোগ্যতা : উচ্চ মাধ্যমিক। স্কিল টেস্টে শর্টহ্যান্ড প্রতি মিনিটে ৮০টি শব্দের গতিতে ১০ মিনিট ধরে ডিক্টেশন নিতে হবে ও সেটিকে ইংরেজিতে ৫০ মিনিট ও হিন্দিতে ৬৫ মিনিটে কম্পিউটারে টাইপ করতে হবে। বয়স : ২৭ বছরের মধ্যে হতে হবে। বেতনক্রম লেভেল ৪ অনুসারে।

ডেন্টাল : টেকনিশিয়ান গ্রেড টু (গ্রুপ বি) : ৩টি। শিক্ষাগত যোগ্যতা : মাধ্যমিক, সঙ্গে ডেন্টাল মেকানিক বা ম্যাক্সিলো ফেসিয়াল প্রস্থেসিস অ্যান্ড অর্থোডন্টিক অ্যাপ্লায়েন্সেসে ডিপ্লোমা বা সার্টিফিকেট কোর্স পাশ। এর পাশাপাশি ডেন্টাল কাউন্সিলে ডেন্টাল মেকানিক হিসেবে নাম নথিভুক্ত থাকতে হবে। কোনও হাসপাতালের ডেন্টাল ডিপার্টমেন্টে ১ বছরের কাজের অভিজ্ঞতা থাকলে অগ্রাধিকার। বয়স : ৩০ বছরের মধ্যে হতে হবে। বেতনক্রম : লেভেল ৪ অনুসারে।

সিকিউরিটি গার্ড কাম ফায়ার গার্ড গ্রেড টু (গ্রুপ সি) : ৩৫টি। শিক্ষাগত যোগ্যতা : মাধ্যমিক। দৈহিক মাপজোক : উচ্চতা ১৬৭ সেমি (পার্বত্য অঞ্চলের প্রার্থীদের ক্ষেত্রে ১৬২ সেমি), বুকের ছাতি : ৮০ সেমি (পার্বত্য অঞ্চলের প্রার্থীদের ক্ষেত্রে ৫ সেমি ফুলিয়ে ৭৬ সেমি)। বুকের ছাতি অন্তত ৫ সেমি ফোলানোর ক্ষমতা থাকতে হবে। সংশ্লিষ্ট কাজে অভিজ্ঞতা থাকলে, আর্মড ফোর্স বা পুলিশ বা প্যারামিলিটারি ফোর্সে কাজের অভিজ্ঞতা থাকলে অগ্রাধিকার। বয়স : ৩০ বছরের মধ্যে হতে হবে। বেতনক্রম : লেভেল ২ অনুসারে।

জুনিয়র অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ অ্যাসিস্ট্যান্ট (গ্রুপ সি) : ৪০টি। শিক্ষাগত যোগ্যতা : উচ্চ মাধ্যমিক। এর পাশাপাশি কম্পিউটারে ইংরেজিতে প্রতি মিনিটে ৩৫টি শব্দ বা হিন্দিতে প্রতি মিনিটে ৩০টি শব্দ টাইপ করার দক্ষতা থাকতে হবে। বয়স : ২৭ বছরের মধ্যে হতে হবে। বেতনক্রম : লেভেল ২ অনুসারে।

১৯. ১২. ২০২২ তারিখে নির্দিষ্ট বয়স থাকতে হবে। তফসিলিরা ৫, ও বি সিরা ৩, দৈহিক প্রতিবন্ধীরা ১০ বছর এবং প্রাক্তন সমরকর্মীরা নিয়মানুসারে বয়সের ছাড় পাবেন।

প্রার্থী বাছাই করা হবে প্রযোজ্য ক্ষেত্রে ইন্টারভিউ, কম্পিউটার ভিত্তিক অনলাইন পরীক্ষা এবং স্কিল টেস্টের মাধ্যমে।

অনলাইন দরখাস্ত করতে হবে এই ওয়েবসাইটের মাধ্যমে : www.aiimsexams.ac.in দরখাস্তের শেষ তারিখ ১৯ ডিসেম্বর। দরখাস্তের সময় প্রার্থীর স্ক্যান করা ফটো, সই এবং প্রয়োজনীয় নথিপত্র আপলোড করতে হবে।

ফি বাবদ দিতে হবে ৩,০০০ টাকা (তফসিলি এবং আর্থিক ভাবে অনগ্রসর প্রার্থীদের ক্ষেত্রে ২,৪০০ টাকা)। দৈহিক প্রতিবন্ধীদের কোনও ফি লাগবে না। ফি জমা দেওয়া যাবে অনলাইনে ডেবিট বা ক্রেডিট কার্ড বা নেট ব্যাঙ্কিংয়ের মাধ্যমে। ফি দিয়ে পাওয়া ই–রিসিপ্টের এক কপি প্রিন্ট আউট নিয়ে নেবেন। এটি কোথাও পাঠাতে হবে না।

অনলাইনে দরখাস্ত যথাযথ ভাবে সাবমিট করুন। সাবমিটের পর পাওয়া রেজিস্ট্রেশন স্লিপের এক কপি প্রিন্ট আউট নিয়ে নেবেন। এটিও কোথাও পাঠাতে হবে না। নিজের কাছে রাখমেন। পরে কাজে লাগবে। আবেদনের পদ্ধতি সহ খুঁটিনাটি তথ্যের জন্য দেখুন উপরোক্ত ওয়েবসাইট।

বিজ্ঞপ্তি

কম খরচে পাত্র–পাত্রী, কর্মখালি, টেন্ডার নোটিশ সহ ক্লাসিফায়েড বিজ্ঞাপন দিতে যোগাযোগ করুন আলিপুর বার্তা দফতরে।
ই–মেলেও বিজ্ঞাপন পাঠাতে পারেন।

কর্মখালি

খবরের কাগজ সাজানোর কাজ জানা অভিজ্ঞ অপারেটর প্রয়োজন। দক্ষিন কলকাতার প্রার্থী অগ্রগণ্য।

যোগাযোগ : ৯৮০৪৪৫৪৬১৫

কর্মখালি

দক্ষিণ ২৪ পরগনার বিষ্ণুপুরের সামালি এলাকায় সমাজ কল্যাণ দফতর অনুমোদিত আবাসিক হোমে ছেলেদের দেখাশোনা করার জন্য একজন মাঝ বয়সী লেখাপড়া জানা অভিজ্ঞ সর্বক্ষণের পুরুষ কেয়ার টেকার প্রয়োজন। সত্বর যোগাযোগ করুন এই নম্বরে : ৮০১৩৫২৩০৯৫/ ৯৮৩০২৮৪৯৯২

কর্মখালি

চিমনি, ওয়াটার পিউরিফায়ার ও কিচেন অ্যাপ্লায়েন্সের কাজ জানা মেকানিক চাই। অভিজ্ঞতা না থাকলেও আবেদন করতে পারেন। যোগাযোগ করুন এই নম্বরে : ৯৮৩০৩৩২৩৬৭

আলিপুর বার্তার সার্কুলেশনের জন্য যোগাযোগ করুন এই নম্বরে ৯৮৭৪০১৭৭১৬

অজানা জন্তুর ভয়ে আতঙ্ক

নিজস্ব প্রতিনিধি : সুন্দরবন জঙ্গলের এক অজানা জন্তু প্রায়ই লোকালয়ে ঢুকে পড়ছে। একাধিক মানুষকে কামড়ে দিয়েছে সে। বাসন্তী ব্লকের বিভিন্ন প্রান্তে আক্রান্তরা ইতিমধ্যে বাসন্তী ব্লক গ্রামীণ স্বাস্থ্যকেন্দ্রে চিকিৎসাধীন। অনেকেই আবার কলকাতার হাসপাতালের দ্বারস্থ হয়েছেন। অজানা জন্তুটি রাতের অন্ধকারেই দাপট দেখাচ্ছে বলে জানা গিয়েছে। পুলিশ প্রশাসন ও বনদফতর ইতিমধ্যে জন্তুটির খোঁজে তল্লাশি শুরু করেছে।

ঘটনার বিষয়ে বাসন্তীর বিধায়ক শ্যামল মন্ডল জানিয়েছেন আতঙ্কিত হওয়ার কিছু নেই। সকলকেই সজাগ থাকতে হবে। আক্রান্তদের যাথে ভালো চিকিৎসা হয় সে বিষয়টিও নজরে রয়েছে।জন্তুটি ধরার জন্য তৎপরতা শুরু হয়েছে। ধরা পড়ার আগে যদি জঙ্গলে পালিয়ে যায় সে বিষয়টি ও নজরে রাখতে হবে। অন্যদিকে জন্তুটির ছবি প্রকাশ্যে আসতেই মনে করা হচ্ছে জন্তুটি ভাম কি গন্ধগোকুল প্রজাতির।

মেডিকেল কলেজের উদ্বোধন বাতিল

নিজস্ব প্রতিনিধি : উত্তর চব্বিশ পরগণার বারাসত মেডিকেল কলেজের উদ্বোধনের দিন ধার্য হয় ১৬ ডিসেম্বর ২০২২, বুধবার। এই দিন থেকেই বারাসত মেডিকেল কলেজের ক্লাস শুরু হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু কোনো অজানা কারণে একেবারে শেষ লগ্নে উদ্বোধন বাতিল হয়ে যায়। অবশ্য উদ্বোধন বাতিল হলেও মেডিকেল কলেজের ক্লাস শুরুর দিন বাতিল হয় না। ১৬ নভেম্বর যথারীতি ক্লাস শুরু হয় বলে সূত্রের খবর। শেষ মুহূর্তে উদ্বোধন বাতিল নিয়ে জনমানসে নানা প্রশ্ন দেখা দিয়েছে। এ ব্যাপারে হাসপাতালের পক্ষ থেকে কোনও প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায় নি।

দুর্ঘটনায় জখম

নিজস্ব প্রতিনিধি : এক পথ দুর্ঘটনায় গুরুতর জখম হলেন মোটর চালিত ইঞ্জিন ভ্যানের চালক। ঘটনাটি ঘটেছে রবিবার বিকালে বাসন্তী থানার চোরাডাকাতিয়া এলাকার বাসন্তী হাইওয়েতে। গুরুতর জখম হয়েছে মোটর চালিত ইঞ্জিন ভ্যানের চালক অর্ধেন্দু মন্ডল।তার বাড়ি স্থানীয় ভাঙনখালি এলাকায়।ঘটনার খবর পেয়ে বাসন্তী থানার পুলিশ ওই যুবককে উদ্ধার করে চিকিৎসার জন্য ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে পাঠায়। সেখানে তার অবস্থা অত্যন্ত সংকটজন হলে কলকাতার চিত্তরঞ্জন হাসপাতালে স্থানান্তরিত করেন চিকিৎসকরা। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে এদিন বিকালে ইঞ্জিন ভ্যান চালিয়ে বাসন্তীর দিকে যাচ্ছিলেন অর্ধেন্দু।

সেই সময় একটি মাছের গাড়ি তাকে পিছন থেকে সজোরে ধাক্কা দিয়ে রাস্তার পাশে উল্টে যায়।এদিকে মাছের গাড়ির ধাক্কায় ইঞ্জিন ভ্যান চালক গুরুতর জখম হয়। তার গাড়ির সামনের চাকাও মাছের গাড়ির ধাক্কায় ভেঙে যায়। রক্তাক্ত অবস্থায় ওই যুবক কে উদ্ধার করে বাসন্তী থানার পুলিশ। তাকে চিকিৎসার জন্য হাসপাতালে পাঠায়। ঘটনার মুহূর্তে সুযোগ বুঝে মাছের গা.রি চালক পালিয়ে যায়। পুলিশ গাড়িটি উদ্ধার করে চালকের খোঁজে তল্লাশি শুরু করেছে।

ষাঁড়ের গুঁতোয় হাসপাতালে

নিজস্ব প্রতিনিধি : ষাঁড়ের গুঁতোয় ধরাশায়ী হয়ে হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য ভর্তি হলেন এক বৃদ্ধ। তার বাম পায়ের উরুতে গুরুতর আঘাত লেগেছে। ঘটনাটি ঘটেছে বৃহস্পতিবার বিকালে জীবনতলা থানার অন্তর্গত দেউলি ২ পঞ্চায়েতের মুখার্জীপাড়া এলাকায়। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে বছর ষাট বয়সের বৃদ্ধ নেপাল সরদার এদিন দুপুরের খাওয়া দাওয়া সেরে ঘরে দরজা লাগিয়ে ঘুমিয়ে ছিলেন। সেই সময় আচমকা একটি ষাঁড় এসে হাজির হয় বৃদ্ধের বাড়িতে। সে সময় বাড়িতে অন্য কেউ ছিলেন না। ষাঁড়টি আচমকা নেপাল সরদারের ঘরের দরজা ঢেলে ভিতরে ঢুকে পড়ে। বৃদ্ধকে বিছানা থেকে তুলে শিং দিয়ে গুঁতোতে থাকে। রক্তাক্ত অবস্থায় যন্ত্রণায় কাতরাতে থাকেন বৃদ্ধ। খবর পেয়ে পরিবারের লোকজন তড়িঘড়ি হাজির হয়। ষাঁড়কে তাড়িয়ে ওই বৃদ্ধকে উদ্ধার করে স্থানীয় চিকিৎসা কেন্দ্রে নিয়ে যায়। বৃদ্ধের আঘাত গুরুতর বুঝতে পেরে স্থানীয় চিকিৎসক ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে স্থানান্তরিত করেন। বর্তমানে আশাঙ্কাজনক অবস্থায় ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন ওই বৃদ্ধ। স্থানীয় সমাজসেবী নিরাপদ দাস বলেন 'এলাকায় একটি পুরাতন শিব মন্দির রয়েছে। সেখানে মানত করে ষাঁড়টি ছেড়ে দেওয়া ছিল। শান্ত প্রকৃতির ষাঁড় আচমকা অঘটন করে ফেলে।

বিডিও অফিসের অদূরে চুরি

নিজস্ব প্রতিনিধি : জয়নগর এলাকায় মন্দিরে চুরির ঘটনা মাঝে মধ্যেই ঘটছে। এবারে খোদ বিডিও অফিসের সামনে একটি প্রাচীন মন্দিরে চুরির ঘটনা ঘটলো। এই ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়ালো দেবদারুসার এলাকায়। জগন্নাথ বাটির প্রায় ২৫০ বছরের প্রাচীন জগন্নাথ ঠাকুরের মন্দিরে চুরির ঘটনা ঘটলো। এই জগন্নাথ বাটির সদস্য তথা এই মন্দিরের সেবায়েত দেবরাজ চক্রবর্তী বলেন, অন্য দিনের মতন বুধবার সকালে মন্দিরে এসে দেখি, দরজা ভাঙা, তালা ভাঙা, ঠাকুরের বস্ত্র সহ ঘরের পুজোর সামগ্রী ওলট-পালট করা আছে। এর আগে ২০১০ ও ২০১৪ সালে দুবার চুরি হবার পরে আমরা ঠাকুরের কোনো বহু মূল্যাদি অলংকার মন্দিরে রাখি না। তবে এদিন ঠাকুরের ঘরে থাকা দুটি পাখা চুরি হয়ে গেছে। প্রশাসনিক অফিসের সামনে বারবার এই চুরির ঘটনায় আমরা শঙ্কিত। এদিন এই ঘটনা জানার পরে জয়নগর থানা থেকে দু বার ঘটনাস্থল ঘুরে নমুনা সংগ্রহ করে নিয়ে যায়। বুধবার জয়নগর থানায় দাঁড়িয়ে আরেক সদস্য বশিষ্ঠ চক্রবর্তী বলেন, বারবার চুরির ঘটনায় আমরা শঙ্কিত। আমরা চাই পুলিশ দ্রুত এই ঘটনায় যুক্ত থাকার অপরাধীদের গ্রেফতার করুক। পুলিশ তদন্ত শুরু করেছে। তবে কিছুদিন আগেই এই মন্দিরের কয়েক হাত দূরে রায়পাড়ার মহাপ্রভুতলার মন্দিরে, বহড়ু ভঞ্জ বাড়ির মন্দিরেও চুরির ঘটনা ঘটেছে। বারবার এই ঘটনা বেড়ে চলায় শংকিত বহড়ু, জয়নগর সহ আশেপাশের এলাকার মানুষ।

আটকালো নাবালিকার বিয়ে

নিজস্ব প্রতিনিধি : জয়নগর থানার পুলিশের তৎপরতায় এক নাবালিকার বিয়ে বন্ধ হলো জীবনতলা থানার নাগরতোলায়। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেল, এক দিনমজুরের নাবালিকা মেয়ের সঙ্গে ডায়মন্ড হারবারের বাড়ঢোল এলাকার প্রীতম নস্করের বিবাহের দিন ঠিক হয় সোমবার। নিজস্ব সূত্র মারফত এই বিবাহের খবর জানতে পেরে আই সি রাকেশ চ্যাটার্জীর নির্দেশে এস আই তুহিন ঘোষ, এস আই তন্ময় দাস সহ পুলিশের বিশেষ টিম জয়নগর থানার বানেশ্বর পুরের দেবরাজ মন্ডলের বিবাহের মন্ডপ থেকে বিয়ের কনের সাজে থাকা ঐ নাবালিকাকে উদ্ধার করে নিয়ে আসে। আর এই ঘটনায় যুক্ত থাকার অভিযোগে বিয়ের পাত্র প্রীতম নস্কর, জামাইবাবু দেবরাজ মন্ডল ও কাকা নেপাল মন্ডলকে গ্রেফতার করে পুলিশ। ধৃতদের তিনজনকে বারুইপুর আদালতে পাঠানো হয়। ওই নাবালিকাকে পাঠানো হয় হোমে।

৩০ বছর ধরে বেহাল জনবহুল রাস্তা

আমান মোল্লা : দক্ষিণ ২৪ পরগনা ক্যানিং ও বারুইপুর মহকুমা যোগাযোগকারী রাস্তাটি ৩০ বছর জরাজীর্ণ অবস্থায় পড়ে রয়েছে। কোথাও পাথর কোথাও মাটি। রাস্তাটি গেছে সাতমুখী বাজার থেকে রামধারী ব্রিজ পর্যন্ত। সর্বমোট ৯ কিলোমিটার এই রাস্তা। বারুইপুরের বিধায়ক বিভাস বাবু এই প্রসঙ্গে বলেন মাঝখানে এই রাস্তার কাজ শুরু হয়েছিল, পুরো রাস্তাটি আমরা গ্র্যানাইট পাথর চেপে রোলার করে দিয়েছিলাম। হঠাৎ কন্ট্রাক্টারের অ্যাক্সিডেন্ট ঘটে যায়। তারপর থেকে এই কাজ বন্ধ হয়ে আছে। আমি খোঁজ খবর নিয়ে দেখব কি কারনে এই রাস্তাটি বন্ধ হয়ে আছে। যদি আমার সাধ্যের মধ্যে

থাকে অবিলম্বে এই রাস্তার কাজ শুরু করে দেব। রামধারী গ্রামের প্রধান বাসন্তী গায়েন বলেন এই রাস্তাটাও হওয়া খুব দরকার । কারণ সাতমুখীর বাজার একটি জনবহুল বাজার। মানুষের যাতায়াতের খুবই অসুবিধা। যদি এক পশলা বৃষ্টি নামে তাহলে আর ওই রাস্তায় যাওয়া যাবে না। আমি ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে আবেদন করব যদি তাড়াতাড়ি ওই রাস্তার কাজটি শুরু হয়। সাত মুখী গ্রামের বাসিন্দা পুলিন সরদার বলেন, নেতাদের প্রতিশ্রুতি বছরের পর বছর পার হয়ে যায় কিন্তু কোন কাজ হয় না। এই রাস্তা দিয়ে রামধারী হয়ে বারুইপুর হয়ে কলকাতা যাওয়া যায়।আমরা চাই অবিলম্বে এই রাস্তার কাজ শুরু হোক। নিকারিঘাটা পঞ্চায়েতের সদস্য বিশ্বনাথ বাবু বলেন, আমরা এমএলএ সাহেবদের সঙ্গে কথা বলেছি। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ভোটের আগে এই রাস্তা মেরামত করে দেব। টোটো চালক ইব্রাহিম মোল্লা বলেন গাড়ি নিয়ে তো যাওয়া যায় না, বরং পায়ে হেঁটেও যাওয়া যায় না, বড় পাথর আর সেই সঙ্গে কাদা মাটির গর্ত। এ বছর বর্ষার আগে যদি রাস্তা না হয় আমরা যত গাড়ি চালক আছি আমরা আন্দোলনের পথে নামবো। তাতে যদি না হয়, ভোট বয়কট করতে বাধ্য হব। যতক্ষণ পর্যন্ত রাস্তা কাজ না হবে। আমাদের আন্দোলন জারি থাকবে।

রাস্তার হাল ফেরে না ৫০ বছরেও

নিজস্ব প্রতিনিধি : দক্ষিণ ২৪ পরগনা ক্যানিং নম্বর ব্লকের অধীনে ইটখোলা গ্রাম পঞ্চায়েতে সন্দেশখালি রাস্তা দীর্ঘদিন ধরে ইট ওঠা গর্তে ভরা জরাজীর্ণ অবস্থায় পড়ে রয়েছে। রাস্তাটি বুধাখালি ক্যালভাট থেকে বোগড়া বুনির শেষ মুলম পর্যন্ত। আনুমানিক ৫ কিলোমিটার। সন্দেশখালি গ্রামবাসী আফতাব উদ্দিন মোল্লা বলেন, ৫০ বছর এই রাস্তাটি এই ভাবেই পড়ে আছে। বামফ্রন্ট আমলে ইট পড়েছিল। কোনো ভাবে মানুষ চলাচল করতে পারছিল।

প্রশাসনের নজরদারির অভাবে লোভী মানুষ রাস্তার ইট তুলে নিয়ে গিয়ে ঘরের দাবা বানিয়েছে। এখন বর্ষা এসে গেলে রাস্তা বদল করে বাড়ি আসতে হয়। কত যে মানুষ অ্যাক্সিডেন্ট করে, আর ছোট ছোট বাচ্চারা রাস্তার উপর থেকে গড়িয়ে নদীতে গিয়ে পড়ে তার হিসেব নেই। হাঁটার মতো কোনো পরিস্থিতি নেই। ইটখোলা গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধান খতিব সরদার বলেন, 'আমি জানি এই রাস্তাটি অনেকদিন থেকেই এরকম অবস্থা হয়ে আছে। কাছারি ঘাট থেকে সুইচগেট পর্যন্ত ঢালাই হয়ে গেছে । আমরা সম্পূর্ণ রাস্তাটি মেজারমেন্ট করে রেখেছি। পঞ্চায়েতে টাকা ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে আমরা ওই রাস্তার কাজ শুরু করে দেব, সন্দেশখালীর বাসিন্দা অজেদ মন্ডল বলেন, 'এইরকম প্রতিশ্রুতি অনেকবার দিয়েছে। কিন্তু কোন কাজ হয়নি, রাস্তা সেই ভাবেই পড়ে আছে। শেষবারের মতো আমরা আর একবার পঞ্চায়েতে বলবো। তারপরে আমরা গণআন্দোলনের মাধ্যমে সমস্ত গ্রামের ভোট বয়কট করব।'

রাস্তার অবস্থা যেন জলা জমি

কেল্লা থেকে মহিষমারি

নিজস্ব প্রতিনিধি : দক্ষিণ ২৪ পরগনার কুলতলী কেল্লা থেকে মহিষমারি বাজার পর্যন্ত রাস্তাটি জলা জমি পরিণত হয়েছে। পাঁচুয়া খালি গ্রামের বাসিন্দা সহদেব মণ্ডল বলেন, আজ থেকে পাঁচ বছর আগে এই রাস্তায় রিপেয়ারিং কাজ হয়েছিল। তারপর থেকে প্রশাসনিক লোকেরা চোখ তুলে তাকাইনি এই রাস্তার দিকে। দিন গেলে হাজার মানুষের ভিড় কেল্লা পর্যটন কেন্দ্রে। এই রাস্তাটি বারুইপুর হয়ে বারাসাতের সঙ্গে সংযোগ রয়েছে।

মহিষমারি গ্রামের টোটো চালক বা বাসিন্দা বলেন এ রাস্তা আর রাস্তা নেই, ধান চাষ করলে ভালো ফলন হবে। বৃদ্ধ মানুষরা প্রায়ই হোঁচট খেয়ে পড়েন। সাইকেল নিয়ে আসলে বারবার আছাড় খেতে হয়। কতবার যে টোটো উল্টে অ্যাক্সিডেন্ট ঘটেছে তা বলার নয়। কুলতলী বিধায়ক গণেশচন্দ্র মণ্ডল বলেন, এই রাস্তা নিয়ে সংশ্লিষ্ট মহলে জানানো আছে। খুব শীঘ্রই এই রাস্তার কাজ শুরু হবে। মেরিগঞ্জ দু'নম্বর অঞ্চল প্রতিনিধি শাহাদাত হোসেন বলেন, 'যত শীঘ্রই পারি এই রাস্তার কাজ আমরা শুরু করতে চাই। কারণ কেল্লা একটা পর্যটন কেন্দ্র হাজার মানুষের ভিড়। কলকাতা থেকে প্রচুর গাড়ি আসে। রাস্তা খারাপের জন্য গাড়ি কমে গেছে, অবিলম্বে এই কাজ আমরা শুরু করব।

কাও খুনে ব্যবহৃত করাত উদ্ধার

বারুইপুর

প্রিয় মুখার্জী : পুলিস লকআপে থাকলেও প্রতি মিনিটে ছেলে জয়ের খাওয়াদাওয়া, স্বাস্থ্যের প্রতি নজর রাখছেন প্রাক্তন নৌসেনা কর্মীর স্ত্রী শ্যামলী চক্রবর্তী। ছেলে স্নান করেছে কি না, সেই খোঁজও নিচ্ছেন পুলিসের কাছ থেকে। স্বামী উজ্জ্বল চক্রবর্তীকে শ্বাসরোধ করে খুন করার পর দেহ ছ টুকরো করে বাড়ি থেকে পাঁচশো মিটার দূরে ফেলে এসেছিল তারা। এত বড় ঘটনার পরেও ভাবলেশহীন মা ও ছেলে। অনুশোচনার লেশমাত্র নেই তাদের মধ্যে।

তাদের এই আচরণ দেখে অবাক বারুইপুর থানার পুলিস। সোমবার অভিযুক্ত জয় ওরফে রাজু চক্রবর্তীকে নিয়ে ফের ডিহি মদনমল্ল এলাকায় গিয়েছিলেন থানার আইসি সৌম্যজিৎ রায় ও তদন্তকারী অফিসার সোমনাথ বারিক। আসলে যে করাত দিয়ে দেহটি খণ্ড করা হয়েছিল, সেটি উদ্ধার করতেই সঙ্গে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল জয়কে।

জয়ের বয়ানের সূত্র ধরে শেষমেশ ওই এলাকার একটি পুকুরে ডুবুরি নামাতেই উঠে আসে সেই করাত। তবে উজ্জ্বলবাবুর কাটা হাতের এখনও হদিশ মেলেনি। এদিন পুলিসের জেরায় জয় বলেছে, দেহটি তাড়াতাড়ি সরাতেই টুকরো করার কথা তারা ভেবেছিল। এদিন বারুইপুর থানায় আসেন এডিজি (দক্ষিণবঙ্গ) সিদ্ধিনাথ গুপ্তা, আইজি (পিআর) তন্ময় রায়চৌধুরী, বারুইপুর পুলিস জেলার সুপার মিস পুপ্পা। তাঁরা থানায় বসেই তদন্তের গতিপ্রকৃতি নিয়ে আলোচনা করেন। পরে সিদ্ধিনাথ গুপ্তা বলেন, বারুইপুর ও সোনারপুরের খুনের দ্রুত কিনারা করা সম্ভব হয়েছে। দু'টি মামলায় শীঘ্রই চার্জশিট দেওয়া হবে। দু'টি পৃথক লকআপে রাখা হয়েছে মা ও ছেলেকে। রবিবার রাতে ও এদিন সকালে তাদের ডিম-ভাত দেওয়া হয়েছে। নির্লিপ্তভাবেই তারা সেই খাবার খেয়েছে। এদিকে, প্রাক্তন নৌসেনা কর্মী উজ্জ্বল চক্রবর্তীর প্রতিবেশীরা এখনও এই হাড়হিম করা হত্যাকাণ্ডের কথা বিশ্বাস করতে পারছেন না। অনেকেই বলছেন, জয় তার বন্ধুদের বলেছিল, চেন্নাইয়ে চাকরির পরীক্ষা দিতে যাবে। সেকারণে বিমানের টিকিট কাটতে হবে তাকে। বাসিন্দাদের অনুমান, তিন হাজার নয়, বাবার কাছে আরও বেশি টাকা চেয়েছিল জয়। আইটিআই পাশ করার পর জয়ের আচরণে পরিবর্তন এসেছিল। বাবার সঙ্গে সবসময় ঝামেলা লেগেই থাকত তার। তার মা শ্যামলী উজ্জ্বলবাবুর কাছে ছেলের নামে প্রায়ই নালিশ করত। আবার উজ্জ্বলবাবু না থাকলে বাবার নাম করে ছেলেকে উস্কানি দিত। তার এই দ্বৈত চরিত্রই বিষিয়ে দিয়েছিল বাবা-ছেলের সম্পর্ককে।

ভরা কোটালে নদী বাঁধে ফাটল

নিজস্ব প্রতিনিধি : অমাবস্যার ভরা কোটালে সুন্দরবনের নদীবাঁধে ব্যাপক ফাটল ঘিরে এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়ালো। ঘটনাটি ঘটেছে বুধবার সকালে প্রত্যন্ত সুন্দরবনের গোসাবা ব্লকের সুন্দরবন কোষ্টাল থানার অন্তর্গত ছোট মোল্লাখালি গ্রাম পঞ্চায়েতের ৯ নম্বর কালিদাসপুর এলাকায়। সেখানে সারসা নদীর বাঁধে ফাটল দেখা দিয়েছে।জানা গিয়েছে এদিন সকালে এলাকার মানুষজনের আচমকা নজরে পড়ে নদীবাঁধে ফাটল।নদীতে জোয়ারের সময় এমন ফাটল দেখে আতঙ্কিত হয়ে পড়ে স্থানীয়রা। বর্তমানে শীতের মরশুমে মাঠে ধান সহ অন্যান্য

ফসল রয়েছে। নদীবাঁধ ভেঙে নদীর লবণাক্ত জল এলাকায় ঢুকে পড়লে প্রচুর ক্ষয়ক্ষতির সম্ভবনা। আসন্ন বিপদ এড়াতে তড়িঘড়ি তারা স্থানীয় প্রশাসন কে নদীবাঁধের ফাটলের কথা প্রশাসনের তরফ থেকে নদীবাঁধ ফাটল মেরামতি করার জন্য দ্রুততার সাথে উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে বলে প্রশাসন সূত্রে খবর।

নদীবাঁধে ফাটল প্রসঙ্গে গোসাবার বিডিও বিশ্বনাথ চৌধুরী জানিয়েছেন সারসা নদীবাঁধে প্রায় ৫০ ফুট ফাটল দেখা দিয়েছে।তবে আতঙ্কের কিছু নেই। ইতিমধ্যে মেরামতির কাজ শুরু হয়েছে।'

স্থানীয় জেলাপরিষদ সদস্য অনিমেশ মন্ডল জানিয়েছেন অমাবস্যার ভরা কোটালে ছোট মোল্লাখালির ৯ নম্বর কালিদাপুর এলাকার সারসা নদীবাঁধে ফাটল দেখা দিয়েছে। শীতের মরশুমে নদীতে জলস্তর কম থাকায় আতঙ্কের কিছু নেই। নদীতে ভাটা শুরু হতেই প্রশাসনের তরফে নদীবাঁধ ফাটল মেরামতির উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

ফিরে দেখা ৫০

আলিপুর বার্তা গত ১৩ অক্টোবর ২০২২ ৫৬ পেরিয়ে পা দিয়েছে ৫৭ বছরে। নিরবিচ্ছিন্ন এই চলার পথে পাতায় পাতায় ছড়িয়ে রয়েছে অজস্র সংবাদ, প্রবন্ধ, গবেষণা ও সাহিত্য যা প্রকাশনা সমুদ্রের গভীরে থাকা এক একটি রত্ন স্বরূপ। অতীতের নস্টালজিক দর্পণে এই রত্ন আকর বলে যায় ৫০ বছর আগের দিনগুলির নানা কথা। এইসব শব্দহীন ইতিহাসের ভাষাকে বাঙ্ময় করে তুলতে সেদিনের শব্দচয়ন ও বানান অবিকৃত রেখে এবার আপনাদের সামনে তুলে ধরব ৫০ বছর আগের কিছু সংবাদ, প্রবন্ধ। কেমন লাগছে জানালে আপনাদের মতামত উৎসাহিত করবে আমাদের।— সম্পাদক

গোপালপুরের স্বীকৃতি আর কত দূর?

(নিজস্ব প্রতিনিধি)

মহেশতলা ও বেহালার মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থিত গোপালপুর অঞ্চলটি আজও চূড়ান্ত সরকারী স্বীকৃতি পায়নি। ফলে সেখানে রেশনকার্ড বিলি, সিএমডিএ কর্তৃপক্ষের উন্নয়নমূলক কাজ, জন্ম ও মৃত্যু রেজিস্ট্রেশন ও সরকারী ত্রাণ কাজের প্রভৃত অসুবিধা হচ্ছে। স্থানীয় অদিবাসীগণ সকল সুযোগ সুবিধা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। সংবাদে প্রকাশ সুদীর্ঘকাল ধরে গোপালপুর অঞ্চল কোন থানার এক্তিয়ারে ছিল না। এ সম্পর্কে প্রায় দু বছর আগে আলিপুর বার্তায় প্রথম সংবাদ প্রকাশিত হয়। পরে এই অঞ্চলের সীমানা চিহ্নিত করণের ভার পড়ে পঞ্চায়েৎ বিভাগের উপর। পঞ্চায়েৎ বিভাগ গোপালপুর অঞ্চলকে বেহালা থানার অন্তর্ভুক্ত করে। কিন্তু চূড়ান্ত সরকারী স্বীকৃতি আজও এল না। আমাদের জিজ্ঞাস্য এই অঞ্চলকে স্বীকৃতি দিতে এত টালবাহানা কেন? সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ অবিলম্বে এর জবাব দিবেন কি?

টেলিফোন চাই

(নিজস্ব প্রতিনিধি)

বেহালা ও যাদবপুর ব্লকে আজও টেলিফোন যোগাযোগ হয় নি। উত্তরে ধাপা-ট্যাংরা, দক্ষিণে জোকা-গোপালপুর, পূর্বে কসবা ও পশ্চিমে গড়িয়া। এই বিস্তীর্ণ অঞ্চলের সঙ্গে দ্রুত সংযোগ রক্ষার ব্যবস্থা না থাকাতে সরকারী কাজকর্ম্মের যথেষ্ট অসুবিধা হচ্ছে। ফলে লক্ষ লক্ষ আদিবাসীর হচ্ছে চূড়ান্ত দুর্ভোগ। ব্লক কর্তৃপক্ষ টেলিফোনের জন্য বহু চিঠিপত্র লিখেছেন কিন্তু আজও সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের নিদ্রাভঙ্গ হল না। আমাদের দাবি অবিলম্বে এই ব্লকে টেলিফোন দেওয়া হোক।টালবাহানা কেন? সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ অবিলম্বে এর জবাব দিবেন কি?

ট্রান্সফরমার চুরির হিরিক

(নিজস্ব প্রতিনিধি)

সম্প্রতি কাঁচড়াপাড়ার অন্তর্গত বীজপুর থানার পলাশী গ্রামে গভীর রাত্রে একদল দুর্বৃত্ত লরী করে এসে বৈদ্যুতিক ট্রান্সফরমার চুরি করে নিয়ে যায়। সংবাদে প্রকাশ, কিছুদিন পূর্বে পার্শ্ববর্তী নোয়াবিল গ্রামে অনুরূপভাবে ট্রান্সফরমার চুরি হয়েছে। কিন্তু আজও পুলিশ অপরাধীদের গ্রেপ্তার করতে সমর্থ হয়নি। এ সম্পর্কে আমরা জেলার উর্ধ্বতন পুলিশ কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

৭ম বর্ষ : ৩য় সংখ্যা, ১৭ নভেম্বর ১৯৭২, ১লা অগ্রহায়ণ, ১৩৭৯, শুক্রবার।

যত অপরাধ বীরভূমে

গ্রেপ্তার ছিনতাইকারী

নিজস্ব প্রতিনিধি : চোদ্দো নভেম্বর বিকেল সাড়ে পাঁচটা নাগাদ চারজন দুষ্কৃতী মোটরসাইকেলে করে আঙ্গারগড়িয়া বাসস্ট্যান্ডের কাছে সাধন মন্ডলের মুদিখানার দোকান থেকে প্রায় লক্ষাধিক টাকা, মোবাইল ফোন ছিনতাই করে নিয়ে পালিয়ে যায় সোঁতসাল ও রাওতারার দিকে। মহম্মদবাজার থানার পুলিশ তদন্তে নামে এবং পুরাতনগ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত রাওতারা গ্রামবাসীদের সহযোগিতায় সেই চারজন দুষ্কৃতীদের মধ্যে দুইজনকে হাতেনাতে ধরে ফেলে। তাদের কাছ থেকে দুই রাউন্ড গুলি ভর্তি পাইপ গান সহ ছিনতাই করা দুটি মোবাইল,টাকা ও দুটি মোটর সাইকেলের নাম্বার প্লেট উদ্ধার করে। যে বাইকে করে এসেছিল সেই বাইকটিও উদ্ধার হয় । জানা যায় ওই বাইকটিও দেওঘর থেকে চুরি করা বাইক। উদ্ধার করে যথাযথ মামলা শুরু করে মহম্মদবাজার থানার পুলিশ। ধৃতরা হলো ঝাড়খন্ডের চিত্রানুকা গ্রামের ফারকান আনসারি ও রেজাজুল আনসারি। পনেরো নভেম্বর সিউড়ি এসিজিএম আদালতে তোলা হলে পুলিশ ধৃতদের সাতদিনের পুলিশ হেফাজতের নির্দেশ দেন মহামান্য বিচারক। এই সাতদিনের পুলিশ হেফাজতে থাকাকালীন তাদেরই স্বীকারোক্তির উপর ভিত্তি করে পুলিশ বাইশে নভেম্বর অভিযান চালিয়ে ছিনতাই হয়ে যাওয়া সব টাকা উদ্ধার করে।

স্বাস্থ্য কেন্দ্রের পিকনিক

নিজস্ব প্রতিনিধি : প্রাথমিক চিকিৎসা কেন্দ্রে চিকিৎসা বন্ধ করে পিকনিক বোলপুর প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে।

আঠারো নভেম্বর স্বাস্থ্যকেন্দ্রের চক্ষু বিভাগে কোন ডাক্তারের দেখা নাই কিন্তু সেখানে খাওয়াদাওয়ার জন্য রমরমে হচ্ছে রান্না। রান্নার লোকজন বলে, চিকিৎসক না থাকায় রান্নার কাজ হচ্ছে এবং স্বাস্থ্য কেন্দ্রেরই স্টাফরা তাদের রান্না করার জন্য বলেছেন। হতাশ হয়ে ফিরে যাচ্ছে রোগীরা। তাতেই শুরু হয়েছে বিতর্ক।

অবৈধ বালি উদ্ধারে প্রশাসন

নিজস্ব প্রতিনিধি : নানুর থানার অজয় নদ থেকে অবৈধ বালি উত্তোলন ও মজুত নিয়ে পুলিশ প্রশাসন যৌথ অভিযান চালালো। ডেপুটি পুলিশ সুপার বীরভূম জেলা এনফোর্সমেন্ট ব্রাঞ্চ স্বপনকুমার চক্রবর্তী,ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট সন্টু তরফদার এবং ডেপুটি ডিএলএলআরও রবিউল ইসলামের নেতৃত্বে ষোলো নভেম্বর বাসাপাড়া, রামকৃষ্ণপুর,ব্রাহ্মনখনড,নানুর, ছাতিমগ্রাম সহ বিভিন্ন এলাকায় অভিযান চালায়। কুড়িটির বেশি বেআইনি স্টক পয়েন্ট পাওয়া গিয়েছে। অভিযান চলবে বলে জানিয়েছেন ডিএসপি বীরভূম জেলা এনফোর্সমেন্ট ব্রাঞ্চ স্বপনকুমার চক্রবর্তী।

আশীষকে ঘিরে বিক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিনিধি : পথ দূর্ঘটনায় মৃত্যু হলো এক বাইক আরোহীর গদাধরপুর ও মল্লারপুর রাস্তায় আঠারো নভেম্বর সন্ধ্যায়। প্রতিবাদে পথ অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখায় স্থানীয় মানুষজন। অবরোধে আটকে পড়ে বিধানসভার ডেপুটি স্পিকার আশীষ বন্দোপাধ্যায়। তার কনভয় ঘিরে বিক্ষোভ দেখায় অবরোধকারীরা। প্রায় আধ ঘন্টা বিক্ষোভ দেখানোর পর পুলিশ এসে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে।

উত্তিষ্ঠিত জাগ্রত প্রাপ্য বরাণ নিবোধত

আলিপুর বার্তা

কলকাতা : ৫৭ বর্ষ, ৬ সংখ্যা, ২৬ নভেম্বর- ২ ডিসেম্বর, ২০২২

নেতাজিকে নিয়ে দ্বিচারিতায় রাজ্য নীরব

সুপ্রিম কোর্ট সম্প্রতি ঘোষণা করেছে নেতাজির জন্মদিবস ২৩ জানুয়ারি জাতীয় ছুটি দেওয়া যাবে না। একটি জনস্বার্থ মামলার জেরে এই রায়ে বলা হয়েছে নেতাজি কর্মবীর ছিলেন। সুপ্রিম নির্দেশের বিরুদ্ধে সাধারণত মত প্রকাশ সৌজন্য বিরোধী। যে কাজটি লোকসভা রাজ্যসভার জন প্রতিনিধিরা করতে পারতেন এবং দেশের সরকার ঘোষণা করতে পারেন তা অমৃত মহোৎসবের আনন্দ প্রাঙ্গণে উহ্য রইল। বিস্ময়কর ভাবে সম্প্রতি কেন্দ্রীয় মন্ত্রী রাজনাথ সিং ঘোষণা করেছেন প্রধানমন্ত্রীর সুরেই যে অখণ্ড ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু এবং প্রথম স্বদেশী সরকার আজাদ হিন্দ সরকার। গত বছর সরকারী তরফে ২৩ জানুয়ারি নেতাজির জন্মদিনকে পরাক্রম দিবস হিসাবে ঘোষণা করা হয়। লাল কেল্লার প্রাকারে আজাদ হিন্দ সরকার প্রতিষ্ঠার প্ল্যাটিনাম জয়ন্তী উপলক্ষ্যে ২১ অক্টোবর জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেছিলেন প্রধানমন্ত্রী। ব্যতিক্রমী এই সিদ্ধান্তটি দেশের অগণিত নেতাজি অনুরাগী মানুষ সমর্থন করেছিলেন। দুর্ভাগ্যের বিষয় নেতাজি চর্চার যে পরিসর অনায়াসে সৃষ্টি করতে পারতেন বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকার তারা রাজনৈতিক প্রয়োজনের বাইরে প্রয়োগ করেননি। কংগ্রেস মুক্ত ভারতের ডাক দিয়ে কেন্দ্রের বিজেপি সরকার বল্লভভাই প্যাটেল ও গান্ধিজীর আদর্শকে তুলে ধরতে যতটা তৎপর নেতাজির ব্যাপারে ততটাই উদাসীন। কেন্দ্রীয় সরকার জওহরলাল নেহেরুর আমলে নিষিদ্ধ হওয়া ডঃ প্রতুল গুপ্তের লেখা আজাদ হিন্দের ইতিহাসের পাণ্ডুলিপি আজও জনসমক্ষে প্রকাশ করেন নি। এমনকি ভারতীয় টাকায় আজাদ হিন্দের ছবি ছাপা কিংবা সর্বভারতীয় পাঠ্য সিলেবাসে নেতাজি ও আজাদ হিন্দের ইতিহাসকে সঠিক ভাবে তুলে ধরা প্রয়াস করেনি। অমৃতমহোৎসবের প্রাঙ্গণে বেশ কয়েকটি স্বাধীনতা সংগ্রামীদের সংগ্রহশালা গড়ে তোলা হলেও সেখানে নেতাজি সম্পর্কিত নানা ভুল তথ্যের প্রচার ইতিহাসের প্রতি অবিচার করা হয়েছে। নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বসুর তথাকথিত তাইহোকু বিমান দুর্ঘটনার গল্প মিথ্যা প্রমাণিত হলেও কংগ্রেস আমলের সিদ্ধান্তগুলি এখনও তারা বজায় রেখেছে। বাজপেয়ী আমলে গঠিত মুখার্জী কমিশনের সিদ্ধান্ত ছিল নেতাজি আদৌ তাইহোকু বিমান দুর্ঘটনায় নিহত হন নি। লোকসভায় উপযুক্ত কারণ ছাড়াই মনমোহন সরকার অগ্রাহ্য করেছিল সে রিপোর্ট। এমনকি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নেতাজি সম্পর্কিত যে ফাইলগুলি প্রকাশ করেছেন সেখানেও দেখা গেছে জনৈকা বিদেশিনী অ্যানিটা পাফ আদৌ নেতাজির কন্যা নন। এমনকি আইনগত ভাবেও নন। অথচ প্রধানমন্ত্রীর নেতাজি জয়ন্তী উপলক্ষ্যে গঠিত জাম্বো কমিটির অন্যতম সদস্যা হিসাবে 'নেতাজি কন্যা অনিতা বোস' বলে মান্যতা দেওয়া হয়েছে। এই মিথ্যাচারের সুযোগে দাবিদার পরিবারের কেউ কেউ ইদানিং কালে বিমান দুর্ঘটনার মিথ্যা গল্প এবং তথাকথিত কন্যার ডিএনএ টেস্ট নিয়ে বাজার উত্তপ্ত করতে চাইছে।

নেতাজি অবশ্যই কর্মবীর ছিলেন কিন্তু ২ অক্টোবর গান্ধিজীর জন্মদিনে জাতীয় ছুটি দেওয়া হয় কেন ? এ নিয়ে নেতাজি অনুরাগীদের মধ্যে প্রশ্ন দানা বেধেছে। কংগ্রেস আমল থেকে চলে আসা গান্ধী জয়ন্তীর ছুটি বিজেপি সরকার দিব্যি বহাল রেখেছেন। সুপ্রিম কোর্টের ভাবনা অনুযায়ী গান্ধীজি কি কর্ম বিমুখ ছিলেন কিংবা তিনি কি শুধুই রামধুন সঙ্গীত চর্চা, চরকা কাটা এবং মাঝে মধ্যেই শুধু অনশন করতেন। এর বাইরে তার কি কোন ভূমিকাই ছিল না।

তাহলে এই সিদ্ধান্তেই মানুষ আসবে যে, গান্ধী জয়ন্তীর ছুটি একজন কর্মবিমুখ মানুষের জন্য। কেন্দ্রীয় সরকার ভাবনা চিন্তা করুক নতুন ভাবে সত্যিই যদি তারা জাতীয়তাবাদী দলের দাবিদার হন। বাংলার ইতিহাসবিদ বুদ্ধিজীবী শিক্ষাবিদ কিংবা রাজনৈতিক দলগুলির নেতাজির প্রতি এমন দ্বিচারিতার প্রতিবাদ করুন।

যোগবশিষ্ঠ সংবাদ

'বৈরাগ্য প্রকরণ'

মহামতি রাম কিভাবে জীবন্মুক্ত হয়েছেন, তা এখন বলছি, শোন। বিদ্যালাভ ক'রে কিশোর রাম রাজপুরীতে ফিরে এসে পিতা দশরথকে ও গুরু বশিষ্ঠের অনুমতিক্রমে ভ্রাতাদের সাথে নিয়ে তীর্থভ্রমণে গেলেন।

পবিত্র নদী, হ্রদ, পর্বত, মহাত্মাগণের তপস্থলি–আশ্রম ইত্যাদি তীর্থ দর্শন, দান, ধ্যানাদি শেষে রাজপুরীতে ফিরে এলেন। কিন্তু গৃহে ফিরে সে রাম উদাসীন এবং বিষণ্ণ হয়ে দিনাতিপাত করায় গৃহস্থ সকল আত্মীয়স্বজন চিন্তান্বিত হলেন কোন হেতু নেই, অথচ রামের এমন বিমর্ষ জীবন যাপনে রাজপুরী যেন এক বিষাদপুরীতে পরিণত হল।

রাজ সভায় দশরথের নিকট মুনিবর বশিষ্ঠ এই বৃত্তান্ত শুনছেন এমন সময়ে বিশ্বামিত্র মুনি রাজ দশরথের কাছে এসে উপস্থিত হলেন। যথাবিহিত শ্রদ্ধা সহকারে দশরথ ও রাজসভায় উপস্থিত বশিষ্টসহ অন্যান্য ঋষি এবং মুনি–বেদবিদ মহাশয়গণ বিশ্বামিত্র মুনিকে সাদরে অভ্যর্থনা জানিয়ে কুশলালাপ করলেন। অতঃপর রাজা দশরথ তাঁর আগমণের কারণ জিজ্ঞাসা করায় বিশ্বামিত্র মুনি জানালেন যে, তাঁর তপস্থলিতে রাক্ষসদের ভীষণ উৎপাতে যজ্ঞ পণ্ড হতে চলেছে। যথেষ্ট প্রতিরোধ শক্তি সম্পন্ন হওয়া সত্ত্বেও যজ্ঞের সঙ্কল্পের দরুণ রাক্ষসদের উক্ত অত্যাচারের উপযুক্ত প্রতিরোধ করতে পারছেন না। বিশ্বামিত্র মুনি প্রবল পরাক্রমশালী রামকে ঐ দুষ্ট রাক্ষসদের দমনে নিযুক্ত করতে চান। দশদিন যাবৎ যজ্ঞানুষ্ঠান হবে। ইত্যবসরে রাম দুরাচারী রাক্ষসকুলের দুষ্কর্ম দমন করে তাদের হত্যা করবে, এই বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। অবশ্যই মুনির তপোবলে কিশোর রাম যথেষ্ট সুরক্ষিত থাকবেন এবং রামের মঙ্গলার্থে পুণ্যকর্মাদির ব্যবস্থা করা হবে, যার দ্বারা ভবিষ্যতে রাম সমগ্র ত্রিলোকে পূজিত হবে।

উপস্থাপক : শ্রী সুদীপ্তচন্দ্র

ফেসবুক বার্তা

সুইজারল্যান্ডের BERNINA EXPRESS কে পৃথিবীর সবথেকে সুন্দর ট্রেন জার্নি বলা হয়! কারণ ট্রেনের পথেই বেশ কয়েকটি ছোট বড় লেক গ্লেসিয়ার, মাউন্টেন পাস, 55 টি টানেল, 196 টি ব্রিজ সব মিলিয়ে এই 144 কিঃমি রেলপথকে নির্দিধায় সুইজারল্যান্ড এর সবচেয়ে সুন্দর ট্রেন জার্নি বলা যায়!

UNKNOWN SCIENCE

নন্দকুমারে সমবায় নির্বাচন ভবিষ্যৎ বাংলার দিক্‌দর্শন কি?

নির্মল গোস্বামী

নন্দকুমার সমবায় সমিতির নির্বাচনের ফলাফল বাংলার মানুষকে চমকে দিয়েছে। সেখানে একদিকে তৃণমূল আর অপরদিকে বাকি দলের কর্মী সমর্থকদের জোট, যাকে চোরেদের বিরুদ্ধে জনতার জোট বলা হচ্ছে। যদিও নির্বাচনটা ছিল দলীয় প্রতীক ছাড়া অরাজনৈতিক নির্বাচন। তবুও তৃণমলী প্যানেলের প্রার্থীরা যে এভাবে গো হারান হারবে, তারা যে খাতা খুলতে পারবে না– এমন জোর বিশ্বাস যারা নির্বাচনে লড়েছিল তাদেরও বোধ হয় ছিল না। যাই হোক তৃণমূল নামক দৈত্যবল লব্ধ দলটাকে নির্বাচনে হারানো যায় তা বাংলার মানুষ এক প্রকার ভুলতেই বসেছিল। তৃণমূলের তাবড় তাবড় নেতা মন্ত্রীরা জেলে। অভিযোগের পর অভিযোগ, শিক্ষিত বিবেকবান মানুষ মাত্রই ছিঃ ছিঃ করছে। উল্টো দিকে আকণ্ঠ দুর্নীতিতে ডুবে থেকেও তাকে দু একজনের ব্যক্তিগত ভুল বলে চালাতে আপ্রাণ চেষ্টা করছেন দলনেত্রী। দলীয় কর্মীদের দলে ধরে রাখার জন্য এর থেকে ভালো টনিক আর নেই। এই বুঝেই নেত্রী হুঙ্কার ছাড়ছেন লাখ লাখ কেষ্ট তৈরির প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন। জোর গলায় বলছেন দল দুর্নীতিতে জিরো টলারেন্স। যারা চাকরি চুরি করল, যারা নানাবিধ সম্পদের অবৈধ কারবার করে শত শত কোটি কামালো, যারা কালো টাকাকে সাদা করার জন্য ভাগ্যের বদান্যতায় বাপ বেটি মিলে পাঁচবার লটারি জিতল, তাদের কোনও দোষ নেই। যত দোষ কেন্দ্রীয় সরকার, বিরোধী দল, আর তদন্তকারী সংস্থার। পরম্পরা বলছে বাংলার মানুষ যাকে বিশ্বাস করে সহজে তাকে বোধ হয় ছাড়তে চায় না। তার উপর রয়েছে ভোট সন্ত্রাস। তাই তৃণমূল দল যতই অন্যায় করুক এখনই নির্বাচন হলে ফের তৃণমূলই জিতবে। এই বিশ্বাস শুধু তৃণমূল নেতা কর্মীদের নয়, সাধারণ মানুষ এমন কি রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞদেরও মত।

এই ধারণাকে নস্যাৎ করে দিল নন্দকুমার সমবায় সমিতির নির্বাচন।

এই নির্বাচনে আর একটা বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা গেছে। তা হলো বাংলায় এই প্রথম বোধহয় একটা নির্বাচন হল, যে নির্বাচনের পরে হারা দল রিগিংএর বা ভোটে কারচুপির অভিযোগ তোলেনি। এখন লাখ টাকার প্রশ্ন হল এই ফল সম্ভব হল কেমন করে? সকলেই ইতিমধ্যে জেনে গেছে যে জোট সমীকরণের জন্যই এই ফল এসেছে। প্রশ্ন হল, এই রকম জোট করে কি ভবিষ্যতে বাংলার ক্ষমতা দখল করতে পারবে বিরোধীরা? তার উত্তর বোধহয় অনেকগুলি কার্য্যকারণের মধ্যেই নিহিত রয়েছে।

পাটিগণিতের সহজ নিয়মে দেখলে ওই জোট সমীকরণে তৃণমূলকে হারাতে সফল উচিত। আমার আপনার মতো সাধারণ মানুষ যারা রাজনীতিতে যুক্ত নই তাদের কাছে মনে হবে এটাই তো হওয়া উচিত। তৃণমূলকে হারাতে গেলে সমস্ত বিরোধীদের পক্ষে একজন প্রার্থী থাকবে। আজ তৃণমূল সরকারের যা অবস্থা তাতে করে বেশির ভাগ বঙ্গবাসী চাইছে এই সরকারটা চলে যাক। সরকারের বিভিন্ন কাজের সমালোচনায় মুখর সব বিরোধী রাজনৈতিক দল। তাহলে তাদের জোট বাঁধতে বাধাটা কোথায়? এবং ভারতবর্ষে এমন উদাহরণের অভাব নেই। ৭৭ সালে ইন্দিরা গান্ধীকে হারাতে জয় প্রকাশ নারায়ণের ডাকে সমস্ত দলমত মিলেমিশে একটা দলের ছাতার তলায় জড়ো হয়েছিল। সেই দলের নাম হল জনতা দল। ইন্দিরা গান্ধী হারলেন। সাময়িকভাবে দেশ কুশাসনের হাত থেকে মুক্ত হল। আবার এই রাজ্যের বাম সরকারকে হারাতে প্রায় সব দল বাম, ডান, অতি বাম সকলেই মমতার দল তৃণমূলকে সমর্থন করল। বিজেপি নাম কা ওয়াস্তে প্রার্থী দিলেও তাদের দলের লোকই পদ্মে ভোট দেয়নি তাৎক্ষণিক প্রয়োজনে।

সেই একই পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে রাজ্যে। কিন্তু সকল বিরোধীরা এক হতে পারবে বলে মনে হয় না। কারণ কংগ্রেস, সিপিএম জোট হলেও বিজেপি সম্পর্কে তাদের ছুঁৎমার্গ তীব্র মাত্রায় বর্তমান। আর বিজেপি বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গে প্রধান বিরোধী দল। ৭০টা এমএলএ ৩০% ভোট তাদের ঝুলিতে। তাদের টপকে সিপিএম কংগ্রেস জোট তৃণমূলকে হারাবে এই স্বপ্ন দেখাটাও বাতুলতা তুল্য।

বিজেপিকে জোটে নিলে কংগ্রেসের ধর্ম নিরপেক্ষতায় দাগ লাগবে, তাই তারা সে পথে যাবে না। আবার সিপিএমএর আদর্শগত লড়াইয়ের পথের কাঁটা বিজেপির হিন্দুত্ববাদ। ফলে আদর্শের সঙ্গে আপোষ করেই আগামী ভোটগুলোতে ত্রিমুখী লড়াই হবে। এবং যথারীতি তৃণমূল দল ভোটে জিতে তাদের গায়ের সব কালি মুছে ফেলবে অবলীলায়।

তবে বিশেষজ্ঞরা বলেন যে রাজনীতি হল সম্ভাবনার শিল্প। এখানে পরিবেশ পরিস্থিতিতে পুরানো সমীকরণ পাল্টায়। নতুন সমীকরণের জন্ম হয়। পশ্চিমবঙ্গের ক্ষেত্রে এই সম্ভাবনার পথে মস্ত বাধা হল ৩৩% সংখ্যালঘু ভোট। বিজেপিকে সঙ্গে নিয়ে জোট করলে বাম–কংগ্রেসের জাত চলে যাবে ৩৩% দের কাছে। ফলে ওই পথে নৈব নৈব চ।

ফলে রাজ্য যতই নৈরাজ্যে ডুবে যাক। একটা প্রজন্মের ভাগ্য যতই অন্ধকারে তলিয়ে যাক। ঘুষ আর কাটমানির যতই রমরমা বাড়ুক। রাজনৈতিক দলগুলো তাদের নিজস্ব সমীকরণেই 'আটকে' থাকবে রাজনীতি করে শাসন ক্ষমতা হস্তগতর করার জন্য। জনগণের প্রয়োজনকে তারা থোড়াই কেয়ার করে। সরকারের নীতির বিরোধিতা করে জনসমর্থনের আশায়। জনগণের জোটে সামিল হলে তাদের দলগত লাভ কতটুকু সেই হিসাবকেই তারা অগ্রাধিকার দেয়। জনগণের জোট তখনই গড়ে ওঠে যখন একটা শক্তিশালী বিকল্পের অস্তিত্ব থাকে। যে যেখানে শক্তিশালী সেখানে তাকে ভোট দিয়ে জনগণ জেতাবে বিকল্প জোট ছাড়া- এ ধারণা বিরোধী জোট ছাড়া তৃণমূল সরকারকে উৎখাত করা সম্ভব নয়।

পঞ্চায়েত ভোটের মুখে 'হাত' বাড়ানোর কর্মী সংকট

দেবাশিস রায়

কোণঠাসা 'হাত'। দেশজুড়ে লাগাতার জনসমর্থন হারিয়ে বর্তমানে কঠিন পরিস্থিতির শিকার জাতীয় কংগ্রেস।শতাধিক বর্ষ প্রাচীন এই রাজনৈতিক দলের পশ্চিমবঙ্গে এমনই করুণ অবস্থা যে পাড়ায় পাড়ায় সাধারণ মানুষের দিকে 'হাত' বাড়ানোর কর্মীর বড়ই অভাব। নিদেনপক্ষে কংগ্রেসের প্রতীক 'হাত' চিহ্নটাকেও চেনানোর কর্মী পর্যন্ত নেই। এমতাবস্থায় কংগ্রেসের নিয়মিত জনসংযোগের প্রসঙ্গটা উঠলেই মানুষ কার্যত আগ্রহও হারিয়ে ফেলছে। তুলনায় 'শূন্য' পাওয়া সিপিএমকে নিয়ে মানুষ অনেক বেশি চর্চায় মশগুল।এমনতর প্রতিকূল পরিস্থিতির মধ্যেও অবশ্য জাতীয় কংগ্রেসের শীর্ষ নেতৃত্ব কোনওরকম হতাশাকে প্রশ্রয় দিতে নারাজ। কংগ্রেস নেতৃত্ব পুনরায় ঘুরে দাঁড়ানোর পক্ষেই অত্যন্ত আশাবাদী। আর সেই কারণেই নাকি জাতীয় কংগ্রেস এরাজ্যে দলীয় সংগঠনকে চাঙা করার উদ্যোগ নেওয়ার পাশাপাশি আসন্ন পঞ্চায়েত নির্বাচনে সর্বত্রই দলীয় প্রার্থী দেওয়ার জন্য প্রস্তুতি শুরু করে দিয়েছে। সর্বভারতীয় কংগ্রেসের সম্পাদক তথা পশ্চিমবঙ্গ এবং আন্দামান নিকোবর দ্বীপপুঞ্জের দলের দায়িত্বপ্রাপ্ত নেতা বি. পি. সিং সম্প্রতি আলিপুর বার্তা পত্রিকার এই প্রতিনিধিকে টেলিফোনে বলেন, পশ্চিমবঙ্গে কংগ্রেসকে শক্তিশালী করার জন্য সকলস্তরের নেতৃত্বের সঙ্গে আলোচনা করব।দলীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, শীর্ষ নেতৃত্ব পশ্চিমবঙ্গে কংগ্রেসের 'সুদিন' ফিরিয়ে আনতে একগুচ্ছ পরিকল্পনা হাতে নিয়েছে। এই পরিকল্পনার অন্যতম অংশ হল দলের মধ্যে গোষ্ঠীকোন্দলকে অনতিবিলম্বে মিটিয়ে ফেলা। দল পরিচালনার ক্ষেত্রে নানা কারণে

প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি তথা বহরমপুর লোকসভার সংসদ সদস্য অধীররঞ্জন চৌধুরির সঙ্গে বিভিন্ন জেলা শীর্ষ নেতৃত্বের মধ্যে তৈরি হওয়া দূরত্ব এবং মনোমালিন্য দূর করে কংগ্রেসকে কীভাবে ফের মানুষের কাছে নিয়ে যাওয়া যায় তার পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনাকে গুরুত্ব দেওয়া। একইসঙ্গে জাতীয় কংগ্রেসের নীতি ও আদর্শের নিরিখে এরাজ্যের প্রতিটি কোণা থেকে তরুণ প্রজন্মের প্রতিনিধিকে তুলে আনার জন্য শীর্ষ নেতৃত্ব আরও বেশি গুরুত্ব দিয়েছে। এরাজ্যে প্রবল দোর্দণ্ডপ্রতাপশালী শাসকদল তৃণমূল কংগ্রেস এবং প্রধান বিরোধীদল বিজেপির সামগ্রিক শক্তির সঙ্গে অসম লড়াই করে কংগ্রেসের প্রত্যাশা এবং লক্ষ্য পূরণ হয় কিনা তা সময়ই বলবে।তবে, সর্বজন শ্রদ্ধেয় কংগ্রেস নেতা প্রয়াত মুখ্যমন্ত্রী তথা বাংলার রূপকার ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের এই রাজ্যে ফের একটা শক্ত ভিত তৈরি করে পশ্চিমবঙ্গের কোণায় কোণায় মানুষের কাছে গিয়ে ফের 'হাত' চিনিয়ে গুনকীর্তন করা যে মুখের কথা নয় সেটা কার্যত সকলেই বোঝে। রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে একাধিক সূত্র মারফত জানা গিয়েছে, প্রতিটি জেলা সদরে কংগ্রেসের সংগঠন রয়েছে। তবে, অধিকাংশ জায়গাতেই সংগঠনটি চলে খাতায়কলমে অর্থাৎ নামকাওয়াস্তে সংগঠন থাকায় সাধারণ মানুষের স্বার্থে উল্লেখযোগ্য রাজনৈতিক কর্মসূচি কার্যত রূপায়িত হয় না। আর তার নিচে মহকুমা, ব্লক, শহর কিংবা পঞ্চায়েত ভিত্তিক দলীয় সংগঠনের হালের খবরতো আরও খারাপ। বহু জায়গায় কংগ্রেস কার্যালয়টাই নেই। বুথে বুথে দলীয় কর্মীদেরও দেখা মিলছে না। ইন্দিরা গান্ধী, রাজীব গান্ধী, পিভি নরসিমা রাও, মনমোহন সিং প্রমুখের জমানায় জাতীয় কংগ্রেসের 'সুদিন' দেখেছিল যারা সেই তারাই দলটার ঘোরতর দুর্দিন দেখে যার পর নাই বিস্মিত। অবশ্য গোটা দেশে কংগ্রেসের পুনরুজ্জীবনের লক্ষ্যে দলটার সর্বভারতীয় সভাপতির পদেই পরিবর্তন ঘটানো হল। দীর্ঘ আড়াই দশক পর 'গান্ধী' পরিবারের বাইরে থেকে কাউকে এই পদে নিয়োগ করে কার্যত চমকে দিয়েছে জাতীয় কংগ্রেস। মল্লিকার্জুন খাড়্গেকে সর্বভারতীয় কংগ্রেস সভাপতি নির্বাচিত করার মধ্য দিয়ে সর্বস্তরে একটা 'বার্তা' ছড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টা হয়েছে। পূর্ব বর্ধমান জেলা কংগ্রেসের সভাপতি তথা গত বিধানসভা নির্বাচনে কাটোয়া কেন্দ্রের প্রার্থী প্রবীর গঙ্গোপাধ্যায় কোনওরকম রাখঢাক না করেই বলেন, সর্বত্র আমাদের দলের সাংগঠনিক দুর্বলতা যথেষ্টই রয়েছে। আমার জেলাতেও একই পরিস্থিতি। এজন্য প্রদেশ কংগ্রেস শীর্ষ নেতৃত্ব তাদের দায় এড়াতে পারে না। সাংগঠনিক নতুন জেলা কমিটি গঠন সহ বিভিন্ন প্রসঙ্গে প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতির সঙ্গে আমাদের দূরত্ব তৈরি হওয়ায় দলকে প্রতিনিয়ত সামগ্রিকভাবে ক্ষতির মুখে পড়তে হচ্ছে। ফলে নতুন করে সংগঠন বিস্তার করাটা কঠিন। এবিষয়ে আমি দলের শীর্ষ নেতৃত্বকে একাধিকবার জানিয়েছি। তবুও এই কঠিন পরিস্থিতির মধ্যেই আসন্ন পঞ্চায়েত নির্বাচনে সর্বত্র প্রার্থী দিতে বদ্ধপরিকর জাতীয় কংগ্রেস। পশ্চিমবঙ্গের মানুষ জাতীয় কংগ্রেসকে পুনরায় সুযোগ দেবে বলে দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করেন দলের একাধিক জেলা নেতৃত্ব।

দেশ দেশান্তরে

সম্পর্কের ৭৫ বছর

প্রণব গুহ

ভারত রাশিয়ার কূটনৈতিক সম্পর্ক ৭৫ বছরে পড়ল। নয়া দিল্লিতে এক অনুষ্ঠানে রাশিয়ার রাষ্ট্রদূত ডেনিস আলিপভ বলেন, 'দোস্তি সে জায়াদা কুছ নেহি হোতা'। বলার অপেক্ষা রাখে না এই দোস্তি ইদানিং আরও ঘনিষ্ঠ হয়েছে। সম্ভবত ইউক্রেন রাশিয়া যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর রাশিয়া যখন প্রায় একঘরে তখন ভারত ধারাবাহিকভাবে নিজেদের সমতা বজায় রেখে দাঁড়িয়েছে রাশিয়ার পাশে। ফলে মাঝখানে কিছুটা শীতল হয়ে যাওয়া সম্পর্ক ফের উষ্ণতা লাভ করেছে আন্তর্জাতিক কূটনৈতিক মহলে। ফলে রাশিয়া এখন ভারতের প্রতি চিরকালীন মনোভাব ফের ব্যক্ত করতে শুরু করেছে। কয়েকদিন আগে তেলেঙ্গানার হায়দরাবাদে এক আলোচনা সভায় রাশিয়ার রাষ্ট্রায়ত্ত পরমাণু সংস্থা রোসেটম কর্পোরেশনের জ্বালানি সংক্রান্ত টিভিইএল শাখার সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট আলেকজান্ডার উগরিউমভ ইঙ্গিত দিয়েছেন, ভারতকে উন্নত পরমাণু জ্বালানি এবং প্রযুক্তি সরবরাহ করতে চান রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট পুতিন। বর্তমানে তামিলনাড়ুর কুড়নকুলনে রাশিয়ার সহযোগিতায় চালু রয়েছে দুটি পরমাণু চুল্লি। আরও চারটি পরমাণু বিদ্যুৎ চুল্লি তৈরি হচ্ছে পুতিন সরকারের সাহায্যে। এই সব বিদ্যুৎ উৎপাদনকারী পরমাণু চুল্লিগুলির জন্য নিরবিচ্ছিন্নভাবে উন্নততর জ্বালানি এবং প্রযুক্তি সরবরাহের প্রস্তাব এলো মস্কোর তরফে। ইউক্রেন যুদ্ধের আবহে পশ্চিমী দুনিয়ার চাপ মোকাবিলা করে ভারত রাশিয়া থেকে অশোধিত তেল কেনা এবং রাশিয়ার বিরুদ্ধে ওঠা নিন্দা প্রস্তাবে ধারাবাহিকভাবে ভোট না দেওয়ার সিদ্ধান্তের পুরস্কার হিসাবেই এই প্রস্তাব বলে মনে করছে কূটনৈতিক মহল। গত বছর পর্যন্ত রাশিয়া ভারতকে ইউটিভিএস পরমাণু জ্বালানি সরবরাহ করতো। চলতি বছরের গোড়া থেকে উন্নততর টিভিএস–২এম জ্বালানি সরবরাহ শুরু করেছে রাশিয়া।

মোদী জয়শংকর জুটি ভারতের কূটনীতিকে কতটা কার্যকর করে তুলেছে তার প্রমাণ মস্কোর এই প্রস্তাব। আসলে বিশ্বের বড় বড় দেশগুলোর বিরোধিতাকে

উপেক্ষা করে রাশিয়া থেকে ভারত কম দামে তেল কিনে এক ঢিলে দুই পাখি মেরেছে। একদিকে রাশিয়ার সঙ্গে দীর্ঘ সম্পর্ক ফের ঘষে মেজে চকচকে করেছে অন্যদিকে ওপেগ গোষ্ঠীভুক্ত দেশগুলোর বাড়াবাড়ি জবাব দিয়েছে। ওপেগ গোষ্ঠীভুক্ত তেল সরবরাহকারী ১১টি দেশ থেকে তেল আমদানি করতো ভারত এমনকী এক সময় ভারত মোট প্রয়োজনের ৮৫ শতাংশ পেট্রোলিয়াম আমদানি করতো সৌদি আরব থেকে। অন্ধের মতো নির্ভর করতো সৌদি আরবের ওপর। কিন্তু মোটা মুনাফার লোভে ভারতকে ব্ল্যাক মেল করতে ছাড়ে নি এরা। বহুবার দাম বাড়িয়ে বিপদে ফেলেছে ভারতের বাজারকে। নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিস পত্রের মূল্য বৃদ্ধির ছ্যাঁকা খেয়েছে সাধারণ ভারতবাসী। মূলত এই সমস্যার সমাধান খুঁজতেই আমেরিকার মতো বৃহৎ শক্তির নিষেধাজ্ঞা উপেক্ষা করে রাশিয়ার থেকে পেট্রোলিয়ম নেতার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল ভারত।

তবে যুদ্ধ চিরকাল থাকবে না। পরিস্থিতি বদলাবে তাই মধ্য এশিয়ার দাদাগিরির জবাব দিতে মোদী সরকার ওপেগ ধাচের একটি সংগঠন তৈরি করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। তবে এই পরিকল্পনার ভিত্তি পেট্রোলিয়াম নয়, বায়ো ফুয়েল। কার্বন নিঃসরণ কমিয়ে পরিবেশকে দূষণ মুক্ত রাখার জন্য সারা বিশ্বে পেট্রোলিয়ামের বিকল্প খোঁজা অনেকদিন ধরেই শুরু হয়েছে। বায়ো ফুয়েলই পেট্রোলিয়ামের ভবিষ্যৎ বিকল্প। মোদীসরকার আসার পর ভারত বায়োফুয়েল উৎপাদনে অনেকটা উন্নতি করেছে। যে কারণে আগামী বছর সেপ্টেম্বরে নরেন্দ্র মোদীর সভাপতিত্বে ভারতে অনুষ্ঠিতব্য জি–২০ সামিটে অন্যতম প্রধান আলোচনার বিষয় হতে চলেছে বায়োফুয়েল। উল্লেখ্য, আমেরিকা, ব্রাজিল, আর্জেন্টিনা, ইন্দোনেশিয়া ও চিন বায়োফুয়েল উৎপাদনে যথেষ্ট সক্ষম। আবার এরা জি–২০ গোষ্ঠীর সদস্য। সুতরাং বোঝাই যাচ্ছে বায়োফুয়েল উৎপাদনে স্বনির্ভর হলে শুধু যে পরিবেশ দূষণ কম হবে তাই নয় পেট্রোল ডিজেলের ওপর নির্ভরতা কমবে। কমবে ওপেগ গোষ্ঠীভুক্ত দেশগুলির দাদাগিরি।

কূটনৈতিক মহলের মতে সত্যি সত্যি পৃথিবীর বৃহৎ রাষ্ট্রগুলো বায়োফুয়েল নিয়ে সিরিয়াস হলে পৃথিবীর ভূ রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটটাই বদলে যেতে পারে। তেল নিয়ে সারা পৃথিবীর কামড়াকামড়ি যদি বন্ধ হয়ে যায় তাহলে রাজনৈতিক পরিস্থিতিতেও অনেক বদল আসবে। বিশ্বে অনেক দেশ আছে যারা শুধুমাত্র তেলের বিনিময়ে সারা পৃথিবীতে রাজ করতে চায়। তেল দখলে হানাহানি খেয়োখেয়ি ছোট খাটো যুদ্ধ লেগেই রয়েছে বিকল্প জ্বালানি হিসাবে যদি বায়োফুয়েল দাঁড়িয়ে যায় তাহলে সে সবও বন্ধ হয়ে যাবে। ভারত কিন্তু এ ব্যাপারে অগ্রণী ভূমিকা নিতে পারে। শুধু লক্ষ্য নয় ভারত ইতিমধ্যেই পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে চলতি বছরের জুনেই বায়োফুয়েলের অন্যতম প্রধান উপাদান ইথানল ১০ শতাংশ করে পেট্রোলে মেশানোর লক্ষ্যমাত্রা পূর্ণ করেছে। বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকারের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ২০২৫–২৬ সালের মধ্যে পেট্রোলে মেশানো হবে ২০ শতাংশ ইথানল। বোঝাই যাচ্ছে ভারত পেট্রোল ডিজেলের ওপর নির্ভরতা কমাতে শুরু করেছে। শুধু চাই বিশ্বের অন্য দেশগুলোর সহযোগিতা।

পাঠকের কলমে

শুধু কার্তিক কেন, চাই লক্ষ্মী সরস্বতীও

সন্তান কামনায় কার্তিকের সঙ্গে লক্ষ্মী, সরস্বতীও চাই। পুত্র সন্তান কামনায় কার্তিক পুজো করলে নাকি কোনও দম্পতিকে নিরাশ হতে হয় না। এমনই বিশ্বাসের ওপর ভর করে বঙ্গদেশের হিন্দু সমাজের ধার্মিকদের ঘরে ঘরে যুগ যুগ ধরে কার্তিক পুজো হয়ে আসছে। ৩০ আশ্বিন দেবী দুর্গার সেই পুত্রের পুজো এলেই পাড়ার ছেলে– ছোকরাদের মধ্যে এবাড়ি সেবাড়ি নবদম্পতির দোরগোড়ায় দেবসেনাপতির মূর্তি ফেলার তোড়জোড় শুরু হয়ে যায়। এতে উদ্যোক্তাদের দ্বিগুন স্বার্থসিদ্ধি হয়। প্রথমত, পাড়ার নবদম্পতিকে কার্তিক পুজোয় উসাহিত করা এবং দ্বিতীয়ত, ক্ষণিকের জন্য একটা নির্ভেজাল আনন্দের মধ্য দিয়ে দাবিমতো নিজেদের উদরপূর্তির জন্য নবদম্পতির কাছে কিছু আবদার করা। তা' না হয় বেশ হল। কিন্তু, শুধুমাত্র পুত্র সন্তান কামনায় কার্তিক পুজো কেন হবে? ঘরে ঘরে কন্যা সন্তান কামনা করলে দোষের কোথায়? তাই সন্তান লাভের আশায় যদি ধর্মীয় রীতি কিংবা সংস্কার আঁকড়ে ধরে থাকতেই হয় তাহলে কার্তিকের সঙ্গে লক্ষ্মী কিংবা সরস্বতী দেবী মূর্তিরও পুজো করা হোক। বর্তমান সমাজব্যবস্থায় নারী ও পুরুষের সমান অধিকারই শুধু নয় সভ্যতাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে নারী ও পুরুষ সমানতালে দায়িত্ব নিতেও সক্ষম। আমাদের মহান দেশের কন্যা দ্রৌপদী মুর্মু। তিনি রাষ্ট্রপতি পদ অলংকৃত করার মধ্য দিয়ে বিশ্বের দরবারে ভারতবর্ষের মুখ উজ্জ্বল করেছেন। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দোপাধ্যায় পশ্চিমবঙ্গের প্রতিনিধিত্ব করছেন। দেশের বিভিন্ন ক্ষেত্রে এমন উদাহরণ আরও রয়েছে। সারা বিশ্বের কথা না হয় বাদই দিলাম। তাই শুধু পুত্র সন্তান নিয়ে মাতামাতি না করে কন্যা সন্তানকেও গুরুত্ব দিতে হবে। কার্তিকের মতো সন্তান যদি কোনও পরিবারের কাছে সম্পদ হয় তাহলে রূপে 'লক্ষ্মী' কিংবা গুনে 'সরস্বতী' প্রসঙ্গও যে উঠে আসে।

মৌসুমী ভৌমিক
পারুলিয়া, পূর্ব বর্ধমান

আপনারাও চিঠি পাঠান আমাদের দফতরে। পাঠাতে পারেন ইমেলে, ফেসবুক ম্যাসেঞ্জারে বা হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরে।

সমস্ত বক্তব্য পাঠকের নিজের, এতে সম্পাদক বা কর্তৃপক্ষ দায়ী নয়।

ফরওয়ার্ড ব্লকের পঃ মেদিনীপুর সম্মেলন

নিজস্ব প্রতিনিধি : কোম্পানী হাঁটাও, দেশ বাঁচাও -এই দাবিতে সারা ভারত ফর ওয়ার্ড ব্লক পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার ১০ম সম্মেলন অনুষ্ঠিত হল লোধাস্মৃতি ভবনে। দলীয় পতাকা উত্তোলন এবং শহীদ বেদীতে মালা দিয়ে সম্মেলনের সূচনা হয়। এরপর স্লোগান সহকারে এক সুসজ্জিত মিছিল শহর পরিক্রমা করে।

সম্মেলনে খড়গপুর-১, খড়গপুর-২, দাঁতন-১, দাঁতন-২, গড়বেতা-২, গড়বেতা-৩, ঘাটাল, সবঙ্গ, ডেবরা ও মেদিনীপুর সদর লোক্যাল কমিটি থেকে ১০০জন প্রতিনিধি অংশগ্রহন করেন। গঙ্গাধর মাহাতো, দিলীপ নায়ক, শেখ আনোয়ার রেজা ও ললিত ঝাঁকে নিয়ে গঠিত সভাপতিমণ্ডলী সম্মেলনের কাজ পরিচালনা করে। সম্মেলনের উদ্বোধন করেন পার্টির রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর অন্যতম সদস্য তথা ওন্দা বিধান সভার প্রাক্তন বিধায়ক তারাপদ চক্রবর্তী। সম্মেলনে বক্তব্য রাখেন রাজ্য কমিটির সদস্য ফরিদ মোল্লা ও কিষান সভার রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য শ্যামাপদ ডাক্তা। ১০ জন প্রতিনিধি সম্পাদকীয় প্রতিবেদনের উপর আলোচনা করেন। সম্মেলনে সর্বসম্মতিক্রমে দিলীপ নায়ক কে সভাপতি, আনোয়ার রেজা, গোলোক মাহাতো ও ললিত ঝাঁ কে সহ-সভাপতি, সুনীল মন্ডলকে কোষাধ্যক্ষ ও সুকুমার সিং কে সাধারন সম্পাদক করে মোট ১১ জনের সম্পাদকমণ্ডলীসহ মোট ২৫ জনের জেলা কমিটি গঠন করা হয়। সম্মেলনের শেষে নবগঠিত জেলা কমিটি ঐক্যবদ্ধভাবে আন্দোলন করার স্বপথগ্রহন করে।

জনসংযোগে প্রতিশ্রুতির বন্যা

নিজস্ব প্রতিনিধি : দক্ষিণ ২৪ পরগনা ক্যানিং মহকুমার অধীনে ইটখোলা গ্রাম পঞ্চায়েতে চলছে জনসংযোগ। নেতৃত্ব দিচ্ছেন ইটখোলা গ্রাম পঞ্চায়েতের উপ প্রধান খতিব সরদার। সঙ্গে আছেন সমস্ত সদস্য সদস্যা ও গ্রামের মানুষজনেরা। প্রতিটি দুয়ারে গিয়ে গ্রামের মানুষের সুখ দুঃখের কথা ও অভিযোগের কথা শুনছেন। অঞ্চল প্রধান সুতপা নস্কর বলেন আমরা অনেক কাজ করেছি। যদি তার মধ্যে কিছু কাজ বাদ পড়ে যায় সামনে ভোট পরে আমরা সব ঠিক করে দেব। উনি আরও বলেন গ্রামের মা বোনেরা লক্ষীর ভান্ডার থেকে বাদ না পড়ে। উপ প্রধান খতিব সরদার বলেন আমরা মানুষের সুখ দুঃখের পাশে আছি থাকবো। বর্তমানে যেখানে জলের অভাব আমরা পাইপ লাইনের সাহায্যে আমরা জল পৌঁছে দেবো। যেখানে রাস্তার সমস্যা খুব তাড়াতাড়ি আমরা মেরামত করে দেব। যারা বিধবা ভাতা ও বার্ধক্য ভাতা কৃষি পেনশন আওতায় আসতে পারেননি তারা যেন খুব তাড়াতাড়ি দুয়ারে সরকারের ফর্ম ফিলাপ করে নেয় সেই বার্তাই দেওয়া হচ্ছে শিবিরে।

আমরা পুরো নভেম্বর মাস মানুষের দুয়ারে দুয়ারে ঘুরবো, আমরা সুখ দুঃখের কথা শুনবো, কারোর অভিযোগ থাকলে আমরা সেই সমস্যার সমাধান করে দেব।

মনোজ উপাধ্যায় স্মরণে

নিজস্ব প্রতিনিধি : ভদ্রেশ্বর পৌরসভার প্রয়াত চেয়ারম্যান মনোজ উপাধ্যায় স্মরণে সোমবার ২৯ নভেম্বর ভদ্রেশ্বর গেট বাজারে জয় ভারত সংঘের উদ্যোগে পঞ্চম বার্ষিক স্বেচ্ছায় রক্তদান ও স্বাস্থ্য শিবির ক্লাব প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত হয়। কলকাতার পিয়ারলেস হাসপাতাল রক্ত সংগ্রহ করতে আসে। উল্লেখ্য, ২০১৭ সালে ২১ নভেম্বর রাত্রে মনোজকে দুষ্কৃতীরা গুলিবিদ্ধ করে হত্যা করে। তারই পরিপ্রেক্ষিতে এই কর্মসূচি যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ ভাবে অনুষ্ঠিত হয়। এদিন প্রচুর মানুষজন ভিড় জমান হেল্থ চেক আপের জন্য। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বর্তমান পুরপ্রধান প্রলয় চক্রবর্তী সহ রমেশ দুবে (চিন্টু), শিউদয়াল রায়, কাউন্সিলার অঞ্জু রায়, কাউন্সিলার রাজু তাঁতি, শাকিল এহমত প্রমুখরা।

সুস্থায়ী জৈব চাষ পদ্ধতি

নিজস্ব প্রতিনিধি : সুস্থায়ী জৈব চাষ পদ্ধতির প্রচলন ও পরিবেশ সুরক্ষার মাধ্যমে কৃষকদের উপাদন বৃদ্ধি ও ভবিষ্যত সুস্থ জীবন নির্ধারণ বিষয়ক এক সচেতনতা শিবির অনুষ্ঠিত হল বাসন্তীর জয়গোপালপুরে।রবিবার দুপুরে প্রদীপ প্রজ্জ্বলনের মধ্যদিয়ে অনুষ্ঠানের সূচনা করেন রাজ্য কারিগরি বৃত্তিমূলক শিক্ষা এবং দক্ষতা উন্নয়ণ সংসদের চেয়ার পার্সন পূর্ণেন্দু বসু। উপস্থিত ছিলেন আই জি এফ এর চেয়ারম্যান (ডেনমার্ক) গণেশ সেনগুপ্ত,বাসন্তীর বিধায়ক শ্যামল মন্ডল,পশ্চিমবঙ্গ জীব বৈচিত্র পর্ষদের চেয়ারম্যান হিমাদ্রিশেখর দেবনাথ,বিশিষ্ট বৈজ্ঞানিক গবেষক তথা কলকাতা বিশ্ব বিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডঃ কৃষ্ণেন্দু আচার্য,বাসন্তী ব্লক জীব বৈচিত্র ব্যবস্থাপনা কমিটির সভাপতি প্রভুদান হালদার,বিশিষ্ট সমাজসেবী আকবর সেখ সহ অন্যান্য বিশিষ্টরা।

উল্লেখ্য সুন্দরবনের প্রধান জীবিকার সাথে কৃষিকাজ,মাছ চাষ,পশু পালন ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে রয়েছে। সেক্ষেত্রে দিনের পর দিন মাটির উর্বরতা হ্রাস পাচ্ছে,কৃষিকাজের খরচ বাড়ছে।পাশাপাশি পরিবেশ ও প্রকৃতির উপর কু-প্রভাব নিত্যদিন বৃদ্ধি পাচ্ছে।সেই সমস্ত সমস্যা সমাধান এবং কৃষকদের স্বার্থে বাসন্তীর জয়গোপালপুর গ্রাম বিকাশ কেন্দ্র এগিয়ে এসেছে। পাশাপাশি কৃষকদের বৃহত্তর স্বার্থে হাত বাড়িয়ে দিয়েছে সুদূর ডেনমার্কের স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা আই জি এফ, কলকাতা বিশ্ব বিদ্যালয় ও ওয়েস্ট বেঙ্গল বায়োডাইভার্সিটি বোর্ড। উদ্দেশ্য সুন্দরবনের প্রান্তিক কৃষকদের স্বার্থে মাটির উর্বরতা বৃদ্ধি করা, জীব বৈচিত্র রক্ষা করা,সুস্থায়ী কৃষি পদ্ধতির প্রয়োগ ও প্রসারিত হয় সেই লক্ষে কাজ করা।উল্লেখ্য ইতিমধ্যে প্রায় ৮০০ কৃষক পরিবারের সঙ্গে সুস্থায়ী কৃষি বিকাশ কর্মসূচী শুরু হয়েছে। এদিন অনুষ্ঠানে উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনার প্রায় ৫০০ কৃষক উপস্থিত ছিলেন এবং তাঁদের উৎপাদিত ফসল প্রদর্শনী করা হয়।

'ডিসেম্বরেই রাজ্যের সব থেকে বড় চোর ধরা পড়বে' : শুভেন্দু

নিজস্ব প্রতিনিধি : বেশ কিছুদিন ধরেই বিরোধী বিজেপি দলের বিরোধী দল নেতা শুভেন্দু অধিকারীসহ একাধিক নেতা, বিধায়ক সাংসদ দাবি করছেন ডিসেম্বরের মধ্যেই শাসক তৃণমূল দল ছত্রখান হয়ে যাবে। সম্প্রতি বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী কারো নাম না করে দাবি করেছেন ডিসেম্বরেই রাজ্যের সব থেকে বড় চোর ধরা পড়বে। এই নিয়ে শুরু হয়েছে রাজনৈতিক চাপান উতোর। সবাইয়ের কৌতূহল কে সবচেয়ে বড় চোর? মেয়র ফিহাদ হাকিম বলেছেন, সাহস থাকলে উনি নাম বলুন।

এরই মধ্যে বীরভূমের দোর্দণ্ডপ্রতাপ কেষ্ট ইডির জালে ক্রমশ জড়িয়ে যাচ্ছেন। লটারি সহ নানা অবৈধ কাণ্ডে যেভাবে কেষ্ট ক্রমাগত জড়িয়ে যাচ্ছেন, ততে কবে তার তিহার জেল যাত্রা শুধু সময়ের অপেক্ষা। সিবিআই গোরু পাচার মামলার জাল দ্রুত গোটাতে চাইছে। অন্যদিকে শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় যেসব মহারথীরা জেল হেফাজতে আছেন তাদেরও দিন দিন মুক্তি না পাওয়ার মেয়াদ বৃদ্ধি হচ্ছে। রাস্তায় বঞ্চিত শিক্ষক শিক্ষিকাদের হাহাকার-আন্দোলন দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। তার সঙ্গে ডিএ না পওয়া সরকারী কর্মীদের আন্দোলন রাজ্য সরকারকে ব্যাকফুটে ফেলেছে। বিভিন্ন মামলা লড়তে লড়তে রাজ্য সরকারের কোষাগার খালি হচ্ছে। অর্থনৈতিক সংকটে ক্রমশঃই হাঁসফাঁস করছে রাজ্য সরকার। আবাস যোজনায় কেন্দ্র সরকার কড়া শর্তে টাকা দিতে রাজী হলেও কবে তা বাস্তবায়িত হবে সেটাই দেখার। দীর্ঘদিন ধরে একশ দিনের কাজে রাজ্যের মানুষ টাকা পাচ্ছেন না। রাজ্য সরকার তার জন্য কেন্দ্র সরকারকে দোষারোপ করছে। সম্প্রতি তার জবাব দেবার জন্য বিজেপি নেতা অভিনেতা মিঠুন চক্রবর্তীকে মাঠে নামিয়েছে। সম্প্রতি পুরুলিয়া ও বাঁকুড়ায় বিজেপি কর্মী সভায় একশ দিনের কাজের টাকা না পাওয়া, আবাস যোজনায় ঘর না পাওয়া মানুষদের প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে তিনি বলেন, কেন্দ্র সরকার সব প্রকল্পে টাকা পাঠায়, কিন্তু রাজ্য সরকার হিসাব না দিলে কি করে টাকা পাঠাবে। তিনি বলেন, এ রাজ্যে পুকুরের মধ্যে পুকুর কাটা হচ্ছে।

আবার শুভেন্দু অধিকারির ডেড লাইন ডিসেম্বর প্রসঙ্গে তৃণমূলের মুখপাত্র কুনাল ঘোষ হুঙ্কার ছেড়েছেন। তিনি বলেছেন, ডিসেম্বরেই শুভেন্দু খেলা শুরু হবে। আগামী ৩ ডিসেম্বর কাঁথিতে সভা করতে আসবেন অভিষেক ব্যানার্জী। কুনাল ঘোষ এই প্রসঙ্গে বলেন, অভিষেকের সভার পর শুভেন্দুকে আর খুঁজে পাওয়া যাবে না। পাল্টা দিয়েছেন শুভেন্দুও। তিনি বলেছেন, ১ তারিখ খেজুরি থানার সামনে আসব, বুঝিয়ে দেব শুভেন্দু অধিকারী কে। এখন টান টান উত্তেজনায় দেখতে হবে আগত ডিসেম্বরে কী হয়।

আবারও বাঘ দর্শন, পর্যটনে আশার আলো

নিজস্ব প্রতিনিধি : সুন্দরবনে প্রতিনিয়ত বড়ে মিঞার দর্শন পাচ্ছেন ভ্রমণ পিপাসু পর্যটকরা। শীত পড়তেই এবারও তার অন্যথা হয়নি।বুধবার বিকালে সুন্দরবনের দোর্বাকি জঙ্গল সংলগ্ন পঞ্চমুখানি এলাকায় আবারও পর্যটকদের দর্শন দিলো বড়ে মিঞা।জানাগিয়েছে এম বি আফিয়ান নামে একটি টুরিস্ট লঞ্চে ২০ জনের একটি পর্যটকের দল কলকাতা থেকে মঙ্গলবার সুন্দরবন ভ্রমণের জন্য রওনা দিয়েছিলো। বুধবার বিকালে দক্ষিণরায় কে দেখতে পেয়ে আবেগে উচ্ছাসিত হয়ে পড়েন তারা। পাশাপাশি ক্যামেরা বন্দিও করেন বড়ে মিঞাকে। উল্লেখ্য সুন্দরবনে যে বাঘের সংখ্যা বেড়েছে,বারবার দর্শন তার প্রমাণ বলে দাবী বনদফতরের। ক্যানিংয়ের ট্যুর অপারেটর মোহনা ট্যুর এন্ড ট্রাভেলসের আধিকারীক বাপ্পাদিত্য রায় বলেন সুন্দরবনে এখন প্রায়ই প্রতিদিনই বাঘের দেখা মিলছে। এটা একটা দারুন খবর। দীর্ঘ লকডাউন এর ফলে সুন্দরবন পর্যটন ব্যবসা প্রায় শেষ হতে বসেছিল।বর্তমানে অতি সংখ্যক বাঘের দর্শন পাওয়ায় চলতি বছর সুন্দরবনে পর্যটক আনাগোনা অত্যধিক হারে বেড়েছে। ফলে পর্যটন ব্যবসায় আশার আলো দেখা যাচ্ছে।

হবে ১২ ফুট রাস্তা

প্রথম পাতার পর

কারণ সাংসদ প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন ২০২৪ সালের মার্চ মাসের আগেই প্রতিটি ঘরে ঘরে পানীয় জল পৌঁছে যাবার কথা। গত বুধবার বজবজ-২ নম্বর ব্লকে জেলা শাসক সুমিত গুপ্তা জল প্রকল্পের বিস্তারিত জানতে বিশেষ একটি সভা করেন। সেই সভায় সাতগাছিয়ার বিধায়ক মোহন চন্দ্র নস্কর, বজবজের বিধায়ক অশোক দেব, অতিরিক্ত জেলা শাসক শঙ্খ সাঁতরা, মহকুমা শাসক প্রসেনজিৎ ঘোষ সহ জনস্বাস্থ্য কারিগরী দপ্তরের উর্দ্ধতন আধিকারিকরা উপস্থিত ছিলেন। জেলা পরিষদ পঞ্চায়েত সমিতি ও পঞ্চায়েতের প্রতিনিধিসহ মোট ২০০ জন উপস্থিত ছিলেন। সভা থেকে জানা যায় বজবজ-২ নম্বর ব্লকে ৬টি বজবজ-১এ একটি এবং বিষ্ণুপুর-২এ ৯টি নতুন ওভারহেড রিজার্ভার তৈরি হবে। এছাড়া আরো ২৬টি পুরোনো রিজার্ভার সংস্কার হবে। বৈঠকে জেলাশাসক সুমিত গুপ্তা বলেন, নতুন রিজার্ভারের নক্সা খড়গপুর আই আই টির কাছে পাঠানো হয়েছে।

নতুন পাইপ বসানোর জন্য পাইপও এসে গেছে। আগের প্রস্তাবিত ডোঙাড়িয়া থেকে নোদাখালী নতুন রাস্তা পর্যন্ত পিচ রাস্তার ব্ল্যাক টপ থেকে ১৮ ফুট নেওয়ার কথা ছিল, এখন তা পরিবর্তন করে ১২ ফুট করা হয়েছে। এছাড়া রানিয়া কুচাগাদি হয়ে বড় কাছারীর গেট পর্যন্ত ১৬ ফুটের পরিবর্তে ১২ ফুট নেওয়া হবে। বাওয়ালীর দিকে ৮ ফুট রাস্তা নেওয়া হবে। জেলাশাসক জানিয়েছেন ১৫ দিন পর আবার এই বিষয়ে পর্যালোচনা হবে। এই প্রসঙ্গে জেলা পরিষদের সদস্য সেখ বাপী বলেন, দেখুন আমরা কারো ক্ষতি করে উন্নয়ন চাই না। তাই বাস্তুকার ও সরকারী আধিকারিকরা সমগ্র বিষয়টি খতিয়ে দেখে প্রস্তাবিত ১৮ ফুট রাস্তা নেওয়ার পরিবর্তে ১২ফুট করেছেন। আশা করি ব্যবসায়িক মহল এবার সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেবেন। বজবজ-২ পঞ্চায়েত সমিতির সহকারী সভাপতি বুচান ব্যানার্জী, খুব শীঘ্রই ব্যবসায়ী, জনস্বাস্থ্য দপ্তর ও মহকুমা শাসককে নিয়ে সভা হবে। পানীয়জলের সমস্যা সমাধান আমাদের করতেই হবে। কারণ এটা সাংসদ অভিষেক ব্যানার্জীর অঙ্গীকার। এই প্রসঙ্গে বিভিন্ন ব্যবসায়ী কমিটির মন্তব্য জানার চেষ্টা করলেও এখনি তারা কোনো মন্তব্য করতে চাননি। সূত্রের খবর নানা দাবীতে আগামী ২৯ নভেম্বর সিপিএম দল বজবজ-২ নম্বর ব্লকে ডেপুটেশন দেবে, সেখানে পাইপলাইন বসানোর বিষয়টিও থাকতে পারে।

চৌরঙ্গী প্রাথমিকে বিশ্ব শৌচাগার দিবস

নিজস্ব প্রতিনিধি : প্রতি বছর ১৯ নভেম্বরকে বিশ্ব 'শৌচাগার দিবস' হিসেবে পালন করা হয়। জাতিসংঘের পরিসংখ্যান অনুযায়ী, বিশ্বের ৭ বিলিয়ন মানুষের মধ্যে ৬ বিলিয়ন মানুষের মোবাইল ফোন আছে। কিন্তু ২.৫ বিলিয়ন লোক শৌচাগার ব্যবহার করতে পারে না। ১.১ বিলিয়ন মানুষ বাধ্য হয়ে প্রকাশ্য স্থানে মল বা মূত্রত্যাগ করে। তা গণস্বাস্থ্যের জন্য খুব ভয়াবহ একটি হুমকি। বিশ্বে প্রতি বছর ৭.৬ লাখ ৫ বছরের কম বয়সের শিশু ডায়ারিয়ার কারণে প্রাণ হারায়। যদি বিশুদ্ধ জল ও মৌলিক স্বাস্থ্যের অবকাঠামোগত সুযোগ সুবিধা পায়, তাহলে এ প্রাণহানি নিশ্চয়ই এড়ানো সম্ভব। ১৯৯৬ সালে সিংগাপুরের প্রধানমন্ত্রী গো চোক টং একটি প্রস্তাব দেন, যাতে গণশৌচাগারের পরিস্কার পরিচ্ছন্নতাকে মানদন্ড হিসেবে বিবেচনা করে দেশের গণজীবনের অগ্রগতি নির্ধারণ করার কথা বলা হয়। এরপর সিংগাপুরের একজন শিল্পপতি ২০০১ সালের ১৯ নভেম্বরে বিশ্ব শৌচাগার সংস্থা নামে এই বেসরকারি সংস্থার প্রতিষ্ঠা করেন এবং ১৯ নভেম্বরকে বিশ্ব শৌচাগার দিবস হিসেবে নির্ধারণ করেন। ১২ বছরের অক্লান্ত পরিশ্রমের পর এ সংস্থায় এখন বিশ্বের ৮৬টি দেশের ৫৩৪টি সংস্থা সদস্য হিসেবে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। এ সকল শাখা সংস্থার নিরলস প্রচেষ্টায় বর্তমানে বিশ্বের ৩.৩ বিলিয়ন মানুষের গণস্বাস্থ্য বিষয়ক সচেতনার উন্নয়ন করা সম্ভব হয়েছে। জাতিসংঘের এ বিষয়ক প্রস্তাব গৃহীত হওয়া থেকে সহজেই বোঝা যায় যে, গণস্বাস্থ্য সংস্থা কত গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়।

বিশ্ব শৌচাগার দিবস নামে আনুষ্ঠানিকভাবে জাতিসংঘের একটি স্মরণীয় দিন হিসেবে নির্ধারণ করা হয়েছে।আজ ১৯শে নভেম্বর, বিশ্ব শৌচাগার দিবসে বিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত শিক্ষক তাপস মণ্ডল বলেন শৌচাগার ব্যবহার করুন, পুরো পরিবার সুরক্ষিত থাকুন। মাঠে ঘাটে নয় আর,শুধু শৌচাগার ই করবো সবাই ব্যবহার। শৌচালয় ব্যবহার হারের ফলে ওব্যবহার করা স্বাস্থ্যের পক্ষে নিরাপদ আর পরিস্কার রাখাও সহজ। শিশুদের মল ও শৌচাগারে ফেলুন। শৌচালয় ব্যবহার করলে সাপখোপ ও পোকামাক। থেকে নিরাপদে থাকুন। শৌচালয় মা-বোনেদের আব্রু রক্ষা করে। শৌচালয় ব্যবহার করর আগে এক মগ জল ঢেলে দিন। পায়ে চটি পরে শৌচালয় ব্যবহার করুন। ব্যবহারের পর সাবান দিয়ে ভালো করে হাত ধুয়ে দিন। পরিস্কার হাতে এক বালতি জল ঢেলেদিন শৌচাগার আবার ব্যবহারের জন্য। স্বাস্থ্য বিধান মান বো নির্মল বাং লা ও স্বচ্ছ ভারত গ।বো। বিশ্ব শৌচাগার দিবসে চৌরঙ্গী অবৈতনিক প্রাথমিক বিদ্যালয়ে অভিভাবকদের নিয়ে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। আলোচনার বিষয় ছিল সব ঘরেতে শৌচাগার করবো সবাই ব্যবহার। যত্র তত্র মলত্যাগ, করবো মোরা পরিত্যাগ।শৌচকার্যের পর হাত ধোয়ার অভ্যাস পরিস্কার ভাবে সাবান কিংবা হ্যাণ্ড ওয়াস দিতে নিয়মিত ভাবে।স্বচ্ছ ভারত গড়বো মোরা,এই করেছি পণ। যত্রতত্র মলমূত্র ত্যাগ করুন বর্জন। উন্মুক্ত শৌচবিহীন বাংলা তথা ভারত গড়তে আমাদের সকলকে আবশ্যিক ভাবে শৌচালয় ব্যবহার করতে হব। তবেই স্বচ্ছ ভারত ও নির্মল বাংলা গড়ার শপথ এবং স্বপ্ন আমাদের সার্থক হবে। আলোচনায় স্বাস্থ্য কর্মীগণ অংশগ্রহণ করেন।

মানবিক বিধায়ক

নিজস্ব প্রতিনিধি : গাড়ি থামিয়ে পরিষেবা দিতে এগিয়ে গেলেন বাসন্তীর বিধায়ক শ্যামল মণ্ডল। ঘটনাস্থল বাসন্তীর জয়গোপালপুর। শ্যামলবাবু রওনা দিয়েছিলেন একটি বেসরকারী অনুষ্ঠানে যোগ দেওয়ার জন্য। পথে অসহায় একটি পরিবার তাঁর কনভয় থামানোর জন্য হাত উঁচু করে।গাড়ির ভিতরে বসে থাকা বিধায়ক দেখতে পান।তিনি তাঁর কনভয়ের চালক কে গাড়ি থামাতে বলেন।গাড়ি থেকে নেমেই কথা বলেন অসহায় পরিবারের সঙ্গে। জানতে পারেন ওই অসহায় পরিবারের এক সন্তান দুরারোগ্য রোগে আক্রান্ত। জরুরী চিকিৎসার প্রয়োজন। এমনটা শুনে বিধায়ক শ্যামল মন্ডল ওই পরিবারকে নিয়ে রাস্তার পাশে একটি গাছের তলায় বসে। তাদের চিকিসা সংক্রান্ত সমস্ত কাগজপত্র খতিয়ে দেখেন।যাতে করে অসহায় ওই পরিবারের রোগাক্রান্ত সদস্য সরকারী পরিষেবায় বিনাব্যয়ে চিকিৎসা পরিষেবা পেতে পারে তার জন্য সুপারিশ করে চিঠি লিখে দেন।প্রত্যন্ত সুন্দরবনের বাসন্তী ব্লকের হরেকৃষ্ণপুরের

দরিদ্র পরিবারের গৃহবধু চন্দনা সরদারের ছেলে দুরারোগ্য রোগে আক্রান্ত। চিকিৎসার ব্যয়ভার বহন করতে অক্ষম।বিধায়কের সাথে দেখা করার জন্য বেশ কয়েকদিন অপেক্ষা করেছিলেন। আচমকা বিধায়ক কে সামনে পেয়ে তাঁর গাড়ি দাঁড় করিয়ে কথা বলেন চন্দনা দেবী। সমস্ত অভাব অভিযোগ শুনে সমাধানের জন্য সুপারিশ করেন বিধায়ক। চন্দনা দেবীর কথায় বিধায়কের গাড়ি বুঝতে পেরে দাঁড় করিয়েছিলাম। ভেবেছিলাম হয়তো ধমক চমক দিয়ে চলে যাবেন। কিন্তু না। তিনি সমস্ত কথা শুনে সমাধান করার জন্য উদ্যোগ নিয়েছেন। বিধায়কের এমন মানবিক ভূমিকা সত্যিই প্রশংসনীয়।

অন্যদিকে এমন ঘটনা নিয়ে কোন মন্তব্য না করলেও বিধায়ক শ্যামল মন্ডল জানিয়েছেন সাধারণ মানুষ আমাকে ভোট দিয়ে বিধায়ক নির্বাচিত করে বিধানসভায় পাঠিয়েছেন। তাদের সুখ দুঃখ এবং যে কোন পরিষেবা পেতে যাতে করে কোন প্রকার বাধা বিঘ্ন না ঘটে সে দায়িত্ব আমার উপরেই বর্তায়। ফলে সাধারণ মানুষ যাতে করে দ্রুত পরিষেবা পায় সেই উদ্যোগ নিয়েছি।'

সোনারপুরে শুট আউট

প্রথম পাতার পর

আমার যেতে যেতে দুটো বেজে যায়। সে সময় বাড়িতে গিয়ে দেখি ও রক্তাক্ত অবস্থায় পড়ে আছে। প্রথমে জল দিলাম। দেখি কোন সাড়াশব্দ নেই। তারপরেই সব বন্ধুদের ফোন করি। সকলকে ডাকি থানায় ও জানাই। গিয়ে দেখি দুটো বন্দুকের গুলি, খোল পড়ে আছে ওখানে। হাতের একটা আঙুল দেখলাম ঝুলে গিয়েছে, পেটে ও লেগেছে। বারুইপুরের পুলিশসুপার মিস পুষ্পা বলেন, কামরাবাদ এলাকায় গুলিবিদ্ধ দেহ উদ্ধার হয়েছে আমরা তদন্ত শুরু করেছি। তিনজন ধরাও পড়েছে। যে ব্যক্তি গুলি চালিয়েছিল তাকে আমরা এখনো ধরতে পারেনি। তবে তদন্ত চলছে। লালটুর বন্ধুদের অনুমান কোন রাগ থেকে কেউ এই ঘটনা ঘটাতে পারে। সন্তান হারিয়ে কান্নায় ভেঙে পড়েছেন লালটুর মা প্রার্থনা হাজরা, তিনি বলেন আমার ছেলেটাকে যারা মেরে দিল তাদের যেন ফাঁসি হয়।

হঠাৎ পরিবর্তন

প্রথম পাতার পর

তিনি বিধানসভায় উত্তেজিত তৃণমূল বিধায়কদের থামিয়ে দিয়ে বলেন, আপনারা বিরোধীদের বলতে দিন। ওদের বক্তব্য শুনতে হবে। রাজনীতিতে বিরোধিতা যেমন থাকবে তেমনই সৌজন্যও থাকবে। একটা লক্ষণ রেখা সকলকে মেনে চলতে হবে। এমনকি এদিন প্রায় ১৮ মাস পর বিরোধী দলনেতাকে স্নেহের ভাই বলে সম্বোধন করেন। আরও একটা বিষয় সকলকে অবাক করেছে বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীও আজ যথেষ্ট সংযমী ছিলেন এমনকি আকার ইঙ্গিতে উত্তেজিত অগ্নিমিত্রা পলকে থামানোর চেষ্টা করেন। যতটা উত্তেজিত ভাবে অধিবেশন শুরু হয়েছিল ততটাই মধুর ও শান্তিপূর্ণভাবে শেষ হয় মুখ্যমন্ত্রীও বিরোধী দলনেতার চা পর্ব। এটাই হয়তো সংবিধান দিবসের প্রাক্কালে কাঙ্খিত গণতন্ত্রের নিদর্শন। কিন্তু হঠাৎ করে মুখ্যমন্ত্রীর এই পরিবর্তন কেন?

২০২১ সাল থেকেই মমতা-শুভেন্দুর দূরত্ব ক্রমশঃ বেড়েছে। দল বদলানোর পর শুভেন্দু মমতার চোখের বালি হয়ে ওঠেন। দুজন দুজনকে বাক্যবাণে বিদ্ধ করেছেন। কখনও কখনও তা শালীনতার মাত্রা ছাড়িয়ে গিয়েছে। নন্দীগ্রামে শুভেন্দুর কাছে মমতা পরাজিত হওয়ার পর, তিনি আরও আক্রমণাত্মক হয়ে ওঠেন। রাজ্য পুলিশ বার বার নানা ভাবে বিরোধী দলনেতাকে নানা কেসে জড়িয়ে হেনস্তার পরিকল্পনা করেছে বলে শুভেন্দু বারবার অভিযোগ করেছেন। কদিন আগেও মুখ্যমন্ত্রী যার নাম নিতে ঘৃণা বোধ করতেন তাকেই স্নেহের ভাই বলে সম্বোধন করছেন। তাহলে মুখ্যমন্ত্রী কি চাইছেন কেন্দ্র সরকার ও রাজ্য সরকারের সংঘাত দূর করে বিরোধীদের নিয়ে একজোট হয়ে কাজ করতে। এছাড়াও নানা আর্থিক সংকট, বিভিন্ন দুর্নীতি যেভাবে সামনে আসছে তাতে তিনি কি কিছুটা বিভ্রান্ত হয়ে গিয়েছেন। শুক্রবার আবার হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি নিয়োগ অতিরিক্ত অবৈধ নিয়োগের ক্ষেত্রে শিক্ষাসচিবকে যখন প্রশ্ন করেন কার নির্দেশে অতিরিক্ত পদ সৃষ্ট করা হয় তখন শিক্ষাসচিব জানান শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসুর নির্দেশে। বিচারপতি কঠোরভাবে জানান, তিনি এর শেষ দেখে ছাড়বেন। এমন কি নির্বাচন কমিশনের কাছেও যাবেন। এই ধরনের অবৈধ কাজের সঙ্গে যে দলের মন্ত্রীরা যুক্ত সেই দলের রেজিস্ট্রেশন বাতিল করা যায় কিনা ভেবে দেখবেন। যাই হোক, মুখ্যমন্ত্রীর যদি পরিবর্তন হয় এবং বিরোধীদের নিয়ে গণতন্ত্রের শাসনব্যবস্থা চালু করেন তাহলে রাজ্য তথা দেশের ভালো হবে। অনেকেই প্রশ্ন তুলেছেন আসন্ন পঞ্চায়েত নির্বাচনেও কি আমরা গণতন্ত্রের প্রকৃত দৃশ্য দেখতে পাব?

মতুয়াগড়ে নাগরিকত্বের টানাপোড়েন

প্রথম পাতার পর

রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী এ প্রসঙ্গে জানান, 'নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন ভারতে কার্যকর করার কাজ শুরু হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গেও খুব শীঘ্র তা চালু হবে।'

এদিকে আর মাত্র প্রায় তিনি-চার মাস পরে রাজ্যে ত্রিস্তরীয় পঞ্চায়েত নির্বাচন। এবং তার এক বছর পরেই ২০২৪-এর লোকসভা ভোট। ইতিমধ্যে লোকসভা নির্বাচন নিয়ে জল্পনাও শুরু হয়ে গিয়েছে। কিন্তু রাজ্যের একটা বড় ভোট ব্যাঙ্ক মতুয়াদের অবস্থান এখনও স্পষ্ট নয় বলে মনে করছে রাজ্যের সমস্ত রাজনৈতিক দলই।

তবে আসন্ন পঞ্চায়েত ও তার পরবর্তী লোকসভা নির্বাচনে মতুয়া ও উদ্বাস্তুদের অবস্থান প্রসঙ্গে, অল ইন্ডিয়া মতুয়া মহাসঙ্ঘের সাধারণ সম্পাদক তথা শিক্ষক মহীতোষ বৈদ্য তার প্রতিক্রিয়ায় বলেন, 'সিএএ নিয়ে যতই রাজনৈতিক চাপান উতোর থাকুক না কেন, এটি খুব প্রয়োজনীয়। বিশেষ করে উদ্বাস্তু মানুষদের ক্ষেত্রে। আর আমরা মতুয়ারা ২০০৩ সাল থেকে বড়মা বীণাপানি দেবীর নেতৃত্বে এই আন্দোলন করে এসেছি। কারণ ২০০৩ সালে পার্লামেন্টে নাগরিকত্ব আইনের যে বিলটি পাস হয় সেটি উদ্বাস্তু বাঙালিদের নাগরিকত্ব পাবার ক্ষেত্রে অত্যন্ত জটিল। এজন্য সেটিকে আমরা 'কালাকানুন' আখ্যা দিয়ে তার বিরোধিতা করেছি। এই বিল অনুযায়ী নাগরিকত্ব পেতে গেলে পদ্ধতিগত যে বিষয়গুলি প্রয়োজন, অধিকাংশ উদ্বাস্তু বাঙালিদের কাছে তা নেই। আজ যখন সিএএ নিয়ে বিষয়গুলো উত্থাপিত হচ্ছে, তখন কোনও রাজনৈতিক দলই ২০০৩ সালের বৈষম্যমূলক আইনটি পাসের বিরুদ্ধে কোনও প্রতিবাদ করছে না। এটা প্রত্যেকটি উদ্বাস্তু মানুষের কাছে অভিমান সূচক ও দুঃখজনক। ২০০৩ সালের পর থেকেই সরকারি বিভিন্ন কাজ কর্মের ক্ষেত্রে ছেলে মেয়েদের পড়াশুনো থেকে শুরু করে প্রায় সব ক্ষেত্রেই বাবা-মায়ের ডকুমেন্টেশন একান্ত প্রয়োজন। কিন্তু এই সব তথ্যগুলো দেখানোটা খুব কঠিন হয়ে পড়ে। বহু উদ্বাস্তু পরিবার এখনও পর্যন্ত এগুলো জোগাড় করে উঠতে পারেনি। আজও এর কোনও সুরাহা হয়নি। ২০১৯ সালে পার্লামেন্টে আবার একটি সিএএ হয়। যার প্রেক্ষিতে বাংলাদেশ সহ প্রতিবেশি কয়েকটি রাষ্ট্র থেকে আসা সংখ্যালঘু ৬টি কমিউনিটির মানুষ নাগরিকত্বের সুবিধা পাবে। কিন্তু সেটি এখনও কার্যকর না হওয়ায় আমরা খানিকটা হতাশ, খানিকটা দ্বিধাগ্রস্ত। এর প্রভাব ভোট বাক্সেও পড়বে বলে আমার মনে হয়। কারণ এখনও সরকার ২০০৩ সালের সিএএ-র পথেই হাঁটছে। যদি আগামী নির্বাচনের আগে নিঃশর্ত নাগরিকত্ব প্রসঙ্গকে সরকার প্রাধান্য না দেয় ও সুস্পষ্ট না করে, তাহলে মতুয়ারা বিগত নির্বাচনে জোটবদ্ধভাবে যেভাবে বিজেপিকে ভোট দিতে এসেছিলাম, সেটাকে আর ধরে রাখা যাবেনা বলেই আমি মনে করি। সুতরাং, ২০১৯এর সিএএ প্রয়োগ একান্ত দরকার এবং তা অবশ্যই নিঃশর্ত হতে হবে।'

মহানগরে

রেজিস্ট্রেশনের সময়ই মিউটেশন

নিজস্ব প্রতিনিধি : ভাড়াটেদের স্বার্থ অক্ষুন্ন রেখে বিপজ্জনক বাড়ি এবার নিজেই ভাঙতে পারবে কলকাতা পৌরসংস্থা। ২৪ নভেম্বর পৌর আইনের সংশোধনী বিল পাস

হল রাজ্য বিধানসভায়। আইন কার্যকর হওয়ার পর সে আইন ব্যবহার করে পৌর কর্তৃপক্ষ ক'টা বিপদজ্জনক বাড়ি ভাঙা হয়, সেটা এখন দেখার বিষয়! মহানাগরিক ফিরহাদ হাকিম বলেন, কলকাতা পৌর এলাকায় অতি বিপজ্জনক বাড়ি হওয়া সত্ত্বেও আইনি বাধা থাকায় পৌর কর্তৃপক্ষ সেগুলিতে হাত দিতে পারছিল না। কিন্তু এবার ভাঙার আগে সমস্ত ভাড়াটিয়াদের বসবাসের অধিকার সংক্রান্ত শংসাপত্র দেবে কলকাতা পৌরসংস্থা। বাসিন্দারাও এতে সুবিধা পাবে। এদিকে পৌর অনেকেই সম্পত্তি কর ফাঁকি দিতে জমি-বাড়ি রেজিস্ট্রেশনের পর মিউটেশন করায় না। ফলে সম্পত্তি কর দিতেও লাগে না। এটা একটা যুগান্তকারী সিদ্ধান্ত।

কলকাতা পৌর এলাকায় কমবেশি ৩,৫০০ বাড়ি বিপজ্জনক অবস্থায় রয়েছে। উত্তর ও মধ্য কলকাতায় বেশি। শরিকি বিবাদ এবং বাড়িওয়ালা – ভাড়াটিয়ার মধ্যে আইনি লড়াই। মামলার কারণেই পিছু হটতে হয় কলকাতা পৌরসংস্থাকে। এবার রাজ্যপালের সহিসাবুদ হলেই দ্রুতই আইন কার্যকর হবে।

রেইনবো উইন্টার কার্নিভাল

নিজস্ব প্রতিনিধি : শীত জাঁকিয়ে পড়তে না পড়তেই বহু মানুষের সমাগম আর কেনাকাটার উৎসাহ দেখে মনে পড়ে গেল উৎসবের কলকাতাকে। ১৮-২১ নভেম্বর চারদিনব্যাপী চলা এই রেইনবো উইন্টার কার্নিভালে

নানান স্বাদের খাবারের পাশাপাশি হাল ফ্যাশনের পোশাক, গয়না, ঘর সাজাবার উপকরণে এই মেলা যেন স্বয়ংসম্পূর্ণ। বঙ্গ মিডিয়া আয়োজিত এই মেলায় শতাধিক স্টলে শৌল, মিরা এন ইউ, সঙ্গে আবার সরসুনার সৌমী বন্দ্যোপাধ্যায়ের কেক, পেস্ট্রির মতন নীলিমা ঘোষের পিঠে পুলিকে ঘিরে ভিড় করাই যেন এই মেলায় বাড়তি পাওনা। যদিও এই নীলিমাদি নিজেও একজন অসুস্থ, চিকিৎসার জন্য ব্যয় তাকেই সামলাতে হয়। এক্ষেত্রে এইভাবে নীলিমাদির মতো মানুষকে স্টল দেওয়ার বিষয়টি একটি মানবিক পরিচয় বলে মনে করছেন অনেকে। সব মিলিয়ে সাউথ সিটির মলের বিপরীতে যোধপুর পার্ক ৯৫ পল্লি অ্যাসোসিয়েশনের সহযোগিতায় রেইনবোর এই উদ্যোগটি প্রশংসার দাবি রাখে। সংস্থার পক্ষে থেকে আবীর সাহা জানালেন, অনলাইনে চলতে থাকা স্বনির্ভরের সামগ্রীকে এক প্রাঙ্গণে ব্যবসার জন্য তাদের এই প্রয়াস চালু থাকে, সারা বছরের বিভিন্ন সময় দেশের নানান প্রান্তরে।

দুর্নীতি রোধে পার্কিং রেটে অস্বাভাবিক বৃদ্ধি

বরুণ মণ্ডল : কলকাতা পুরসংস্থার কেন্দ্রীয় পুরভবনের কার পার্কিং দফতরে গেলেই শোনা যেতো শহরে ক্রমশ কার পার্কিং বাড়ছে। এবার সত্যি সত্যিই তা বিল আকারে চলে এলো। ১৯ অক্টোবরের মেয়র-ইন-কাউন্সিলে সে বিল পাস হয়। বিলটা দেখার পর মনে হয়েছিল পুর অধিবেশনে হয়তো বা বিলটা তোলাই হবে না। কিন্তু দেখা গেল ১৬ নভেম্বরের পুর অধিবেশনেও ধ্বনি ভোটে সে বিল পাসও হয়ে গেল। বিল বলছে, দুর্নীতি দমনে পার্কিং চার্জ দুই গুণ থেকে দশ গুণ বাড়ছে। দুর্নীতিবাজদের দমনেই এই বৃদ্ধি বলে পুরভবনের অলিন্দে শোনা যাচ্ছে। এতোদিন মোটরাইজড টু হুইলারের জন্য সকাল ৭ থেকে রাত ১০ টা পর্যন্ত প্রতি ঘন্টায় পার্কিং রেট ছিল মাত্র পাঁচ টাকা। আর রাতে ঘন্টা প্রতি ১০ টাকা। আগামী বছরের ১ এপ্রিল থেকে মোটরাইজড টু হুইলারের কলকাতা পুর এলাকায় প্রতি ঘন্টায় পার্কিং রেট দিতে হবে প্রথম ১ ঘন্টায় ১০ টাকা। প্রথম ২ ঘন্টার পার্কিং চার্জ ২০ টাকা। আর তারপর তিন থেকে পাঁচ ঘন্টায় প্রতি ঘন্টার রেট ২০ টাকা করে বাড়বে। প্রথম ৩ ঘন্টায় জন্য ৪০ টাকা। প্রথম ৪ ঘন্টার জন্য ৬০ টাকা। আর প্রথম ৫ ঘন্টার জন্য কলকাতায় কার পার্কিং নয়া রেট হচ্ছে ৮০ টাকা। আর তারপর প্রতি ঘন্টায় পার্কিং চার্জ পড়বে ৫০ টাকা করে।

একই ভাবে পার্কিং চার্জ বাড়ছে অন্যান্য যান গুলিতেও। ফোর হুইলার কার, ভ্যান বা মিনি বাসের বিষয়ে – এতোদিন সকাল ৭ টা থেকে রাত ১০ টা প্রতি ঘন্টায় পার্কিং চার্জ ছিল ১০ টাকা। আর রাত ১০ থেকে সকাল ৭ টা প্রতি ঘন্টায় পার্কিং চার্জ ছিল ৩০ টাকা। আগামী বছরের ১ এপ্রিল থেকে কার, ভ্যান ও মিনি বাসের কলকাতা পুর এলাকায় প্রতি ঘন্টায় পার্কিং চার্জ দিতে হবে প্রথম ১ ঘন্টায় ২০ টাকা। প্রথম ২ ঘন্টায় পার্কিং চার্জ ৪০ টাকা। আর তারপর তিন থেকে পাঁচ ঘন্টায় প্রতি ঘন্টার পার্কিং চার্জ পড়বে ৪০ টাকা। অর্থাৎ প্রথম তিন ঘন্টার জন্য ৮০ টাকা। প্রথম চার ঘন্টার জন্য ১২০ টাকা। আর প্রথম পাঁচ ঘন্টায় জন্য ১৬০ টাকা পার্কিং চার্জ দিতে হবে। পাঁচ ঘন্টা পর প্রতি ঘন্টায় পার্কিং চার্জ দিতে হবে ১০০ টাকা করে।

এবার আসি বাস, লরি এবং ট্রাকের বিষয়ে। এতেও এতোদিন দিনের বেলায় প্রতি ঘন্টায় পার্কিং চার্জ ছিল ২০ টাকা। এবার প্রথম ১ ঘন্টায় পার্কিং চার্জ ৪০ টাকা। প্রথম ২ ঘন্টায় চার্জ পড়বে ৮০ টাকা। ৩ ঘন্টায় চার্জ পড়বে ১৬০ টাকা। ৪ ঘন্টায় চার্জ পড়বে ২৪০ টাকা। এবং ৫ ঘন্টায় চার্জ পড়বে ৩২০ টাকা। আর ৫ ঘন্টা পর প্রতি ঘন্টায় পার্কিং চার্জ পড়বে ২০০ টাকা।

কলকাতা পুর এলাকার কার পার্কিং এজেন্সি সমবায় সংস্থা গুলির বক্তব্য, কলকাতা রেলওয়ে স্টেশনে প্রতি ঘন্টায় কার পার্কিং চার্জ ৪০ টাকা। হাওড়া রেলওয়ে স্টেশনে প্রতি ঘন্টায় কার পার্কিং চার্জ ৩০ টাকা। দমদম এয়ারপোর্টে প্রতি ঘন্টায় কার পার্কিং চার্জ ১০০ টাকা। সেই হিসাবে কলকাতা পুর এলাকায় কার পার্কিং চার্জ অনেক কম। এই বৃদ্ধির ফলে কলকাতা পুরসংস্থার রেভিনিউ আদায় বাড়বে। কলকাতায় বৈধ কার পার্কিং লট আছে ৪৫০ টি। পার্কিং বাবদ কলকাতা পুরসংস্থার বছরে আয় করে প্রায় ২২ কোটি টাকা।

কলকাতা পুরসংস্থার অন্তর্গত বিভিন্ন এলাকায় বেআইনি ভাবে ছোটো যানবাহন পার্কিং করে রাখার বিরুদ্ধে কলকাতা পুরসংস্থা রাত্রিকালীন অভিযানের ব্যবস্থাও করে থাকে। এই কাজে চাকা নিবন্ধকরণের ব্যবস্থাও আছে।

এবার ইঞ্জিনিয়ারিং দফতরেও পুরো ১০০ দিনের কাজ

নিজস্ব প্রতিনিধি : কলকাতা পৌরসংস্থার বস্তি এবং ইঞ্জিনিয়ারিং দফতরের ১০০ দিনের কর্মীদের গত অক্টোবর মাসে উৎসবের মরশুমে কাজের দিনের সংখ্যা ছিল মাত্র ১৩ দিন। ফলে এই দুই দফতরে এতো কম সংখ্যক কাজের দিন হওয়ায় ওয়ার্ডে কাজের ক্ষেত্রে প্রতিদিন প্রচুর সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়েছে। উৎসবের দিনগুলিতে মানুষকে সঠিকভাবে পরিষেবা দিতেও খুবই অসুবিধা হয়েছে। সারাবছরে ৫২টি রবিবার এবং 'ক্যালেন্ডার হলিডে' মিলিয়ে বস্তি ও ইঞ্জিনিয়ারিং এই দুই দফতরে

ওয়ার্কিং ডে অনেক কম হয়। তাই ওয়ার্ডের দৈনন্দিন পরিষেবাতে খুবই সমস্যা হয়।

কলকাতা পৌরসংস্থার ২৪ নম্বর ওয়ার্ডের অভিজ্ঞ পৌরপ্রতিনিধি ইলোরা সাহা পৌর অধিবেশনে প্রস্তাব রাখেন – কলকাতা পৌরসংস্থার জঞ্জাল অপসারণ দফতরের সারা বছর যাবৎ পরিষেবা দেওয়ার মতো পৌরসংস্থার বস্তি ও ইঞ্জিনিয়ারিং দফতরে যদি ১০০ দিনের কর্মীদের কাজের দিনের সংখ্যা বাড়িয়ে দেওয়া হয়, তাহলে ওয়ার্ডে সারা বছর সঠিকভাবে পৌরপরিষেবা দিতে অনেক সুবিধাজনক হবে।

প্রস্তাবের জবাবে মহানাগরিক ফিরহাদ হাকিম বলেন, এটা ঠিকই পুজোর সময় যাতে ডেঙ্গি পরিস্থিতি জারি থাকায় জঞ্জাল অপসারণ দফতর ও অন্যান্য দফতর গুলিতে আপৎকালীনভাবে সেখানে ১০০ দিনের কর্মীরা পুরো কাজ করেছে। কিন্তু ইঞ্জিনিয়ারিং দফতরের সাব অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়াররা পুজোর সময় ছুটিতে ছিল। ফলে তাদের সেই সময় ১০০ দিনের কর্মীদের উপস্থিতি নেওয়ার কাজ করানো যায়নি। এটা পৌরসংস্থার একটা ত্রুটিগত সমস্যা হয়েছে। যেহেতু সবক'টি দফতর চালু রয়েছে, তাই জঞ্জাল অপসারণ দফতরের সাব অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ারদের দিয়ে উপস্থিতি নেওয়ার কাজ করিয়ে নেওয়া যেতে পারতো। মহানাগরিক জানান, ঠিক আছে আগামী বছর থেকে এটা হবে না।

লেন্স বার্তা

নেই সাঁকো, চলছে ঝুঁকি নিয়ে খাল পারাপার, রাজারহাট নিউটাউনে।

মাথায় হাত, প্রথম ম্যাচেই হার প্রিয় টিমের।

আজ কাল সবেতেই চলে এসেছে ডিজিটাল লেনদেন, বাদ যাননি মরসুমি সব্জি বিক্রেতাও। ছবি : অভিজিৎ কর।

মহেশতলা পৌরসভার ২৮ নম্বর ওয়ার্ডে জলের অভাব প্রকট। পাইপ লাইন বসিয়ে গঙ্গাজল টেনে আনতে বাটানগর নুঙ্গী স্টেশনের ধার ধরে বসানোর কাজ চলছে। ছবি : অরুণ লোধ

এখানে ওখানে

সুন্দরবনে বান্ধব শিয়ালদা

নিজস্ব প্রতিনিধি : গত ২০ ও ২১ নভেম্বর সুন্দরবনের বাসন্তীতে 'বান্ধব শিয়ালদা'র সহযোগিতায় এলাকার দুঃস্থ, অসহায় শিশু ও মহিলাদের নিয়ে একটি সুন্দর অনুষ্ঠান হয়ে গেল। এলাকার কয়েকটি গ্রাম যেমন শিবগঞ্জ, কুমিরমারী, বল্লার টোপের প্রায় শতাধিক শিশু ও শতাধিক মায়েরা এই অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করে। পিছিয়ে পড়া, অপুষ্ট শিশুদের জন্য তাদের মায়েদের হাতে ডিম, সোয়াবিন, হরলিক্স তুলে দেওয়া হয়। বিধবা, বৃদ্ধা এমন শতাধিক মায়েরা মধ্যাহ্ন ভোজে অংশগ্রহণ করেন। কবিতা, নাচ, গানের মধ্য দিয়ে শিশুরা এদিন এক নতুন জগতের স্বাদ পায়। অশক্ত বৃদ্ধা, বিধবা মায়েরা তাদের জীবনের করুণ কাহিনী ব্যক্ত করেন। শিবগঞ্জের বাসিন্দা রেণুকা গিরি বলেন জীবনে স্বামীকে হারিয়েছি, পুত্রকেও হারিয়েছি। সর্বহারা হয়ে এক কঠিন লড়াইয়ের মধ্য দিয়ে আমার জীবন এগিয়ে চলছে। আজ বান্ধব শিয়ালদার এই অনুষ্ঠান আমাকে নতুন করে বাঁচার অনুপ্রেরণা জুগিয়েছে। আদিবাসী বৃদ্ধা স্বর্ণমণি সরদার বলেন, স্বামীকে হারিয়ে সংসারে আজ অবহেলার শিকার। বান্ধব শিয়ালদার এই অনুষ্ঠান আমাকে যে সম্মান দিয়েছে তাতে আমি নতুন জীবন ফিরে পেয়েছি। বান্ধব শিয়ালদার কর্ণধার রাজীব রায় বলেন তাদের প্রতিষ্ঠান রেলওয়ে কর্মচারীদের নিয়ে তৈরি। রাজ্যের বিভিন্ন জায়গার দুঃস্থ, মেধাবী ছাত্রছাত্রীদের বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশুদের দীর্ঘদিন সহযোগিতা করে আসছেন তারা। এবার সুন্দরবনের অসহায় শিশু, বৃদ্ধা মায়েদের বিভিন্ন দ্বীপে গিয়ে পরিষেবা দেবে বান্ধব শিয়ালদা। সুন্দরবনের কয়েক হাজার শিশু ও অসহায় বৃদ্ধাদের এই পরিষেবা দেবার ঘোষণা করেন রাজীববাবু। প্রাক্তন শিক্ষক অমল নায়েক বলেন বান্ধব শিয়ালদার মতো প্রতিষ্ঠান সুন্দরবনে যে কর্মসূচি নিয়ে চলেছে তাতে সুন্দরবনের পিছিয়ে পড়া শিশু ও বৃদ্ধা মায়েরা উপকৃত হবেন আগামী দিনে।

শ্রীখণ্ডে গৌর-নরহরি মিলন মহোৎসব

নিজস্ব প্রতিনিধি : শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর পরমপ্রিয় পার্শ্বস্থ অনুচর শ্রী নরহরি সরকার ঠাকুরের ৪৬০ তম বিরহ তিথিতে গৌর-নরহরি মিলন মহোৎসব উদযাপিত হল পূর্ব বর্ধমান জেলার কাটোয়া থানার শ্রীখণ্ড গ্রামে।এই উপলক্ষ্যে মধুমতী সমিতির পরিচালনায় শ্রীখণ্ড গ্রামের বড়ডাঙায় বিলাসকুঞ্জে ১৮ নভেম্বর থেকে পাঁচদিন ব্যাপী ভক্ত সমাবেশ সহ নানাবিধ ধর্মীয় অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল।এই ধর্মীয় সমাবেশে রাজ্যের বিভিন্ন এলাকা থেকে লক্ষাধিক পূণ্যার্থী যোগদান করায় সমগ্র এলাকাটি কার্যত মিলনমেলায় পরিণত হয়। মিলনমেলার যাবতীয় ব্যবস্থাপনা খতিয়ে দেখতে হাজির হয়েছিলেন স্থানীয় তথা কেতুগ্রামের বিধায়ক শেখ শাহনেওয়াজ সহ একাধিক জনপ্রতিনিধি।বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের কাছে শ্রীখণ্ড গ্রামের এই ধর্মীয় মহোৎসবের গুরুত্ব অপরিসীম।রাজ্যের অন্যতম প্রধান বিশাল আকারের এই ধর্মীয় সমাবেশটি নির্বিঘ্নে সম্পন্ন করার লক্ষ্যে এলাকার পুলিশ-প্রশাসনের পাশাপাশি শ্রীখণ্ড গ্রাম পঞ্চায়েত নানাভাবে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেয়। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর

অন্যতম প্রিয়পাত্র তথা ডান পার্শ্বস্থ অনুচর নরহরি সরকার ঠাকুর এই শ্রীখণ্ড গ্রামেই বসবাস করতেন। এখানেই তিনি মহাপ্রভুর একটি মূর্তি প্রতিষ্ঠা করে নিত্য সেবায় ব্রতী হয়েছিলেন। ৪৬০ বছর আগে কার্ত্তিকী কৃষ্ণা একাদশী তিথিতে নরহরি সরকার ঠাকুর তাঁর ভক্ত তথা শিষ্যদের কাছ থেকে হঠাৎ অদৃশ্য হয়ে যান। তারপর থেকে এই দিনটি ভক্তদের কাছে নরহরি সরকার ঠাকুরের বিরহ তিথি রূপে পরিগণিত হতে থাকে এবং এই উপলক্ষ্যে গৌর-নরহরির মিলন মহোৎসব উদযাপিত হয়। নরহরি সরকার ঠাকুরের ভ্রাতুষ্পুত্র রঘুনন্দন ঠাকুর ও মহাপ্রভুর পরম সেবক শ্রী নিবাস আচার্যের উদ্যোগে এবং নিত্যানন্দ প্রভুর পুত্র বীরভদ্রের উপস্থিতিতে এই তিথি গৌর-নরহরি মিলন মহোৎসবের প্রবর্তন হয়েছিল। শ্রীখণ্ড গ্রামে নরহরি সরকার ঠাকুরের বংশধরগণ এখনও রয়েছেন এবং এখানে একাধিক প্রাচীন মন্দিরে সপার্ষদ মহাপ্রভুর নিত্য ভজনকীর্তন হয়। মধুমতী সমিতির অন্যতম প্রধান কর্মকর্তা নিমাই বিলাস ঠাকুর বলেন, কার্ত্তিকী কৃষ্ণা একাদশী তিথিতে শ্রী নরহরি সরকার ঠাকুরের বিরহ তিথিকে স্মরণ করে গৌর-নরহরির মিলন মহোৎসবের আয়োজন করা হয়। এই উপলক্ষ্যে শ্রীখণ্ড গ্রামস্থ মন্দির থেকে শোভাযাত্রা সহকারে শ্রী গৌরগোপীনাথের বিগ্রহকে গ্রামেরই উপকণ্ঠে বড় ডাঙাস্থিত বিলাসকুঞ্জে নিয়ে যাওয়া হয়।সেখানে লক্ষাধিক ভক্ত সমাবেশের মধ্যে চারদিন ধরে সংকীর্তন সহ আরাধনার পর সন্ধ্যাবেলায় বিগ্রহটিকে শ্রীখণ্ড গ্রামস্থ মন্দিরে ফিরিয়ে আনা হয়।এবারে যথাযথ মর্যাদায় নরহরি সরকার ঠাকুরের ৪৬০ তম বিরহ তিথি উদযাপন উপলক্ষ্যে ভক্তজনের সহায়তায় পাঁচদিন ব্যাপী নানাবিধ কর্মসূচিটি গত মঙ্গলবার রাতে মোটের ওপর নির্বিঘ্নেই সম্পন্ন হয়েছে।আমরা সারাটা বছর এই ক'টা দিনের জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করে থাকি।

সেরা সম্মানে ভূষিত আনন্দনিকেতন

নিজস্ব প্রতিনিধি : পশ্চিমবঙ্গ শিশু অধিকার সুরক্ষা আয়োগ প্রবর্তিত 'শিশু আবাস পুরস্কার-২০২২' পেল পূর্ব বর্ধমান জেলার কাটোয়ার আনন্দনিকেতন।সম্প্রতি কলকাতায় আয়োজিত একটি অনুষ্ঠানে রাজ্যের বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব সুজাত ভদ্র, অর্পিতা ঘোষ প্রমুখের উপস্থিতিতে এই পুরস্কার প্রদান করা হয়। কাটোয়ার প্রাক্তন বিধায়ক তথা ভারতবর্ষের অন্যতম

কৃতী সন্তান ডাঃ হরমোহন সিংহ প্রতিষ্ঠিত স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা আনন্দনিকেতন পরিচালিত শিশুআবাস এবারের এই পুরস্কার পাওয়ায় স্বাভাবিকভাবেই বিভিন্ন মহল খুব খুশি। বিশেষ করে আগামী ২৮ নভেম্বর আনন্দনিকেতন-এর প্রতিষ্ঠাতা ডাঃ হরমোহন সিংহের শততম জন্মদিন উদযাপনের আগেই এই সরকারি পুরস্কার প্রাপ্তিতে সংস্থার সঙ্গে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে যুক্ত সকলেই আপ্লুত। সংস্থাটির সাধারণ সম্পাদক সুব্রত সিংহের হাতে পুরস্কার স্বরূপ স্মারক এবং শংসাপত্র সহ ৫০ হাজার টাকার একটি চেক তুলে দেওয়া হয়েছে।সুব্রত সিংহ বলেন, আমাদের আনন্দনিকেতন রাজ্যসেরা সম্মানে ভূষিত হওয়ায় আমরা যেমন খুশি পাশাপাশি সমাজের প্রতি আমাদের দায়িত্ব আরও বেড়ে গেল।

স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মেলা

নিজস্ব প্রতিনিধি : কলকাতা পৌরসংস্থার উদ্যোগে স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মেলা শুরু হল। ২২ নভেম্বর দক্ষিণ কলকাতার গড়িয়াহাট উড়ালপুলের নিচে এই মেলার উদ্বোধন করলেন কলকাতা পৌরসংস্থার সমাজকল্যাণ দফতরের মেয়র পারিষদ মিতালি বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনদিন ব্যাপী এই মেলায় স্টল রয়েছে ১২ টি। জানানো হয়েছে, দক্ষিণ কলকাতার পর উত্তর কলকাতায়ও ঠিক এরকম মেলার আয়োজন করার পরিকল্পনা আছে কলকাতা পৌরসংস্থার।

সঞ্চিতা মেলায় যাত্রাপালা

নিজস্ব প্রতিনিধি : আগামী ১২ জানুয়ারি ২০২৩ দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার অন্যতম সঞ্চিতা মেলা শুরু হবে। মেলা চলবে ১৯ জানুয়ারি পর্যন্ত। বাওয়ালীর সঞ্চিতা কলা ভবন প্রাঙ্গণে এই শিশু কিশোর উৎসব মেলা বসবে। ১২ জানুয়ারি বিবেকানন্দের জন্মজয়ন্তী উদযাপন ও মশাল দৌড়ের মাধ্যমে মেলার সূচনা হবে। প্রতিদিন থাকবে মনোজ্ঞ সাংস্কৃতি অনুষ্ঠান। আবৃত্তি, সঙ্গীত, নৃত্য, অঙ্কন সহ নানা সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতার বিষয়ও থাকবে। মেলার শেষ দিন সঞ্চিতা স্মৃতি সমাজ বিজ্ঞান কেন্দ্রের প্রযোজনায় পরিবেশিত হবে অশ্রুসজল সামাজিক যাত্রা পালা অন্ধ গলির বন্দী পাখী। রচনা মঞ্জিল ব্যানার্জী, পরিচালনায় নিরঞ্জন খাঁড়া। যাত্রায় কোনো প্রবেশ মূল্য নেই। মেলা কমিটির পক্ষ থেকে সকলকে আমন্ত্রণ জানানো হয়।

দক্ষিণ ২৪ পরগনার মহেশতলার নতুনহাট অঞ্চলের অন্তর্গত নিবেদিতা পার্ক সংলগ্ন মাঠে ত্রিনয়নী জনকল্যাণ ট্রাস্ট নামে একটি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার উদ্যোগে স্থানীয় শিশুদের হাতে শিক্ষার সামগ্রী তুলে দেওয়ার একটি অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হলো। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট সমাজসেবী উজ্জ্বল ভৌমিক, বৃন্দাবন মন্ডল, স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার সভাপতি বিশ্বজিৎ মন্ডল, সম্পাদক মনোজ প্রধান, কোষাধক্ষ্য শঙ্কর চক্রবর্তী সহ আরো বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ। এই অনুষ্ঠানে ১০০ জন স্থানীয় শিশুর হাতে সংবর্ধনা তুলে দেওয়া হয়। ত্রিনয়নী জনকল্যাণ ট্রাস্ট স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার এই মানবিক উদ্যোগে বেশ খুশি এলাকার সাধারণ মানুষ।

মাঙ্গলিকী

নেতাজীনগর সরস্বতী নাট্যশালা আয়োজিত নাট্যোৎসব

কৃষ্ণচন্দ্র দে

সম্প্রতি ১১ নভেম্বর ২০২২ থেকে ১৪ নভেম্বর তপন থিয়েটারে সানন্দে পালিত হলো নেতাজীনগর সরস্বতী নাট্যশালার সরস্বতী নাট্যোৎসব ২০২২, ৫.৩০ মিনিটে নাটকের গান দিয়ে উৎসবের সূচনা হল। নাট্যসঙ্গীত পরিবেশন করলেন অরিন্দম রায়।

সন্ধ্যা ৬-১৫ মিনিটে সরস্বতী নাট্য সম্মানে ভূষিত হলেন এই সময়ের অন্যতম নাট্য ও চলচিত্র ব্যক্তিত্ব ব্রাত্য বসু। স্থাপক অরূপ রায় ও দলের কর্ণধার নির্দেশক অভিনেতা জয়েশ ল। মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন অরূপ রায় (অনীক), অভিজিৎ চ্যাটার্জী (EZCC) এবং ব্রাত্য বসু। অভিজিৎ চ্যাটার্জী বললেন থিয়েটার আমাদের বিবেক। নাটকে দর্শক কম হওয়াটা সাময়িক। নাট্যমেলা নাট্য উৎসবের মধ্য দিয়ে আমরা আবার আমাদের মুখোমুখি হব। সকলকে আমার প্রণাম।

অরূপ রায় তার সংক্ষিপ্ত ভাষণে বললেন, সকলকে যথাযোগ্য স্থানে শুভেচ্ছা ভালবাসা জানালাম। আমরা থিয়েটার কর্মীরা নাটকের বিভিন্ন জায়গায় অবাধে বিচরণ করি। আমাদের মতাদর্শগত পার্থক্য থাকলেও আমাদের মধ্যে কোন বিরোধ থাকে না। আমাদের মধ্যে ভাবের আদান প্রদান চলতেই থাকে এবং এটা কাম্যও বটে। আজ আমার খুব আনন্দ হচ্ছে। আমার অনুরোধ যার যেটুকু ক্ষমতা আছে থিয়েটারের কল্যাণে আরও উদ্যোগ নিন, আমরা সবাই তাতে সামিল হব। ব্রাত্য বসু বললেন মঞ্চে উপবিষ্ট সকলকে এবং জয়েশ এবং প্রিয় বন্ধু অরিন্দমকে স্বাগত জানাই। ভালবাসার খাতিরে একটা ভুল হয়ে গেল। অরূপদার কথাই আসল কথা। নাট্যকর্মী কথাটা আমি ঠিক পছন্দ করিনা। আমি নাট্য শিল্পী বলতে ভালবাসি। কর্মী বলতে কর্মচারী আর কর্মচারী থাকলে একজন মালিক থাকে, সুতরাং আমি কোন শিল্পীকেই কর্মী বা কর্মচারী ভাবতে পারবো না। ওদের স্থান আরও উঁচুতে। আমি শিল্পী না হলেও অরূপদা তো শিল্পী। অনেকে বলেন রাজনীতিতে আমাকে মানায় না। শিল্পের সঙ্গে রাজনীতির বৈরিতার সম্পর্ক নয়। ইতিহাস একরকম বিচার করবে। সমাজে কী কী চলছে তার চালচিত্র থিয়েটার বলে দেয়। লোকে সেটা বিশ্বাস করে। বড় কথা চর্চা চালু আছে কিনা। আতিপাতি করে থিয়েটারকে জানতে হবে। থামলে চলবে না। এটা একটা কনটিনিউয়াস প্রসেস। জয়েশদের মধ্যে কেউ কেউ আছে যারা ভালবাসতে চায়। উৎসাহ দেবার লোক বড় কম। বিরোধিতার মধ্য দিয়ে কাজ করে যেতে হবে। আমাকে অনেক কিছু সঞ্চার করবে। শুধু রং মেখে মঞ্চে দাঁড়ানোই থিয়েটার নয়। শিল্পকে বুঝতে হবে সেই বোঝার কাজ চলছে।

সমগ্র অনুষ্ঠান দক্ষ হাতে সঞ্চালনা করলো ব্রতীন গাঙ্গুলী। ব্রতীনকে উষ্ণ অভিনন্দন। এরপরে শুরু হয় নাটক 'প্রভাত ফিরে এসো' নাট্যকার মনোজ মিত্র প্রযোজনা কালিন্দী নাট্য সৃজন, নির্দেশনা বিশ্বদল চট্টোপাধ্যায়।

ঝুমুর-সৌম্যর অভাবের সংসার। সৌম্য গ্রুপ থিয়েটারে নাটক লেখে। ঝুমুর অফিস ক্লাবে নাটক করে সংসার চালায়। সৌম্যর বুকে পেসমেকার লাগানো আছে। সেটা বিগড়েছে। আবার নতুন করে লাগাতে হবে। ২৫ হাজার টাকা দরকার। সেটা স্কুলের বন্ধু প্রভাতকে ফাঁসিয়ে জোগাড় করতে চায় ঝুমুর। প্রভাতকে ডাকে ঝুমুর। তারপর কি হলো সেটা জানতে গেলে নাটকটা দেখতে হবে। অভিনয়ে ঝুমুর চরিত্রে মীনাক্ষী মুখার্জী ও সৌম্যের ভূমিকায় নির্দেশক বিশ্বদল চট্টোপাধ্যায় স্বয়ং ভাল চরিত্রায়ণ করে দেখালো। ঝুমুরের অভিনয়ে

নাটক

মাঝে মধ্যে একটু ওভার অ্যাকটিং থাকলেও ভালই বলতে হবে। আর সৌম্য চরিত্রে বিশ্বদল- পুরোনো চাল ভাতে বাড়বেই। এছাড়া আর যারা অভিনয় করলেন প্রভাত চরিত্রে অরিন্দম ব্যানার্জী দক্ষ অভিনেতা। আগেও প্রমাণ পেয়েছি। মা চরিত্রে শর্মিলা বসু এবং নীলুমামার ভূমিকায় অচিন্ত মজুমদার মোটামুটি। প্রভাত ফিরে আসুক ক্ষতি নেই তবে আসুক সোনালী সকাল হয়ে। ১২ নভেম্বর ২০২২ প্রথম প্রদর্শন নবাঙ্কুর মুখার্জী পাড়া লেন প্রযোজিত নাটক 'ম্যাচিস'। নাটককার ও নির্দেশনা শান্তনু চক্রবর্তী। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার কারণে হিন্দু লালন এবং মুসলিম শিউলি আটকা পড়ে আশ্রয় নেয় একটি পোড়ো বাড়িতে। কিভাবে তারা তাদের জীবন বাঁচাবে। দিল্লির সাম্প্রতিক একটি ঘটনা অবলম্বনে রচিত নাটক। অভিনয়ে শিউলি চরিত্রে শরেয়তি সাহা, লালন চরিত্রে শঙ্খনাদ মল্লিক এদের দ্বৈত অভিনয় নাটককে টেনে নিয়ে গেছে। এছাড়া অভিনয় করলেন সায়ন্তন, অমিত দাস, মানসী সংগরাম, তনু ঠাকুর সঞ্জীব বড়ুয়া, শানু, সায়ন এবং একটি বিশেষ চরিত্রে শান্তনু স্বয়ং।

দ্বিতীয় প্রদর্শন প্ল্যাটফর্ম নাট্যগোষ্ঠী প্রযোজিত নাটক 'নিঃশব্দ বহ্নি'। নাট্যকার চন্দন সেন, নির্দেশনা রঞ্জিত সেন চৌধুরী। একটু পুরানো রচনা হলেও খুব ভালা উপস্থাপনা। হরিজন সম্প্রদায়ের উপর ভূমিহার সর্দার সুরজদেও সিংদের অত্যাচারের রিপোর্ট করতে আসে দিল্লির সাংবাদিক দীপক রায়। কি উপায়ে সেটা সম্ভব হলো তাই নিয়েই নাটক 'নিঃশব্দ বহ্নি'। অভিনয়ে মোতিয়া চরিত্রে রূপা সেন চৌধুরী, সুরজদেও সিং চরিত্রে নির্দেশক রঞ্জিত সেন চৌধুরী, সাংবাদিকের ভূমিকায় চন্দন বিশ্বাস দক্ষ শিল্পী। তারা সকলেই দক্ষতার পরিচয় দিলেন। আর যারা অভিনয় করেছেন ভিমুয়া চরিত্রে অভিজিৎ দালাল, বিশ্বেশ্বর ভুইয়া, জগদীশ নস্কর, টুসি পাল প্রমুখেরা।

তৃতীয় প্রদর্শন - হাওড়া স্বপ্ন সৃজন প্রযোজিত নাটক 'কাল পুরুষ'। নাট্যকার ও নির্দেশনায় তপন কুমার হাজরা। বলিষ্ঠ প্রযোজনা। দেখে মনটা ভাল হয়ে গেল। সকল শিল্পীই বেশ দাপটে অভিনয় করে গেল। অভিনয়ে ছিলেন অনির্বাণ চ্যাটার্জী, মৌ মুখার্জী, সুব্রত চ্যাটার্জী, প্রীতম নন্দী, অভিজিৎ দত্তগুপ্ত, প্রতীক বেরা। চমৎকার আবহ, যথোপযুক্ত সঙ্গীত সিলেকশন। বিষয়বস্তু বিদ্যাসাগর।

চতুর্থ প্রদর্শন — অঙ্গন নাট্য সংস্থা বজবজ প্রযোজিত, সুপর্ণা ভট্টাচার্য রচিত এবং অসীম ভট্টাচার্য নির্দেশিত নাটক 'নানহি'। দাঙ্গাবাজদের কোনও জাত নেই, ধর্ম নেই, ওরা শুধু দাঙ্গাবাজ। মুসলিম পারিবারিক কাহিনী নিয়ে পাকিস্তানের লেখিকা ইসমত চুগতাই এর মর্মস্পর্শী উপাখ্যান। কিছুদিন আগে তার শতবর্ষ হয়ে গেল কেউ তার খবর রাখে না। অনবদ্য রচনা এবং অনবদ্য বঙ্গীয়করণ। ইসমৎ চুগতাই যেন আমাদের আশাপূর্ণা দেবী। সকল শিল্পীর অভিনয় বেশ ভালো। তবে নানহি চরিত্রে রিম সর্দার যেন মঞ্চে দাপিয়ে বেড়ালো। রিম সর্দার এখন হয়তো স্ফুলিঙ্গ আছে কিন্তু ভবিষ্যতে ও দাবানল সৃষ্টি করতে পারে। নির্দেশক অসীম ভট্টাচার্যকে শুধু বলবো ওর দিকে নজর দিন। আর যারা অভিনয় করলেন তারা হলেন নানি চরিত্রে সুপর্ণা ভট্টাচার্য, আমিনা চরিত্রে মীনাক্ষী মণ্ডল, হামিদার ভূমিকায় অন্বেষা ঘোষ, আফসানা বিতস্তা ঘোষ, নানি (তরুণী) চন্দনা মণ্ডল, এছাড়া ছিলেন মৌসুমী সরকার, তুহিনা দাস এবং সুতপা মুখার্জী।

পঞ্চম প্রদর্শন পিকনিক গার্ডেন সুনীল নগর ড্রামা সেন্টার প্রযোজিত সৌমিত্র বসু রচিত ও অনুব্রত চক্রবর্তী নির্দেশিত নাটক 'বেলুন গুরুদেব'।

ইতিহাস থেকে বর্তমান শাসক এবং শাসন ব্যবস্থায় ক্রমবদল হলেও রাষ্ট্রের নাগরিকদের অবস্থার কোনও পরিবর্তন হয় না। বেলুন গুরুদেব নাটকটি তারই একটি প্রতিফলন মাত্র। আসলে শাসক সর্বযুগে এক। তারা সব সিস্টেমের যাঁতাকলে বন্দি। এই নামহীন গোত্রহীন চরিত্রগুলো আমাদের বড় চেনা

প্রতিকী নাটক মজাদার উপস্থাপনা। প্রথম দৃশ্য থেকেই জমজমাট। কোরিওগ্রাফি ও চমৎকার। রাজনৈতিক নাটক হিসাবেও দেখা যায়। আমাদের কথা রাজার কানে যায় না। অতএব বিদ্রোহ। তোমরা স্বপ্ন দেখতে শেখো।

অভিনয়ে অনিমেষ বিশ্বাস, অর্পিতা সাহা, অনিকেত বিশ্বাস, অনুব্রত চক্রবর্তী, অমল চক্রবর্তী, মধুসূদন দাস, অঞ্জু নস্কর, রাজনন্দিনী দত্ত, শ্রেয়সী সাধুখাঁ, টুটু দাস, শ্রেয়া দাস, আরাত্রিকা রায় ও শিপ্রা দাস। একটা কথা বলা দরকার শ্রেষ্ঠীর মাথায় একটা পাগড়ি টুপি হলে ভাল হয়।

১৩ নভেম্বর ২০২২ প্রথম প্রদর্শন খড়দহ থিয়েটার জোন প্রযোজিত নাটক 'মৃত্যুর মারপ্যাঁচ'। নাট্যকার ও নির্দেশনা তপন দাস। কাহিনী সলিল সরকার। একটি কমেডি সিরিজ। হারান (অপূর্ব) ও লতা (সুপর্ণা)র যুগলবন্দি। 'বড়ি পেতে দেরি হবে।' আর যারা অভিনয়ে ছিলেন শুভাশিষ এবং বিশ্বজিৎ দ্বিতীয় দর্শন একা এবং একা প্রযোজিত নাটক 'নতুন চাঁদ'। মূল রচনা লেডী গ্রেগরীর রাইজিং অফ দি মুন অবলম্বনে রচিত। নাট্যকার সুব্রতনাথ মুখোপাধ্যায়। নির্দেশনা ও অভিনয়ে সত্যপ্রিয় সরকার। স্বাধীনতার ৭৫তম বর্ষে শহিদ বীরদের উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধার্ঘ্য। সকলের প্রিয় সত্য দা একেবারে মাত করে দিলেন। হ্যাটস অফ সত্যদা হ্যাটস অফ।

তৃতীয় প্রদর্শন রাণীকুঠি আঙ্গিক প্রযোজিত নাটক 'বাস্তিঘর'। নাট্যকার সমন্ত্র চট্টোপাধ্যায়। নির্দেশনা সুশান্ত মজুমদার (বাবুয়া)। একটা আদর্শগত সংঘাতের পটভূমিকায় রচিত নাটক। ঠিকানা উড়ে গেছে কালবৈশাখীর ঝড়ে। তাপস-বিক্রম ও মালবিকার এক ত্রিমুখী লড়াই। বাকিটা জানতে গেলে নাটকটা একেবার দেখতে হবেই।

তাপস (সত্ত সাধুখাঁ) বিক্রম (সুশান্ত মজুমদার) মালবিকা-র (সুতপা চক্রবর্তী) ত্রিবেণী সঙ্গম আমরা দেখলাম। খুব ভালো উপস্থাপনা। রবীন্দ্র সঙ্গীতের ব্যবহার খুব ভালো।

৪র্থ দর্শন — নটসেনা প্রযোজিত, মৈনাক সেনগুপ্ত রচিত এবং দুর্গা চক্রবর্তী নির্দেশিত নাটক 'হাঁ'। মানুষের খিদেকে কেন্দ্র করে মজাদার কৌতুক নক্সা নটসেনার হাঁ। পৃথিবীর গভীরতম অসুখ এই ক্ষুধা। মানুষ যেদিন বুঝতে পারবে বেশি খেলে অন্যের খাদ্য কম যাবে সেদিন মানুষ বেশি খাওয়া ছেড়ে দেবে। পুঁজিকে নিয়ন্ত্রণ করতে হবেই। যারা অভিনয় করলেন দুর্গা চক্রবর্তী স্বয়ং, স্বাতি কোলো, মিত্রা সেন, সমীর চক্রবর্তী, দেবব্রত ভট্টাচার্য, সুহৃদ মুখার্জী, উদয়ন চক্রবর্তী এবং শ্যামল দাস। দুর্গা এবং স্বাতী অনবদ্য।

৫ম দর্শন ও শেষ নাটক অনীক প্রযোজিত, সুদীপ্ত ভৌমিক রচিত এবং অরূপ রায় নির্দেশিত নাটক 'ঈশ্বর'। সমস্ত ঘটনা একটা স্বপ্নের মধ্যে দিয়ে ঘটে যায়। আসলে অতুলানন্দ মহারাজ একজন বিখ্যাত বিজ্ঞানী। ভাল ছাত্র শৈশব থেকেই। কিন্তু তার এই বিদ্যা অসৎপথে খাটিয়ে পৃথিবীর মানুষকে ঠকিয়ে পৃথিবী ধ্বংস হওয়ার ভয় দেখিয়ে প্রভুত অর্থ উপার্জন করে। ভণ্ডামীর এই গ্লানি তাকে মাঝে মাঝে কুঁড়ে কুঁড়ে খায়। সে স্বপ্ন দেখে আমেরিকার গোয়েন্দা তাকে গ্রেফতার করছে। এখানেই স্বপ্ন ভেঙে যায়। বক ধার্মিক বা ভণ্ড বাবাজিদের বিরুদ্ধে এই নাটক।

অভিনয়ে প্রায় সকলকে টেক্কা দিয়েছে অতুলানন্দ চরিত্রে প্রশান্ত দত্ত। তার উক্তি জাগ্রত-স্বপ্ন-সুষুপ্তি-তুরীয় এইসব সংলাপ একেবারে তথাকথিত ভণ্ডবাবাজীদের মতো মনে হচ্ছিল। চরিত্রটা প্রশান্ত ধরতে পেরেছে। কোথাও একটু শৈথিল্য দেখায়নি। প্রশান্ত বর্তমানে অনেক পরিণত শিল্পী। আমরা জানতে পেরেছি অমিত মুখার্জী আর অতুলানন্দ একই ব্যক্তি। সঙ্গে যারা সহযোগ দিলেন শুভ্রা বোস, অংশুমান দাশগুপ্ত, সুচিত্রিতা ঘোষ, গৌতম সেনগুপ্ত, অঞ্জন দাশগুপ্ত, সৈকত মুখার্জী, অরূপ মুখার্জী, গার্গী ঘোষ, মনোজিৎ মুখোপাধ্যায় প্রমুখেরা।

তিনটি ভাল সন্ধ্যা আমরা উপহার পেলাম সরস্বতী নাট্যশালার সৌজন্যে। জয়েশ পরিকাঠামো কিংবা ব্যবস্থাপনায় কোন ফাঁক বা ত্রুটি রাখেনি। সৌরজিৎ ওকে ভীষণ ভাবে সহযোগিতা করেছে। ওর মতো কর্মী পাওয়া অনেকটা ভাগ্যের দরকার। জয়েশের আন্তরিকতায় কোন খাদ নেই। তাই ওর ডাকে সাড়া না দিয়ে পারিনা। ওর চলার পথ কুসুমাস্তীর্ণ হোক। জয়েশের নাট্য জীবনের অনেক সাফল্য কামনা করছি। জয়েশের ভালো হোক সেই সঙ্গে থিয়েটারের ভালো হোক। পরবর্তী সংখ্যায় ১৪ তারিখের সেমিনার নিয়ে আলোচনা করার ইচ্ছে রইলো।

নাট্যশিল্পের ধ্বংসস্তূপে আমরা

মাখনলাল প্রধান : বাংলার শিল্প-সংস্কৃতির জগতে যাত্রা শিল্প তথা নাট্যশিল্পে মড়ক নেমে এসেছে। শুধু কোভিড নয় অর্থনৈতিক বিপর্যয় , শিক্ষাক্ষেত্রে বন্ধ্যাত্ব এবং গ্রাম বাংলার পটপরিবর্তন শেষ পেরেক ঠুকে দিয়েছে নাট্য শিল্পের কফিনে। যাত্রা-শিল্পের লীলাভূমি ছিল গ্রাম বাংলা। দ্বিতীয়ত শাসক ও শাসনের চরিত্রগত অভিব্যক্তি যে ক্ষেত্র রচনা করে তা বুঝিয়ে দেয় কীরূপ ফসল সে মাটিতে সম্ভব। পৃথিবীর ইতিহাসে দেখা গেছে, সিংহাসনে বসলেই ব্যক্তির চরিত্র ধর্ম ভাষা বাক্য প্রয়োগ, প্রতিশ্রুতি, দেশপ্রেম, শিল্প ভাবনা সবই পাল্টে যায়। তিনি নিজেকে সর্বজ্ঞ, সর্বশ্রেষ্ট, সর্বনিয়ন্ত্রা বলে জাহির করতে মরিয়া হয়ে ওঠেন। সর্বোপরি আত্মাভিমান এমন চূড়ান্ত পর্যায়ে চলে যায় যে জনগণকে পুতুল করে , সংঘবদ্ধ অনুগ্রহভোগী সৃষ্টিতে নজর তাঁর কাজ করে। মনে পড়ছে প্রয়াত নাট্যকার উৎপল দত্তের 'টিনের তলোয়ার' নাটকের একটি চরিত্র বীরকৃষ্ণ দাঁ বলছে টাকার সামনে অমন অনেক বন্দুকের নল মাটির সঙ্গে মিশে গেছে কাপ্তেনবাবু । দু'হাতে আটটা জড়োয়ার আংটি, এর যে কোনো একটা দিয়ে আপনাদের সব সাহিত্য-টাহিত্য কিনে নিতে পারি। 'বোড়াল সংলাপ আমাদের ' নাট্যগোষ্ঠীর কর্ণধার সত্যজিৎ বোস বলেন, জনদরদী গণনায়কেরা সিংহাসনে বসলেই দাঁত নখ গজিয়ে ক্রমশ তীক্ষ্ণ, সুদীর্ঘ ও অনমনীয় হয়ে ওঠে। তিনি সংস্কৃতি তৈরি করেন। নাটক বা যাত্রা অবজেক্টিভ আর্ট যা সরাসরি গণসংযোগ তৈরি করে, গভীর প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম। ব্রিটিশ সরকার নীলদর্পণ, গজদানন্দ ও যুবরাজ প্রভৃতি নাটকের অভিনয় বন্ধ করেছিল শাসক বিরোধী কণ্ঠরোধ করার জন্য। দুর্নীতি, ভুলভ্রান্তি, ক্ষমতার

আস্ফালন, অহংকার সতত জন বিরোধী যা বাস্তববাদী নাট্যশিল্পের প্রধান উপকরণ। সবাই তো নন্দলাল নয় যে নাকে খত দিয়ে 'ব্রাত্যজন ' নাট্যমঞ্চ খুলবে।

পক্ষান্তরে সরকার যেখানে শতশত কোটি টাকা ক্লাব, পূজায়, কার্নিভালে ঢেলে দিচ্ছে; শিল্পমেলার নামে, মেলার নামে হরিরলুট দিচ্ছে তার এককণা যদি গ্রুপ থিয়েটার ও যাত্রা সংস্থাগুলো পেত তারা বেঁচে যেত। অনাহারে, অনিদ্রায়, বিনা চিকিৎসায় ধুঁকতে ধুঁকতে মরছে শিল্পী ও তার পরিবার। কোনো যাত্রা দল আর নেই। বহুরূপী, সুন্দরম প্রভৃতি যুগান্তকারী নাট্যগ্রুপ মুছে গেছে। ছোটো গুলোর কথা বাদই দিলাম। হলগুলো ভেঙে গেছে, দলগুলো ছন্নছাড়া। খাবার সংগ্রহ করবে না নাট্য অনুশীলন করবে। কুশীলবদের বেশিরভাগ চাকরিজীবী নয়। তারা বেগার খেটে অভিনয় শিল্পকে বাঁচিয়ে রাখতে অক্ষম। সংকটময় পরিস্থিতিতে সরকারি সহযোগিতা একান্ত জরুরি ছিল। যাত্রা শিল্পের স্বপনকুমার, বীণা দাশগুপ্ত, শেখর চট্টোপাধ্যায়েরা ছিটেফোঁটা সরকারি স্নেহ পেয়েছেন। আজকে লোক শিল্পীরা পাচ্ছেন। তাহলে এরা কেন পেতে পারেন না?

পশ্চিমবঙ্গ নাট্য-অ্যাকাদেমি নথিভুক্ত নাট্য দলগুলো তিন বছরে ১৮-৩৪টা হলশো করলে কর্তাভজা বড়ো গ্রুপ এক থেকে দু লাখ, ছোটো গুলো ৩০ -৫০ হাজার টাকা পায়। যা দিয়ে এতগুলো কুশীলবের চা-বিস্কুটের ব্যবস্থাও চলে না। কেন্দ্রের এন এস ডি থেকে বছরে পাঁচ-ছয় লাখ টাকা পাওয়ার ক্ষেত্রে এত নিয়মাবলী মেনে চলা খুব কঠিন। তার পর ইন্টারনেট, ডিজিটাল মাধ্যমের দৌলতে দর্শক আর লাইন দিয়ে টিকিট কেটে সময় খরচ করতে চায় না। তদুপরি খিচুড়ি শিক্ষা ব্যবস্থায় অদ্ভুত বাঙালি সমাজের আবির্ভাব ঘটছে যারা বাংলা পড়তে লিখতে পারে না । তারা বাংলা নাটক দেখবে এমন স্বপ্ন না দেখাই ভালো।

শাসকের সংস্কৃতি চেতনা, ইচ্ছা, শিক্ষা, মাতৃভাষার প্রতি দায়বদ্ধতা এবং স্বার্থপরতা একটি ভাষা-সংস্কৃতি গোষ্ঠীর ভয়ংকর নিয়ামক। একই সময়ে যখন তামিল, তেলেগু, মারাঠি প্রভৃতি দক্ষিণি ভাষার নাটক ক্রমশ উন্নত হয়ে উঠছে তখন এ রাজ্যে রাজনৈতিক অস্থিরতা, বিদ্বেষ, গৃহহারা হওয়া, প্রলোভন, প্রতিশোধ, প্রতিরোধ সর্বোপরি শাসকের একনায়কতন্ত্র প্রতিষ্ঠা গণমনে ভয়ংকর প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছে। মুক্তমনের যাত্রা-নাটকের প্রতি ন্যূনতম আকর্ষণ-ভালোবাসা সমূহ বিনষ্ট করছে। এই মুহূর্তে এই সুকুমার শিল্পকে বাঁচাতে চাই সংঘবদ্ধভাবে বিপ্লব-আন্দোলন। যা আবার নতুনভাবে শিল্পচেতনার মরা গাঙে আনতে পারে।

রাজ্যে হস্তশিল্পের প্রতিযোগিতা

নিজস্ব প্রতিনিধি : ২২ নভেম্বর রাজ্য স্তরের হস্তশিল্পের প্রতিযোগিতা হয়ে গেল কলকাতার জেলা শিল্পকেন্দ্রে। বিভিন্ন জেলা এবং মহকুমা থেকে ২৮২টি হস্তশিল্পের নিদর্শন এসে পৌঁছেছিল কেন্দ্রে। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প দফতরের তত্ত্বাবধানে এই প্রতিযোগিতা সংগঠিত করা হয় বিভিন্ন জেলা ও মহকুমায়। বিচারকগণ এর মধ্যে থেকে ৭৫টি হস্তশিল্পকে বেছে নিয়ে পুরস্কৃত করেন। বিভিন্ন বিভাগে হস্তশিল্পগুলিকে বিচারকদের সামনে তুলে ধরা হয়। সেখান থেকে প্রথম পুরস্কার ২৫টি, দ্বিতীয় পুরস্কার ২৫

এবং বিশেষ পুরস্কার ২৫ এইভাবে প্রতিযোগিতার ফলাফল ঘোষণা করা হয়। প্রথম পুরস্কার হিসাবে পাঁচ হাজার টাকা, দ্বিতীয় পুরস্কার হিসাবে তিন হাজার এবং বিশেষ পুরস্কার হিসাবে হাজার টাকা এবং শংসাপত্র শিল্পীরা পাবেন। এরপর এই সকল শিল্পকলা স্থান পাবে পশ্চিমবঙ্গ হস্তশিল্প এক্সপো ২০২২-এ। যা অনুষ্ঠিত হবে ২৫ নভেম্বর থেকে ১৮ ডিসেম্বর নিউ টাউনের ইকো টুরিজম পার্কে। সেদিনের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বিভাগীয় মন্ত্রীর হাত থেকে শংসাপত্র এবং পুরস্কার হাতে তুলে নেবেন বিজয়ীরা।

কলকাতা জেলার শিল্পকেন্দ্রের জেনারেল ম্যানেজার রথীন্দ্রনাথ বিশ্বাস বলেন বিগত কয়েক বছর ধরেই এমন প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে এবছরও তার অন্যথা হয়নি। শিল্পীদের কাজ সকলের কাছে তুলে ধরা এবং দেশ বিদেশের খ্যাতি অর্জন করার লক্ষ্যে এই প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। নিউ টাউনের ইকো টুরিজম পার্কে কারুভাষা প্যাভিলিয়নে স্থান পাবে এই সব শিল্পকার্য। যেখান থেকে সবাই কিনেও নিয়ে যেতে পারবে। শিল্পীদের জন্য বৃহত্তর ব্যবসায়িক বাজারের দরজা খুলে যাবে।

চলছে চারুকলা উৎসব ও মেলা

নিজস্ব প্রতিনিধি : ২২ নভেম্বর শুরু হল চারুকলা উৎসব। নন্দন এবং রবীন্দ্রসদন প্রাঙ্গণ নবীন-প্রবীণ শিল্পীদের সমাগমে হয়ে উঠল রঙীন। এই উৎসব উপলক্ষ্যে এক মেলারও সূচনা হয়েছে চত্বর জুড়ে। যা চলবে ২৮ নভেম্বর পর্যন্ত। প্রায় ৫০টি চিত্রকরের দল তাদের শিল্পকর্ম নিজ নিজ স্টলে প্রদর্শিত করে রেখেছেন। এছাড়াও এই কদিন ধরে চলবে কর্মশালা থেকে শুরু করে বিভিন্ন আলোচনার অনুষ্ঠান। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানেরও আয়োজন রয়েছে। আকাদেমি অফ ফাইন আর্টসে এই কদিন ধরে চলবে চারুকলা প্রদর্শনী প্রতিদিন দুপুর ১টা থেকে রাত ৮টা পর্যন্ত।

এই উৎসব এবং মেলার সূচনা ঘটে রবীন্দ্রসদনের প্রেক্ষাগৃহে বিভাগীয় মন্ত্রী ইন্দ্রনীল সেন সহ চারুকলা পর্ষদের যোগেন চৌধুরী এবং সহ সভাপতি শুভাপ্রসন্নর হাত ধরে। সন্ধ্যাকালীন এই অনুষ্ঠানের শিল্পী মহাসম্মানে সম্মানিত করা হয় অমিতাভ সেনগুপ্ত, বিমান বিহারী দাস, অরুণিমা চৌধুরী, তপতি সরকারকে এবং শিল্পী সম্মানে সম্মানিত করা হয় তরুণ

ঘোষ, শুক্লা সেন পোদ্দার, শেখর রায় এবং সোমনাথ মাইতিকে। এছাড়া শিল্প ঐতিহাসিক ও কলা সম্মালোচক সম্মান প্রদান করা হয় মৃণাল ঘোষকে। এই সকল সম্মানিত শিল্পীদের শিল্পকর্ম প্রদর্শনীও দেখা যাবে গগণেন্দ্র শিল্প প্রদর্শনশালাতে দুপুর ২টো থেকে রাত ৮টা পর্যন্ত। এছাড়াও এদিন নবীন শিল্পীদেরও সম্মাননা জ্ঞাপন করা হয়। তার সাথে সাথে চারুকলা পর্ষদ আয়োজিত শিশুদের অঙ্কন প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারী শিশুদের হাতে পুরস্কার তুলে দেওয়া হয়।

এর পর একতারা মুক্ত মঞ্চে ক্যানভাসে রঙ তুলিয়ে বুলিয়ে মেলার সূচনা করেন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের মন্ত্রী তথা মহানাগরিক ফিরহাদ হাকিম। এর সাথে সাথে মেলা প্রাঙ্গণে ৫০ জন শিল্পীর হাতের মূর্ছনায় রঙীন হয়ে ওঠে ৫০টি ক্যানভাস। মহানাগরিক বলেন, এই মেলার উদ্দেশ্য হলো, প্রবীণদের সামনে রেখে নবীনদের এগিয়ে চলা যাতে তারাও ভবিষ্যতে স্বনামধন্য শিল্পীদের মতো কাজ করতে পারে এবং তাদের নামও যাতে ছড়িয়ে যায় দেশ বিদেশে।

মেলায় দেখা মিলল হাওড়া পুলিশের কর্তা দ্যুতিমান ভট্টাচার্যের সাথে। পুলিশের খাকি পোশাক এবং বন্দুক ছাড়াও তার হাতে রঙ তুলির মাধ্যমে জীবন্ত হয়ে ওঠে ক্যানভাস। কার্টুন দলের স্টলের সামনে দাঁড়িয়ে তিনি বললেন, এই মেলায় বিভিন্ন ধরনের চারুকলার সাথে সাথে স্থান পেয়েছে কার্টুনও। তিনি মনে করিয়ে দিলেন এ বছর কার্টুনের দেড়শ বছর। তিনি সকলের কাছে আহ্বান করেন তাঁরা যেন এই মেলায় ছবি দেখতে এবং রঙীন ক্যানভাসের সঙ্গে মন একাত্ম করতে আসেন।

রজত জয়ন্তী বর্ষে রাসলীলা উৎসব

হীরালাল চন্দ্র : গত ৮ নভেম্বর সন্ধ্যায় উত্তর কলকাতার ৪০/১এ, মহেন্দ্র গোস্বামী লেনে 'প্রয়াসের' উদ্যোগে ঠাকুর রামকৃষ্ণ স্মৃতি বিজড়িত জাগ্রত গৃহদেবতা 'রাধাকৃষ্ণ' মন্দির প্রাঙ্গণে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের 'রাসলীলা' মহোৎসব (২৫তম বছর) মহাসমারোহে অনুষ্ঠিত হল। পৌরোহিত্য করেন ভক্তিমাতা ছবি গোস্বামী ও সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করেন সম্পাদিকা শম্পা মুখার্জী। প্রথমে মঙ্গলারতি ও গুরু বন্দনার মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। রাধাকৃষ্ণের পবিত্র প্রেমলীলা সম্বন্ধে সারগর্ভ ভাষণ দেন স্বনামধন্য সুবক্তা দেবকুমার পাহাড়ী। ভক্তিগীতি পরিবেশন করে অসংখ্য শ্রোতাদের মন্ত্রমুগ্ধ করেন প্রতিভাবান শিল্পী অভিজিৎ বিশ্বাস, অন্নপূর্ণা দে, সুমা দাস, সঞ্চিতা সেন, শম্পা মুখার্জী ও সীমা মুখার্জী। সাথে তবলা ও মন্দিরা বাজিয়ে আনন্দ দেন প্রণব সেন ও স্বপন মুখার্জী। কবিতা পাঠ করে শ্রোতাদের কাছ থেকে উচ্ছ্বসিত প্রশংসা অর্জন করেন প্রতিভাময়ী

বাচিক শিল্পী শ্রীলতা সেন।

বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন সোমনাথ মুখার্জী, টুবলু দত্ত প্রমুখ ব্যক্তিরা। অভিক মুখার্জী, মুন্না শেঠ সহ অন্যান্য সভ্যসভ্যাদের অক্লান্ত পরিশ্রমে সমগ্র প্রাণবন্ত ভাবগম্ভীর অনুষ্ঠানটি সাফল্য মণ্ডিত হয়। সুচি স্নিগ্ধ অনুষ্ঠানে অগণিত ভক্তবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

কবিতা পাঠ ও ডঃ সুবর্ন দাসকে সংবর্ধনা

নিজস্ব প্রতিনিধি : বাসন্তী সাহিত্য পরিষদের পথচলা শুরু ২০২১ সালের ৯ মার্চ। পরিষদের ষান্মাসিক সাহিত্য সংস্কৃতি পত্রিকা 'সুন্দরবন ঐকতান' প্রথম প্রকাশ হয় এবছর এপ্রিলে। ১৫ জন শুরু করেছিলেন। এখন সদস্য সংখ্যা ৫০। মূলত বাসন্তী ব্লকের স্থানীয় কবি সাহিত্যিক লেখক এই সংগঠনে আছেন। কিন্তু বাসন্তীর বাইরে থেকেও কিছু কিছু সদস্য নেওয়া হয়েছে। কিছুটা বিলম্ব হলেও দ্বিতীয় সংখ্যা প্রকাশিত হয়েছে। গতবারের তুলনায় এবারে পত্রিকার কলেবর কিছুটা বৃদ্ধি পেয়েছে। বাসন্তীর ভূমিপুত্র তথা গৌরব ডঃ সুবর্ণ দাসকে সংবর্ধনা দেওয়া হয়। সহযোগিতা করেন নেতাজি পাঠাগারের সভাপতি শ্রী অজয় দে ও গ্রন্থাগারিক তাপস পাল।

বাসন্তী সাহিত্য পরিষদের সম্পাদক বিবেক পাল ও সহ-সম্পাদক মানিক চন্দ্র মন্ডল এবং ননীগোপাল সরদারের অক্লান্ত পরিশ্রমে এই সংগঠনের কাজ এগিয়ে চলছে। ধন্যবাদ জানানো

হয় বাসন্তীর বিডিও সৌগত সাহা ও পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি কামালুদ্দিন লস্করকে। সুবর্ণ বাবু বলেন শিক্ষা সংক্রান্ত যেকোনো বিষয়ে সহযোগিতায় হাত বাড়িয়ে দেবেন। উপস্থিত ছিলেন কর্মাধ্যক্ষ হীরা সরকার, জেলা পরিষদের সদস্য শঙ্করী মণ্ডল। ৩৫ জন কবি কবিতা পাঠ করেন। সমগ্র অনুষ্ঠান ব্যবস্থাপনায় ছিলেন প্রভুদান হালদার। সঞ্চালনায় ননীগোপাল সরদার ।

দীর্ঘ ইতিহাস পেরিয়ে মরুভূমিতে ফুটবলের বিশ্বযুদ্ধ

আরিফুল ইসলাম

দ্য গ্রেটেস্ট শো অব আর্থ।' দুনিয়ার সবচেয়ে বড়ো খেলার আসর ওলিম্পিক গেমসের জন্য বহুল প্রচলিত এই স্লোগান যদি ব্যবহার হয়, তাহলে 'গ্রেটেস্ট ওয়ার অন' একটা অবশ্যই লাগিয়ে দেওয়া যায় ফিফা বিশ্বকাপ ফুটবল প্রতিযোগিতার জন্য।

চলছে ২০২২এর বিশ্বকাপ ফুটবল প্রতিযোগিতা। ১৯৩০ সালে বিশ্বকাপ ফুটবল শুরু হয়। এবারের আসর ২২ তম। এবারই প্রথমবার পশ্চিম এশিয়া বা মরুভূমির কোনও দেশ কাতারে'র রাজধানী দোহা'য় বসেছে বিশ্ব ফুটবলের সবচেয়ে বড়ো জাঁকজমকপূর্ণ আসর। একে পশ্চিম এশিয়া তারপর কাতার খুব ছোট্ট একটি দেশ। যা নিয়ে বিগত ১০ – ১২ বছর ধরে বিতর্ক আর নানান সমালোচনার ঝড় উঠতে বাকি নেই। কিন্তু বিশ্বের কয়েক মিলিয়ন ফুটবল অনুরাগীদের তা নিয়ে বিন্দুমাত্র হেলদোল নেই।

ফুটবলের বিশ্বযুদ্ধ। চারবছর অন্তত বিশ্বের কয়েক কোটি মানুষ অসীম ধৈর্য্য ও আগ্রহের সঙ্গে অপেক্ষা করে থাকে এই সময়টার জন্য। ফুটতে থাকে আবেগে ও উত্তেজনায়। মূলপর্বে যে ৩২ টা দেশ ছাড়পত্র পেয়েছে, তাদের দেশের মানুষরা তো আছেই, বাকি দেশগুলো যারা মূল পর্বে খেলার ছাড়পত্র পায়নি। তারাও প্রায় একমাসব্যাপী ফুটবল যুদ্ধের আসরে বিভিন্ন প্রিয়দলের হয়ে ফুটবল উন্মাদনায় ভেসে থাকবে। দুলবে কান্না–হাসি–আনন্দের দোলায়।

ঠিক আজকের যুগ বললে ভুল হবে। সেই সপ্তদশ শতাব্দীর মাঝ পর্ব থেকে ফুটবল' নামেই বিশ্বের কয়েক কোটি কোটি মানুষের কাছে একটা অদ্ভুত গন্ধ, উন্মাদনা। এই ফুটবল প্রতিযোগিতা খেলা পাগল মানুষের কাছে একটা আবেগ। আর এই আবেগ জন্ম দেয় এক নেশার। এই ফুটবল পৃথিবীর সবুজ ঘাসের ওপর দিয়ে যতো গড়িয়েছে, আবেগ ও উষ্ণতা মিশ্রিত বিনোদনের কেমিস্ট্রি জন্ম দিয়েছে রোমাঞ্চ–শিহরণ–উন্মাদনা–উত্তেজনা ও অদ্ভুত ভালোলাগার।

'ফুটবল' মানেই এক গোলাবারুদের যুদ্ধের মতো শিহরণ জাগানো মঞ্চ – সমাবেশ। যেখানে যুযুধান দুই পক্ষই সম্মুখ সমরে অবতীর্ণ হয়, একে অপরের বিরুদ্ধে জয়ী হবার জন্য। গো–ও–ল', গো–ও–ল' গগনভেদী চিৎকার ফুটবল খেলার সবচেয়ে ঈপ্সিত লক্ষ্যের অন্যতম মুখ্য আকর্ষণ এই শব্দ ফুটবল পাগল মানুষদের শরীরের ধমনী গুলোতে সেকেন্ডের ভগাংশে যে রোমাঞ্চ ও তীব্র উন্মাদনার সৃষ্টি করে তা মনে হয় চিকিৎসা বিজ্ঞানেও বিস্ময়কর। এটা অবশ্যই বিজ্ঞান যে ফুটবল বডি কনট্যাক্ট গেম বলেই এতো লিটার অ্যাড্রিনালিনের ক্ষরণ। আর তা থেকেই জন্ম উন্মাদনার। যা এক লহমায় ছাপিয়ে যায় এক দেশ থেকে অন্য দেশে। মহাদেশ থেকে উপমহাদেশে। বিশ্বের কয়েকশ কোটি মানুষকে এতোটাই আবেগ ও উত্তেজনায় মোহিত করে রাখে। মনে হয়, দুনিয়ার সবচেয়ে সেরা নেশাও ফুটবলের দুর্নিবারের কাছে হার মেনে যায়। এখানে, পৃথিবীতে অনেক খেলার জন্ম হয়েছে, পরিমার্জন হয়েছে, কিন্তু এখানেই অন্যান্য খেলার পরাজয় ফুটবলের কাছে। তাই আজ বিশ্বের ১৯৭ টা দেশ বিশ্ব ফুটবল নিয়ামক সংস্থা ফিফা–র অন্তর্ভুক্ত ও পৃথিবীর অন্যতম সেরা খেলা হিসেবে চিহ্নিত। সুতরাং বিশ্বকাপ ফুটবল প্রতিযোগিতাকে দ্য গ্রেটেস্ট ওয়ার অন আর্থ' বললেও মোটেই ভুল বলা হবে না।

আজকের বিশ্বকাপ ফুটবলের এই উন্মাদনা, উত্তেজনা, জনপ্রিয়তা তো অল্পদিনে ঘটেনি। ফুটবল খেলাটা বিশ্ব সার্কিটে অলিম্পিকের একটা ইভেন্ট হিসাবেই ছিল। উনবিংশ শতাব্দীর গোড়ায় বিশ্বের সামনের সারির ফুটবল খেলিয়ে দেশের কর্মকর্তাদের মাথায় আসে ফুটবল খেলাকে যদি আলাদা পরিচিতি দিতে হয়, তাহলে অলিম্পিক বলয়ের বাইরে আনতে হবে। অন্যথায় গেমসের অন্যান্য খেলা গুলোর মতোই গুটিয়ে থাকতে হবে। ফুটবলকে আলাদা প্রতিযোগিতা করে পরিচিতি বা ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা তৈরি করার উদ্দেশ্যে ১৯০৪ সালে সুইজারল্যান্ড, বেলজিয়াম, ডেনমার্ক, ফ্রান্স, নেদারল্যান্ড, স্পেন ও সুইডেন প্রথম বৈঠক করে। ফুটবল ইতিহাসে ওই বৈঠককেই বিশ্ব ফুটবল নিয়ামক সংস্থার স্বীকৃত বৈঠক বলে ধরা হয়। কিন্তু ওলিম্পিকসের 'আবরণ' বা মোড়ক' থেকে রাতারাতি বেড়িয়ে এসে বিশ্ব ফুটবল প্রতিযোগিতার মতো একটা রঙ্গ মঞ্চ তৈরি করা চাট্টিখানি ব্যাপার ছিল না। তবে সামনের সারির ফুটবল খেলিয়ে দেশগুলোর চেষ্টার অন্ত ছিল না। বিশ্বে ফুটবলের আলাদা পরিচিতি'র জন্য সবচেয়ে বেশি উদ্যোগ ছিল ফ্রান্সের। ১৯০৪ – এর পর ১৯২০ সালে বেলজিয়ামের সমুদ্রতীরবর্তী বন্দর শহর অ্যান্টওয়ার্পে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়, বিশ্বকাপ ফুটবল প্রতিযোগিতা হবে। ১৯২৬ – এই ভাবনা আরও একধাপ এগিয়ে যায় ফ্রেঞ্চ ফুটবল ফেডারেশনের উদ্যোগে। ওই বৈঠকেই ফরাসি ফুটবল ফেডারেশনের জেনারেল সেক্রেটারি জোর গলায় বলেন ওলিম্পিকসের বাইরে বেরিয়ে তারা বিশ্বকাপ প্রতিযোগিতা আয়োজন করবেন ও ফুটবলকে আলাদা মর্যাদা দিয়ে বিশ্বে জনপ্রিয় খেলা হিসেবে প্রতিষ্ঠা করবেন। ১৯২০ সালে ফরাসী ফুটবল ফেডারেশন প্রেসিডেন্ট জুলে রি মে'কে ফিফা প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত করা হয়। ১৯২০ – '৫২ টানা ৩২ বছর জুলে রি মে ফিকা প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন। আর এই জুলে রি মে'র নামেই বিশ্বকাপ ফুটবল ট্রফি। ১৯২৮ সালে অ্যামস্টারডাম ওলিম্পিকসের আসরেই বিশ্বকাপ ফুটবল আয়োজনের চূড়ান্ত সিলমোহর পড়ে।

প্রথম বিশ্বকাপ ফুটবল প্রতিযোগিতার আয়োজন কে পাবে? দাবি জানায় ফ্রান্স, বেলজিয়ামসহ কয়েকজন। কিন্তু উরুগুয়ের দাবি প্রস্তাব বাস্তবতার মধ্যে যৌক্তিকতা ছিল সবচেয়ে বেশি। প্রথমত, ১৯২৪ ও ১৯২৮ সালে ওলিম্পিকসে ফুটবলের সোনা তারা জেতে। দ্বিতীয়ত, তারা মাত্র দু'বছরের মধ্যে রাজধানী মন্টি ভিডিও'তে সেই সময়কার যুগে একলক্ষ দর্শকাসন বিশিষ্ট স্টেডিয়াম তৈরি করবে। তৃতীয়ত, অংশগ্রহণকারী সমস্ত প্রতিযোগী দেশের খেলোয়াড়দের যাবতীয় খরচ বহন করবে। উরুগুয়ের এই প্রস্তাবের কাছে অন্যদের দাবি আর টেকেনি। অতএব, প্রথম বিশ্বকাপ ফুটবল আয়োজনের দায়িত্ব পেল উরুগুয়ে।

চেতলা অঞ্চলে দেওয়ালে দেওয়ালে বিশ্বকাপ ফুটবলের ছবি ফুটিয়ে তুলেছে সমর্থকরা। ছবি : অরুণ লোধ

ওলিম্পিকসের বাইরে বেরিয়ে বিশ্বের সামনের সারির ফুটবল খেলিয়ে দেশগুলো যে উজ্জীবিত ভূমিকা নিয়েছিল, বিশ্বকাপ ফুটবল প্রতিযোগিতাকে পৃথক পরিচিতির। তবে উরুগুয়ে লাতিন আমেরিকার দেশ হওয়ায় বিশেষ করে ইউরোপিয়ান গোষ্ঠীর আটটা শক্তিশালী দল অস্ট্রিয়া, চেকোশ্লাভিয়া, জার্মানি, হাঙ্গেরি, ইতালি, স্পেন, সুইজারল্যান্ড, এমন কী ইংল্যান্ডও প্রথম বিশ্বকাপ ফুটবল প্রতিযোগিতায় খেলতে অস্বীকার করল। কিন্তু সাড়া জাগিয়েই প্রথম বিশ্বকাপ ফুটবল অনুষ্ঠিত হল। লাতিন আমেরিকার সাতটি দেশ–

আর্জেন্টিনা, বলিভিয়া, ব্রাজিল, চিলি, পেরু, প্যারাগুয়ে ও আয়োজক দেশ উরুগুয়ে। ইউরোপের দু'টি দেশ ফ্রান্স ও মেক্সিকো এবং আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র। মোট ১৩ টা দলকে চারটে গ্রুপে ভাগ করে খেলানো হয়। ফাইনাল হয় উরুগুয়ে ও আর্জেন্টিনার মধ্যে। মন্টি–ভি ভিও তে ৩০ জুলাই ১৯৩০ সালে স্মরণীয় সেই ফাইনালে আয়োজক উরুগুয়ে আর্জেন্টিনাকে ৪ – ২ গোলে হারিয়ে প্রথম বিশ্বকাপ ফুটবল প্রতিযোগিতা জিতে নেয় ৯০ হাজার দর্শকের উপস্থিতিতে। সেই যুগে প্রায় অবিশ্বাস্য দর্শক সমাগম যা প্রমাণ করে ফুটবলের জনপ্রিয়তা।

১৯৩৮ – এ ইতালি আয়োজক দেশ হিসেবে দ্বিতীয় বিশ্বকাপ ফুটবল প্রতিযোগিতা রাজধানী রোম – এ আয়োজন করে চ্যাম্পিয়ন হয়। বেশ কিছু ইউরোপীয়ান দেশ রোমে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে। তবে ১৯৩০ থেকে আজ পর্যন্ত বিশ্বযুদ্ধের জন্য ১৯৪২ ও ১৯৪৬ – এ এই প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়নি।

১৯৫০ সাল থেকে দুনিয়ার এই অসম্ভব জনপ্রিয় ফুটবল প্রতিযোগিতা আর থেমে থাকেনি। বরং বলা ভালো দমিয়ে রাখা যায়নি। সারা পৃথিবীর বিভিন্ন গোলার্ধ, দেশ মহাদেশ ঘুরে এই পশ্চিম এশিয়ায় প্রথমবার। তবে এশিয়ার কোনও দেশ বা আফ্রিকা, আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের মতো দেশ কোনও দিন বিশ্বকাপ জিততে পারেনি। ২০১০ – এ দক্ষিণ কোরিয়া এশিয়ার অন্যতম দেশ হিসেবে নিজেদের মাটিতে সেমিফাইনাল পর্যন্ত উঠতে সক্ষম হয়েছিল মাত্র। এছাড়া ২১টি আসরে লাতিল আমেরিকা ও ইউরোপের মধ্যেই শ্রেষ্ঠত্বের শিরোপা ঘোরাফেরা করেছে। যার মধ্যে ব্রাজিল বিশ্বযুদ্ধের পর ১৯৫২ – ১৯৫৮ – ১৯৭০ – এ প্রথম দল হিসাবে জুলে–রিমে কাপকে চিরতরে নিজেদের করে নেয়। এরপর ব্রাজিল আরও দু'বার ফিফার কনফেডারেশন কাপ(বর্তমান স্মারক) মিশিয়ে মোট ৫ বার বিশ্বকাপ জিতেছে ২১ বারের প্রতিযোগিতায়। এবং ব্রাজিলই একমাত্র দল যারা ২১ টা আসরেই প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছে। যা অন্য কোনও দলের এই স্বীকৃতি নেই। ব্রাজিলের খেতাবের পরেই আছে জার্মানি, ইতালি চার বার করে। আর্জেন্টিনা, উরুগুয়ে, ফ্রান্স দু'বার করে, ইংল্যান্ড ও স্পেন একবার করে।

১৯৩৪ থেকে ১৯৭৮ পর্যন্ত মাত্র ১৬ টা দল মূল পর্বে অংশ নিতে পারত। ১৯৮২ সালে স্পেনে অনুষ্ঠিত বিশ্বকাপে সদস্যদের চাপে ফিফা ১৬ থেকে ২৪ দলের মূল পর্বে খেলার ছাড়পত্র দেয়। ফুটবলকে বাড়তি জনপ্রিয়তার লক্ষ্যে ও তৃতীয় বিশ্বে প্রচার ও প্রসারের উদ্দেশ্যে ১৯৯৮ সালের ফ্রান্স বিশ্বকাপের আসর থেকে ৩২ দলকে মোট ৮ টা গ্রুপে ভাগ করে প্রতিযোগিতা শুরু করে। এবারের কাতারের আসরেও ৩২ টা দল অংশ গ্রহণ করছে। এবং সেই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর থেকে আজ পর্যন্ত বিশ্বকাপ ফুটবল যুদ্ধ আর থেমে থাকেনি। আক্ষরিক অর্থে প্রতি চার বছর অন্তর গ্রেটেস্ট ওয়ার অন আর্থ' হয়ে সবুজ ঘাসের উপর স্বমহিমায় বিরাম করছে।

লেখক পরিচিত : গত শতাব্দীর ন'য়ের দশকের কর্মবীর ক্রীড়া সাংবাদিক বর্তমান ওয়েস্ট বেঙ্গল বেকার্স অ্যাসোসিয়েশনে'র চিফ এক্সিকিউটিভ অফিসার। প্রবন্ধের বক্তব্য প্রাবন্ধিকের নিজস্ব।

ফুটবল ফিভার

মেসির মূর্তি

বিষ্ণু চক্রবর্তী : কাতারে ফুটবল বিশ্বকাপ শুরু হলো আজ থেকে কাতারে গিয়ে আর্জেন্টিনার খেলোয়াড় মেসির হয়ে মাঠে খেলা দেখতে পারবে না বলে তাই ইছাপুরের নবাবগঞ্জের আর্জেন্টিনার ফ্যান ক্লাবের সাপোর্টার চায়ের দোকানদার শিবায় পাত্র এর পক্ষ থেকে ফুটের আর্জেন্টিনার ৫০ /১০ ফুটের পতাকাটা নিয়ে এবং ৭ ফুটের ফাইবারের মেসির মূর্তি উন্মোচন করা হলো। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট ফুটবলার সংগ্রাম মুখার্জি এবং জি বাংলা খ্যাত বিশিষ্ট শিল্পী মিস্টার রাতুল ও ইছাপুর আর্জেন্টিনা ফ্যান ক্লাবের বিভিন্ন সমর্থকরা। শুধু বিশ্বকাপের জন্য নয়, বরাবরের জন্যই। তিনি আরও জানান, আর্জেন্টিনা যাতে বিশ্বকাপ জয় করতে পারে তাই তিনি শুভকামনায় দুঃস্থ মানুষদের শীতবস্ত্র বিতরণ করলেন।

কাপের মধ্যে বিশ্বকাপ সেন্টুর আঁকা ছবি

চেতলা অঞ্চলে বিশ্বকাপের ফুটবল নিয়ে মাতামাতি দর্শকদের

বাংলার লক্ষ্য কবাডির সুনাম ধরে রাখা

মলয় সুর : এক সময়ে কবাডিকে বলা হত চাকর–বাকরের খেলা। তখন অবশ্য খেলাটি ঠিক আজকের মতো ছিল না। খানিকটা অন্যরকম ছিল। আর নামটাও ছিল আলাদা। বাংলায় হাডুডু এবং মহারাষ্ট্রে হুতুতু। এর শুরু মহারাষ্ট্রে। এটি ভারতের নিজস্ব খেলা। এই খেলায় প্রয়োজন হয় না কোন সরঞ্জামের। কেবলমাত্র দরকার খানিকটা জায়গা। তবুও এই নিখরচায় খেলায় শরীর ও মন উভয়ই সুগঠিত হয়। এই বিষয়টা কিন্তু বহুদিন আগেই দেশের দিকপাল মানুষদের নজরে এসেছিল।

এক সময় দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামীরাও এর চর্চা করতেন। এসবের পরেও একে গুরুত্ব দেওয়া হয়নি। খেলাধুলোর উন্নতির নামে কয়েকটি খেলাকে বেছে নেওয়া হয়। আর তার মধ্যে ছিল না কবাডি। বর্তমানে এই গেঁয়োদের, চাকর বাকরদের খেলাটি বিশ্ব ক্রীড়াঙ্গণে পৌঁছে গেছে। তাছাড়া ইউরোপের অনেক দেশেও এর চর্চা শুরু হয়েছে। আর এদেশে তো বটেই। এতে বেশি শক্তিশালী রাজ্যগুলি হচ্ছে বিহার, হরিয়ানা, মহারাষ্ট্র, গুজরাত, তামিলনাড়ু। বাংলা তো চূড়ায় রয়েছেই। একসময় বাংলায় বিপ্লবীদের তীর্থক্ষেত্র চন্দননগরে কবাডি খেলোয়াড়দের পীঠস্থান ছিল। সাউথ ইস্টার্ন ও ইস্টার্ন রেল দলে কবাডির জোরকদমে প্র্যাকটিশ হতো। ১৯৫৮ সালে কলকাতার রাজ্য কবাডি সংস্থা প্রতিষ্ঠা হয়। এর প্রধান কার্যালয় ২০১৩ সালে জয়পুরে গঠিত হয়। তবে এই নির্ভেজাল স্বদেশী খেলাটি তখন সমাদর পায়নি। কিন্তু খেলার সেই অদম্য জেদ যা একে পৌঁছে দিয়েছে বিশ্বের দরবারে। আর এর নিজের দেশে গণ্য হয়েছে জাতীয় খেলা হিসাবে। আসলে এসবের পিছনে রয়েছেন সেইসব উৎসাহী ও জেদী মানুষজন যাঁদের অক্লান্ত পরিশ্রম ও প্রশংসনীয় প্রয়াসে এসেছে সফলতা তারা হলেন চন্দননগরের অর্জুন প্রাপ্ত ভোলানাথ গুঁই, ইনসান আলি, আনজার আলি, রমা সরকার, বিশ্বজিৎ পালিত, মমতা পাত্র, কিশোর পাত্র, বিশ্বনাথ মুখার্জী, মানব মুখার্জী প্রমুখেরা। এই রাজ্যের মেয়েরাও যথেষ্ট কুশলী। তবে এও ঠিক যে বড় জায়গায় যাওয়ার যোগ্যতা মেয়েদেরও লড়াই করেই অর্জন করতে হয়েছে। এখন তো প্রো–কবাডি চালু হয়েছে। মুম্বাইয়ের বলিউডের ফিল্মস্টাররা স্পনসর করে টিম গড়ছে। সেখানে অর্থনৈতিক দিকে খেলোয়াড়রাও উপকৃত হচ্ছেন।

আন্তর্জাতিক যোগা প্রতিযোগিতায় সিঙ্গুরের নেহা

নিজস্ব প্রতিনিধি : তৃতীয় আন্তর্জাতিক যোগা চ্যাম্পিয়নশিপ হরিয়ানার কারনালে ১৪ থেকে ১৬ নভেম্বর অনুষ্ঠিত হয়। সেখানে সিঙ্গুরের বেড়াবেড়ি গ্রামের বাসিন্দা নেহা বাগ অংশ নিয়ে ব্যক্তিগত বিভাগে চারটি সোনা ও দলগত আর্টিস্টিক শেয়ার একটি রুপো জিতলেন।

বিভিন্ন রাজ্য থেকে তো বটেই বাংলা থেকে ১৫ জন প্রতিযোগী এই প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করে। নেহা আর্টিস্টিক, ট্র্যাডিশনাল, রিদিমিক বিভাগ চারটিতে স্বর্ণপদক অর্জন করেন। সে কোন্নগর শকুন্তলা মন্দিরের কাছে যোগা এরাতে প্রশিক্ষক গৌরাঙ্গ সরকারের কাছে অনুশীলন করেন। নেহা হাওড়া, নরসিংহ দত্ত কলেজে এডুকেশনে অনার্স নিয়ে তৃতীয় বর্ষে পড়ছে।

বাবা অমর বাগ কাঠের কাজ করেন, মা বিজলী বাগ গৃহবধূ। তাদের একমাত্র মেয়ে নেহা। চলতি বছর থাইল্যান্ডে আসিয়ান চ্যাম্পিয়নশিপে আর্টিস্টিক যোগা ও ট্র্যাডিশনাল যোগা এই দুই বিভাগেই দুটি স্বর্ণপদক পেয়েছিল নেহা। গ্রামের মেয়ের এই সাফল্যে উৎসবের মেজাজ সিঙ্গুরের বেড়াবেড়িতে। আগামী বছর ফেব্রুয়ারিতে নেহা বাগ মালয়েশিয়াতে আন্তর্জাতিক যোগা চ্যাম্পিয়নশিপ অংশগ্রহণ করতে যাবেন।

কাটোয়ায় ঐতিহ্যবাহী ফুটবল প্রতিযোগিতা

নিজস্ব প্রতিনিধি : পশ্চিমবঙ্গের যে কয়টি ঐতিহ্যবাহী ফুটবল প্রতিযোগিতা রয়েছে তার মধ্যে জায়গা করে নিয়েছে পূর্ব বর্ধমান জেলার কাটোয়া শহরও। কাটোয়ার প্রায় শতাব্দী প্রাচীন হরিশ্চন্দ্র মেমোরিয়াল শিল্ড অ্যান্ড ইষ্টপদ দে রানার্সআপ কাপ' নকআউট ফুটবল প্রতিযোগিতার নাম এখনও কলকাতার আনাচকানাচে অসংখ্য ক্লাবে উচ্চারিত হয়।স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, কাটোয়া টাউন অ্যাথলেটিক ক্লাবের হাত ধরেই ১৯২৪ সালে সারা বাংলাব্যাপী একটা জমজমাট ফুটবল টুর্নামেন্টের সূচনা হয়েছিল। পরবর্তীতে প্রতিযোগিতার কলেবর বৃদ্ধি পাওয়ায় ১৯২৯ সালে বিজয়ী এবং বিজিত দল উভয়ের জন্য শিল্ড এবং কাপ দেওয়ার প্রচলন শুরু হল। সেইসঙ্গে টুর্নামেন্টের নাম কিছুটা পরিবর্তন হয়ে হরিশ্চন্দ্র মেমোরিয়াল শিল্ড অ্যান্ড ইষ্টপদ দে রানার্সআপ কাপ' ফুটবল প্রতিযোগিতা রূপে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। সুদূর অতীত থেকেই পশ্চিমবঙ্গের অসংখ্য তারকা ফুটবলার বিভিন্ন দলের পক্ষ থেকে এই প্রতিযোগিতায় খেলতে নেমে কাটোয়াকে কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করেছেন।বিভিন্ন সময়ে আয়োজিত ঐতিহ্যবাহী এই টুর্নামেন্টে যোগ দিয়ে ফুটবলের জাদু দেখিয়ে গিয়েছেন গিয়েছেন প্রখ্যাত খেলোয়াড় বিদেশ বসু, মানস ভট্টাচার্য, সুব্রত ভট্টাচার্য, মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য, প্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায়, ভাস্কর গঙ্গোপাধ্যায়, শিশির ঘোষ, টিমা ও'কেরি প্রমুখরা। দিকে দিকে সাড়া জাগানো এই নকআউট ফুটবল প্রতিযোগিতাকে কেন্দ্র করে ফের উত্তেজনায় ফুটতে শুরু করেছে ক্রীড়ামোদী কাটোয়াবাসী। ২৬ নভেম্বর শনিবার বিকেলে কাটোয়া শহরের পৌর গোবিন্দ বাগান ফুটবল ময়দানে ঐতিহ্যবাহী এই প্রতিযোগিতার শুভারম্ভ। নকআউট টুর্নামেন্টের চূড়ান্ত পর্বের খেলাটি অনুষ্ঠিত হবে আগামী ১৮ ডিসেম্বর। এবারের খেলায় অংশগ্রহণকারী দলগুলি হল ক্যালকাটা কাস্টমস ক্লাব, এরিয়ান ক্লাব, ইউনাইটেড স্পোর্টস, এস এস কনস্ট্রাকশন বর্ধমান, আমরা ক'জন বয়েজ ক্লাব দুর্গাপুর, শ্রীদুর্গা শ'মিল মেঝিয়ারী, ডি এফ সি দেবগ্রাম এবং নবাব নার্সিং হোম পলাশী।ঐতিহ্যবাহী এই ফুটবল টুর্নামেন্টের সঙ্গে শহরের সর্বস্তরের মানুষের আবেগ জড়িয়ে রয়েছে। তাই খেলার আয়োজনের যাবতীয় দিকগুলির ওপর বিশেষভাবে নজর রেখেছে কাটোয়া পুরসভার পাশাপাশি শহরের অসংখ্য ক্লাব।এলাকার প্রবীণ বাসিন্দা থেকে শুরু করে নবীন প্রজন্মের অনেকেরই কাছে কাটোয়া হল প্রাণের শহর'।সেই শহরেই এই ঐতিহ্যবাহী ফুটবল টুর্নামেন্ট শুরুর খবর পেলে তাঁরা মাঠে যাওয়ার জন্য মুখিয়ে থাকেন।এবারও তার কোনও ব্যতিক্রম হয়নি। কাটোয়ার পুরচেয়ারম্যান সমীর কুমার সাহা বলেন, ২৬ নভেম্বর থেকে শুরু হওয়া এই ফুটবল টুর্নামেন্টটি সফলভাবে সম্পন্ন করার লক্ষ্যে পুরসভার পক্ষ থেকে যাবতীয় উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

www.alipurbarta.org facebook.com/alipur.barta.5 6291206675 alipurbarta1966@gmail.com alipur_barta@yahoo.co.in

Printed by Sudhir Nandi Published by Sudhir Nandi on behalf of Nikhil Banga Kalyan Samity and Printed at Nikhil Banga Prakasani, Vivek Niketan, Vill- Samali, P.O.- Nahajari, P.S.-Bishnupur, South 24 Parganas and Published at 57/1A, Chetla Road, Kolkata- 27. Editor: Dr. Jayanta Choudhuri.

নিখিলবঙ্গ কল্যাণ সমিতি–র পক্ষে সুধীর নন্দী কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত এবং নিখিলবঙ্গ প্রকাশনী, বিবেক নিকেতন, গ্রাম–সামালি, পোস্ট–ন'হাজারি, থানা–বিষ্ণুপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা হইতে মুদ্রিত এবং ৫৭/১এ, চেতলা রোড, কলকাতা–৭০০ ০২৭ (ফোন–২৪৭৯–৮৫৯১) হইতে প্রকাশিত। সম্পাদক : ড. জয়ন্ত চৌধুরী। সহ সম্পাদক : কুণাল মালিক। ফ্যাক্স নং : ০৩৩–২৮৩৯–১৫৪৪, ই–মেল–alipur_barta@yahoo.co.in/alipurbarta1966@gmail.com